হিউলিসের যদি কোন অনিষ্ট হয়, তাঁহাকে ছাড়িয়া দীর্ঘকাল আমিও এখানে থাকিব না।"

দেয়ানীরার অন্তরের আশঙ্কা কার্য্যে পরিণত হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। প্রাসাদশিখরে দাঁড়াইয়া ব্যাকুলচিত্তে তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে সর্ব্বনাশের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সমুদ্রের দিক হইতে ত্বরিত অশ্বপদের ধ্বনি তাঁহার কর্ণে আসিল। স্পন্দিত বক্ষে নীচে নামিয়া আসিয়াই তিনি পুত্রের সাক্ষাৎ পাইলেন। জ্বালাপূর্ণ দৃষ্টি মাতার মুখে রাখিয়া যুবক তিব্রকণ্ঠে কহিলেন—'মা! তুমি যদি আমার মা না হইতে'—শ্বাসরুদ্ধ স্বরে জননী বলিলেন—'হায়, বৎস! আমি কি করিয়াছি?'"

"কিছুই না—শুধু আমার পিতাকে হত্যা করিয়াছ!" স্পন্দহীনা দেয়ানীরা পুত্রবর্ণিত ঘটনা শুনিয়া যাইতে লাগিলেন। —পূজাবেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হারকিউলিসের নিকটে কেমন করিয়া লাইকাস দেয়ানীরাপ্রদত্ত মারাত্মক উপহার লইয়া উপস্থিত হইল। হারকিউলিস কেমন আনন্দে পত্নীর নিপুণ সূচিরচিত বস্ত্রখানি অঙ্গে পরিয়া পূজায় রত হইলেন। তাহার পর কিরূপে হোমশিখার তাপে হাইড্রার বিষ জ্বলিয়া উঠিল। কি ভীষণ জ্বালা—অপরিসীম যন্ত্রণা! কিরূপে ক্ষীপ্তপ্রায় বীর লাইকাসকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং ক্রোধে অন্ধ হইয়া পর্ব্বতশিখর হইতে অভাগাকে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন।

পুত্র Hyllus বলিলেন—'জীবিত বা মৃত অবস্থায় হউক, শীঘ্রই তাঁহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে। তুমি শুধু পতিঘাতিনী নও তুমি পৃথিবীর মহত্তম বীরের হত্যাকারিণী!'

বাক্যহারা দেয়ানীরার এক সহচারিণী বলিলেন—'হায়, মহারাণি, আপনি কেন চুপ করিয়া রহিয়াছেন? এইরূপ নীরব থাকা যে, জগৎসমক্ষে আপনার কল্পিত অপরাধকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিতেছে!"

কিন্তু জগৎ কি বলিবে না বলিবে তাহাতে এখন তাঁহার কি ক্ষতিবৃদ্ধি? তাঁহার অন্তরে যে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহার নিকটে স্তুতি-নিন্দা তুচ্ছ! বিদ্যুৎবেগে রাণী সে স্থান হইতে অদৃশ্য হইলেন।

ক্ষণকাল পরে কি ভাবিয়া তিনি নির্জ্জনে কার্য্যব্যস্ত পুত্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পুত্র মুখ তুলিল না—সে মুখে কোমলতার লেশমাত্র ছিল না! রাণী ভগ্নহৃদয়ে ফিরিয়া ধীরে ধীরে হারকিউলিসের শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে শয্যার উপরে লুটাইয়া পড়িয়া বলিলেন—'বিদায়—বিদায়—আমার বিবাহিত জীবনের আনন্দ-নিকেতন—আমার স্বর্গ-সুখের পুণ্যভূমি—অভাগিনী চিরবিদায় লইতেছে।' শাণিত ছুরিকা দেয়ানীরার বক্ষে আমূল বিদ্ধ হইল।...

এতক্ষণে পরিচারিকার নিকটে সকল কথা শুনিয়া Hyllus ছুটিয়া মাতার

নিকটে আসিলেন। কিন্তু হায়, তিনি বড় বিলম্বে আসিয়াছেন! বুকে পড়িয়া মাতার রক্তহীন বিবর্ণ মুখ খানি চুম্বনে আচ্ছন্ন করিয়া পুত্র বলিতে লাগিলেন—'মা গো, মা আমার! আমিই তোমাকে হত্যা করিয়াছি! আমারই নিষ্ঠুর বাক্য শাণিত ছুরিকা হইয়া তোমার বক্ষের রক্তপান করিয়াছে। এখন আমি পিতৃহীন ও মাতৃহীন—কিন্তু আমার নিজেরই দোষে আমি তোমাকে হারাইলাম!'…

আট জন বীর পুরুষ বীরশ্রেষ্ঠ হারকিউলিসের দেহ সসম্ভ্রমে বহিয়া আনিয়া সন্তর্পণে শয্যায় স্থাপন করিলেন। উদ্বিগ্ন-হৃদয়ের প্রাণপণ যত্ন সত্বেও সামান্য আন্দোলনের জলন্ত যন্ত্রণা দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। যে বীরের বাহুবলের সমক্ষে সহস্র শত্রুর দর্প নিমেষে চূর্ণ হইয়া যাইত, তিনিই আজ শিশুর ন্যায় শয্যায় লুটাইয়া অসহায়ের মত অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন! আর্ত্তস্বরে হারকিউলিস বলিলেন—'গ্রীকগণ, তোমাদের জন্য কঠোর শ্রমে আমি জীবনাতিপাত করিয়াছি। এখন আমার জন্য তোমরা একটি কার্য্য কর। বেদনার স্তূপ অপদার্থ এই মাংসপিণ্ডকে অগ্নি বা তরবারির সাহায্যে শেষ করিয়া দাও—সকল যাতনার অবসান হইবে!'

শয্যাতলে নতজানু হইয়া বসিয়া Hyllus পিতার ললাটের যাতনার স্বেদ-বিন্দু মুছিয়া দিতেছিলেন। একটু শান্ত হইয়া হারকিউলিস তাঁহাকে বলিলেন—"দেখ, বৎস, স্বর্গরাজ্ঞীর বিদ্বেষ বা Eurysthes এর রোষ যাহাকে নত করিতে পারে নাই, আজ এক দুর্ব্বলা রমণীর ছুরভিসন্ধির ফলে সে কেমন ধূলি-লুণ্ঠিত! তুমি আমার উপযুক্ত সন্তান কিনা এবার তাহার পরীক্ষা হইবে। সেই অভিশপ্তা রমণীকে আনিয়া একবার আমার হস্তে প্রদান কর। আমার দেহ-মনকে সে এমনি করিয়া অপদার্থ করিয়া দিয়াছে যে, আমি বালিকার ন্যায় ক্রন্দন করিয়াছি!' গাত্রের আবরণ উত্তোলন করিয়া বীরবর বলিতে লাগিলেন—'দেখ তাহার হস্তের কীর্ত্তি! আমার সর্ব্বদেহ দগ্ধ, সকল গর্ব্ব, সকল শক্তি জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যে এই কাজ করিয়াছে সে বুঝিবে যে, এই মুমূর্ষুর বাহুদ্বয়ও কত শক্তি ধরে।"

ধীরে Hyllus বলিলেন—'হায়, আপনার প্রতি অত্যধিক ভালবাসা—ইহাই তাঁহার একমাত্র অপরাধ!' হারকিউলিসের ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত দেখিয়া Hyllus বলিতে লাগিলেন—'না—আমার কথা আগে শুনুন—তিনি এখন আপনার ক্রোধের অতীত স্থানে পৌছিয়াছেন।'

'তুমি কি বলিতেছ?'

Hy.—"এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আমার মুখে সর্ব্বনাশের বার্ত্তা শুনিয়া তিনি স্বহস্তে আপনার প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন। আপনার সে উপহার তিনি নির্ম্মলচিত্তে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, ইহা দ্বারা আপনাকে

চির-প্রেমবন্ধনে বাঁধিয়া রাখিবেন। ইহা Nessus-এর দুরভিসন্ধির—" এই নাম শুনিয়াই হারকিউলিস আর্ত্তকণ্ঠে বিলাপ করিয়া উঠিলেন—

"বহুদিন পূর্ব্বে দৈববাণী হইয়াছিল যে, মৃতের হস্তে আমার মৃত্যু হইবে—তাহা পূর্ণ হইল। আমি সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম যে, অতি দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের অবসানে শান্তির দিন আসিয়াছে, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, সমাধিতল ভিন্ন আমার সংগ্রামের অবসান নাই।"

দীর্ঘকাল গম্ভীর দৃষ্টি পুত্রের মুখে স্থাপন করিয়া হারকিউলিস বলিলেন—'বৎস, আমার হাতে তোমার হাত রাখ।" Hyllus পিতার হস্ত গ্রহণ করিলেন।—"এখন শপথ কর আমার আদেশ প্রতিপালন করিবে।"

ক্ষণেক দ্বিধা করিয়া Hyllus বলিলেন—"শপথ করিলাম।"

"Octa পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরদেশ তোমার পরিচিত ?"

Hy.—"বহুবার সে স্থানে পূজার নৈবেদ্য অর্পণ করিতে গিয়াছি।"

হার—"সেই স্থানে এই দেহ বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। তৎপরে সজ্জিত-চিতামধ্যে আমার দেহ স্থাপন করিয়া তোমাকে স্বহস্তে তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিতে হইবে। এ ভীষণ ঘৃণিত ক্ষত হইতে উদ্ধারলাভের আর উপায় নাই।"

এই গুরুতর আদেশে Hyllus স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। তিনি কিরূপে ইহা পালন করিবেন ? ইহা যে পিতৃ হত্যার ন্যায়! অবশেষে পিতার একান্ত অনুরোধে তিনি সম্মত হইলেন। কিন্তু আপন হস্তে চিতায় অগ্নি-প্রদান-রূপ কঠোর কার্য্য হইতে মুক্তি চাহিয়া লইলেন।

হারকিউলিস বলিলেন—"আর একটি কর্ত্তব্যভার তোমার উপরে অর্পণ করিতেছি। রাজকুমারী Iola কে তুমি জান ?"

Hyllus চমকিত হইলেন।

—"তবে শোন,—আমার পুত্রবধূ করিবার জন্য তাঁহাকে আমি আনিতেছিলাম। তাহাতেই সকল অনর্থের সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু সেই জন্য তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইও না। মনে রাখিও যে, তোমার মুমূর্ষু পিতার অন্তরের একান্ত কামনা যে, তোমরা দুজনে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হও। আমার কথা কি শুনিতেছ ?"

Hyllus বলিলেন—"পিতা, যে আমার পিতা ও মাতার মৃত্যুর কারণ তাহাকে আমি পত্নীত্বে বরণ করিব কিরূপে ?"

"আমার আদেশকে তুমি সম্মান করিবে না ?"

মুমূর্ষুকে আর উত্তেজিত করিতে ভীত হইয়া Hyllus অনিচ্ছায় স্বীকৃত হইলেন।

বীরবর ফাইলক্‌টিটাস্ হারকিউলিসের চিতায় অগ্নি প্রদান করিয়াছিলেন

শিশুজীবন ও কিণ্ডার গার্টেন।

কিণ্ডারগার্টেন কি?

কিণ্ডারগার্টেন একটী জর্ম্মণ ভাষার কথা। উহার বিস্তারিত অর্থ—ক্রীড়া ও সামান্য বস্তু দ্বারা শিশুকে কাজ ও জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। জর্ম্মণীদেশে ঐ শিক্ষার প্রথা পণ্ডিত ফ্রোবেল্ প্রথম প্রচার করেন, সেজন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ঐ প্রকার শিক্ষার স্কুলগুলি ঐ নামে প্রচলিত। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে এতদিন পর্য্যন্ত একটীও কিণ্ডারগার্টেন ছিল না, তাহার কারণ এই যে ভারতীয় পিতা-মাতাগণ এখনও ঐ মহৎ শিক্ষার উপকার সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত নহেন। সেজন্য তাঁহা-দিগকে ঐ শিক্ষার ধারা ও উহার কতক সুফল যথাসাধ্য বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

মায়ের সরল ও সুমিষ্ট গান ও গার্হস্থ্য খেলার মধ্যে শিশুর তিন বৎসর কাটিয়া যায়। পরে চারি বৎসরে পা দিবার সময় হইতে তাহাকে কিণ্ডারগার্টেনে পাঠান কর্ত্তব্য।

নিম্নলিখিত ভাবে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা দেওয়া হয়।

১

শিক্ষয়িত্রী হাতে দুইটী জিনিষ ধরিয়া আছেন, ঐ দুইটী দেখিতে এক প্রকার হইলেও পরস্পর হইতে বিভিন্ন।

একটী গোলা রবারের ও নরম, আর একটী কাঠের ও শক্ত। শিশুগণ পূর্ব্বে উহার সম্বন্ধে কিছু শিখিয়াছিল, কিন্তু এখন তাহারা আর এক নূতন ভাবে উহা দেখে, উহা দ্বারা গোলাকার বস্তু ও সহজে তাহার গড়ান গতি তাহাদের মনে বসিয়া যায়। উহাদের বিভিন্নতাও তাহারা শিখে,—একটা নরম ও হাল্‌কা বিনাশব্দে মেজের উপর গড়ায়, অন্যটা কঠিন ও ভারী, লাফাইয়া লাফাইয়া চলে। শিক্ষয়িত্রী একে একে সকল শিশুকে কাছে ডাকিয়া গোলা দেখান, পরে তাহাদিগকে চোক বুজাইতে বলেন ও প্রত্যেকের হাতে ক্রমে ক্রমে দুইটী গোলা দিয়া উহার কোনটী কিরূপ জিজ্ঞাসা করেন। তাহারা চোকে না দেখিয়া স্পর্শের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন গোলা নির্ণয় করে। পরে একটির পর অন্যটী তিনি মাটিতে ফেলিয়া দেন, শব্দের দ্বারা শিশুরা উহার কোন্‌টা কিরূপ স্থির করে! এইরূপে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের চালনার জন্য আরও অনেক প্রকার শিক্ষা দেওয়া হয়। আর শিশুগণ সকলে অতি আনন্দ ও উৎসাহের সহিত উহাতে যোগ দেয়।

ঐরূপে আকার শিক্ষার পর তাহাদের নিজে কাজ করিবার সময় আসে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুগুলি তাহাদের বাড়ী বা পোল ইত্যাদি নির্ম্মাণের বাক্স দ্বারা ও অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেরা কাঠের দ্বারা ঘর-বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। প্রথমে তাহাদিগকে অতি সরল প্রথা মতে শিক্ষা দেওয়া হয়। দেশালাইয়ের মত কাঠের ছোট ছোট

টুক্‌রা দ্বারা তাহারা নানা রকমের ঘর-বাড়ী প্রস্তুত করে। উহাদ্বারা শিশুগণ সোজা ও বাঁকা রেখা প্রভৃতি জ্যামিতির রেখা সকল টানিতে শিখে। তাহারা নিজেরা যাহা প্রস্তুত করে, নিজ নিজ কল্পনানুসারে তাহার নাম দেয়, সেই কারণে উহতে তাহাদের কোন ভুল ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। তাহারা আত্ম-সাহায্যে যাহা কল্পনা ও নির্ম্মাণ করে, তাহা কখন ভুলিয়া যায় না। এই সকল কাঠাদিদ্বারা বাড়ী ঘর নির্ম্মাণের শিক্ষা-প্রথাকে "অঙ্কশাস্ত্রধারা" বলে। তাহা ব্যতীত জীবনস্থধারা ও সৌন্দর্য্যধারা নামে আর দুইটী ধারা আছে, তাহা শিশু অঙ্ক-ধারার পূর্ব্বে শিক্ষা পায়। প্রথমটীর দ্বারা শিশু যত শিল্প ও স্বাভাবিক দ্রব্য হইতে নির্ম্মাণ করিতে শিখে, আর শেষেরটীর দ্বারা শিশু সকল দ্রব্য অতি সুন্দর ও সুশৃঙ্খলরূপে সাজাইতে ও গড়িতে শিখে।

২

সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ছেলেরা অতি সরল নির্ম্মাণ-দ্রব্য লইয়া আরম্ভ করে। একটী বাক্সতে একটা বড় কিউব আটখানা ছোট ছোট কিউবে বিভক্ত। শিশু তাহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া শিক্ষয়িত্রীর আদেশ মত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পৃথক করিয়া রাখে ও সাজায়। উহাদ্বারা তাহাদের সংখ্যা-জ্ঞান হয় ও ছোট বড় দ্রব্যের তুলনা দ্বারা পরিমাণ শক্তি জন্মে।

অতান্নবয়স্ক শিশুগণ বালির ঘর প্রস্তুত, মাটি খোঁড়া প্রভৃতি তাহাদের আনন্দ-দায়ক সরল কাজে ও ক্রীড়ায় শিক্ষিত হয়।

কাচের মালা-গাঁথা, কাগজের বাক্স প্রস্তুত করা, তুলা বাচা, পুতুল গঠন করা, পুতুলের বিছানা প্রস্তুত করা প্রভৃতি নানাপ্রকার ছোট ছোট কাজে তাহারা খেলার সঙ্গে শিক্ষালাভ করে। সংক্ষেপে, ইহা দ্বারা তাহাদের স্বাভাবিক ও স্বাধীন কল্পনা এবং বৃত্তি সমুদায়ের পুষ্টির জন্য প্রচুর সুবিধা দেওয়া হয়। উহা দ্বারা শিক্ষয়িত্রী বালক বালিকাদিগের মনের ভাব বিশেষরূপে বুঝিয়া তাহাদিগকে তাহাদের উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত করেন।

তার পর একটী ছোট নাটকের অভিনয় দ্বারা খেলা করা হয়। কয়েক জন শিশু উহা অভিনয় (act) করে, আর অবশিষ্টেরা গান গায়। দুইজন চতুর বালক রাজা ও ঘোড়া সাজে, দুই জন বালিকা সরাই কর্ত্রী ও তাহার পরি-চারিকা হইয়া একটা কোণে যেন সরাইয়ে বসিয়া থাকে। দুইজন কামার ও তাহার সঙ্গী হয়ে আর এক কোণে বসে। দ্বারবান গোলাকার বেড়ার মধ্যে থাকে, দুইজন লম্বা ছেলে দরজা হয়ে দাঁড়ায়, আর দুইজন আস্তাবলে কাজ করে। রাজা ঘোড়ায় চড়িয়া আস্তে আস্তে বেড়াইতে যায়। আর সকল ছেলে ঐ বিষয়ে একটি সরল গান গাহিয়া উঠে। কিন্তু অল্পক্ষণ পরে রাজা ও ঘোড়া উভয়েই ক্ষুধার্ত্ত হওয়াতে, রাজা সরাইয়ের দিকে

ঘোড়া ফিরায়, এবং সরাইকর্ত্রী ও তাহার পরিচারিকা দুইজনে রাজাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদিগকে জল ও খাবার দেয়। ছেলেরা আবার গান গাহিয়া উঠে।

"হো হো রাজা-মশায় তোমার ঘোড়া বড় ধীর,
অতি আস্তে চলিলে পর হয়ে যাবে ক্লান্ত।
প্রথম তুমি সরাইয়ে নেমে খাও দুধ ক্ষীর,
দাও তোমার ঘোড়াকেও ঘাস খড়, পান্থ।
তার পর রাজা মশায়, আবার তুমি যেও।

যাইতে যাইতে ঘোড়া থামিলে পর ছেলেরা আবার গাহিয়া উঠে।

"হো হো রাজা তোমার ঘোড়া যেতে চায়না,
ওর ক্ষুরের নাল ভেঙ্গেছে, কামারের দোকান কাছে,
তিনটে পেরেকে ঠিক হবে—আগে আর পাছে।
কামার এসে তাড়াতাড়ি নাল বাঁধিয়ে দেয়;
হো হো রাজা তুমি আবার যেতে পায়।

রাজা আবার ঘোড়ায় উঠিয়া কিছুক্ষণ পরে বাড়ীতে পৌঁছাইলে ছেলেরা আবার গায়—

"হো হো রাজা মশায় ঘোড়া থেকে নাম,
সইস তোমার ঘোড়া নিয়ে আস্তাবলে যাক্।
এখন তোমার বিকাল বেলার বেড়ান হল শেষ,
ছেলেদের জন্যে তুমি কি কিছু এনেছ?
হ্যাঁ হ্যাঁ ভাল ভাল কত জিনিষ আছে।
ছেলেরা তোমার পাশে আনন্দেতে নাচে।

এরূপ গানের মধ্যে রাজা ঘোড়া থেকে নামেন ও সইসকে ঘোড়া দিয়ে শিশুদিগকে কাছে ডাকিয়া তাহাদিগকে সকল জিনিষ ভাগ করিয়া দেন। এই ও খেলার শেষ, কিন্তু অন্যান্য সকল শিশুরা যাহাতে ঐ খেলায় যোগ দিতে পারে, সেজন্য ঐ ক্রীড়া তিন চারিবার খেলা হয়।

তার পর কতকগুলি শিশু গোলাকার হইয়া একটী বন প্রস্তুত করে। আর কতকগুলি শিশু পাখী হইয়া এদিক ওদিক উড়িয়া বেড়ায়। ছেলেরা ছুটিতে ছুটিতে হাত নাড়িয়া পাখীর ডানার অনুকরণ করে। তাহারা যখন উড়িয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন সকলে হাত ধরাধরি করিয়া হাঁটু পাতিয়া বসিয়া পাখীর বাসার নকল করে। আর পরস্পরের কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া নিদ্রা যাইবার নকল করে। ঐ সময়ে অন্যান্য ছেলেরা আস্তে আস্তে ঘুমানর গান গায়। ক্রমে যেন রাত পোহাইল পাখীরা ঘুম থেকে উঠিয়া আনন্দে আবার চারি দিকে উড়িতে থাকে। সকল খেলাই শিশুদের ব্যায়ামের জন্য বার বার খেলা হয়।

তাহা ব্যতীত, ঐ সকল আনন্দদায়ক ক্রীড়াতে শিশুরা অপরিসীম উল্লাস আনন্দ এবং স্বাধীনতা ভোগ করিলেও তারা স্কুলের নিয়মের মতে চলিতে বাধ্য হয়। খেলা-ভঙ্গ বা বিশ্রাম যখন তখন করিবার সাধ্য নাই। গোল হইয়া দাঁড়ান প্রভৃতি কাজে বালক-বালিকারা শরীরকে অতি সোজা ও স্থির রাখিতে বাধ্য হয়।

সামান্য ব্যায়াম বা গানও স্কুলের নিয়মের মতে সাধিত হইয়া থাকে। কেহ নিজের ইচ্ছামত খেলায় যোগ বা ভঙ্গ দিতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়ার অংশ নির্দ্দিষ্ট শিশুদিগের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে, আর অন্যেরা, যতক্ষণ না তাহাদের পালা আসে, ততক্ষণ ধীর ভাবে অপেক্ষা করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে তাহারা কার্য্যক্ষমতার সঙ্গে নিয়ম, নিয়ম, নম্রতা, বশ্যতা ও বিনয় প্রভৃতি গুণে অভ্যস্ত হয়। আর উহা দ্বারাই অন্যান্য গুণের পুষ্টি সাধন ও দোষের নিরাকরণও হইয়া থাকে। সকলের অপেক্ষা বড় ছেলেরা অতি ছোট শিশুদিগকে কাজের সাহায্য করে এবং শিক্ষয়িত্রীকেও সকল দ্রব্য বাক্সে গুছাইয়া রাখিতে সহায়তা করে। ক্ষমতার দ্বারা স্বার্থ লাভ করিবার ইচ্ছা কখনও প্রশ্রয় পায় না, কেননা, কিণ্ডারগার্টেনে ছোট বড় সব সমান। কোন ছেলে দুর্ব্বল বা ভীত হইলে তার অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ সঙ্গীরা তাহাকে রক্ষা করিতে বাধ্য হয়।

এইরূপে মন ও আত্মার অনেক মহৎ বাসনার উদয় হয়। এই আনন্দময় স্কুলে ছেলেদিগকে কখনও শাস্তি দিবার রীতি নাই। কিন্তু কেহ কোন বিষয়ে দুষ্ট বা একগুঁয়ে হইলে তাহাকে ক্রীড়া হইতে বঞ্চিত রাখাই তাহার একমাত্র শাস্তি।

কিণ্ডারগার্টেনের ভিন্ন ভিন্ন খেলা ও উহার উদ্দেশ্য আমি পাঠিকাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু নিজ চক্ষে না দেখিলে উহার মহৎ শিক্ষার ফল বোধগম্য হওয়া দুষ্কর। খেলার ন্যায় গল্প সকলও ভিন্ন ভিন্ন। উহাদ্বারা সাধারণতঃ স্বাভাবিক বিষয়ের, ভিন্ন ভিন্ন কালের, কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা ও নীতি জ্ঞান সম্বন্ধীয় ছোট ছোট কাজ ও জ্ঞানের কথা শিশুকে বলা ও শিখান হয়। তাহা ব্যতীত পশু পাখীর গল্প, ঈশ্বরের কথা; ধর্ম্ম শাস্ত্রের গল্প সকলও তাহাদের উপযোগী করিয়া অতি সরল ভাষায় বলা হয়। প্রকৃতি ও জীবন হইতে ঐ সকল গল্প লওয়া হয় বলিয়া উহার কখন শেষ নাই।

ক্যানেডা প্রবাসীর পত্র।

O. A. C.
Gulph Out.
Canada.
1st March, 1909.

শ্রীচরণেষু মা!

গত শনিবার Union Literary Societyতে আমাদের যে debate হয়েছিল, তাহার ছাপান প্রগ্রেম্ এই চিঠির

সহিত পাঠাইলাম। তাহা পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিবেন যে আমাকে সে রাত্রে বাংলা গান করিতে হইয়াছিল। আমার কতকগুলি বন্ধু আমাকে গান গাহিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করাতে আমার নাম প্রগ্রামে ছাপান হয়। আমি কিন্তু ইতি মধ্যে যে দুটি গান সে রাত্রে গাহিব তাহার সুর মিস্ কুপারকে দিয়া পিয়ানোর সাহায্যে এক রকম ঠিক করিয়া লইয়াছিলাম। তাঁহাকে বলিয়া রাখিয়াছিলাম যে সভাতে আমি প্রথমে বাংলা গান দুটি ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া বুঝাইব। তারপর তিনি আমার গানের সহিত পিয়ানো বাজাইবেন। এই রকম করিয়া পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া শনিবার রাত্রে ৮টার কিছু পূর্ব্বে Massey Hall এ যাওয়া হইল। আমার পৌছিবার পূর্ব্বে সে হল্ ছাত্র, ছাত্রী ও অধ্যাপকে পূর্ণ হইয়াছিল। আমি এরূপ জনতা দেখিয়া প্রথমে একটু সঙ্কুচিত হইয়াছিলাম। আমি যখন আমার পরিচিত বন্ধুদিগের পাস কাটিয়া সিট্ লইবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলাম, আমার কোন কোন বন্ধু বলিতেছিলেন—"Cheer up Sinha !" তাহার পর আমি ও মিস কুপার দুজনে এক স্থানে বসিলাম। ইহার পূর্ব্বেও অনেক বার debate হইয়াছিল, প্রগ্রাম্‌ও ছাপান হইয়াছিল, কিন্তু সে রাত্রের মত জনতা আর কখন হয় নাই।

অত জনতা হওয়ার কারণ এই যে ঐ প্রগ্রাম্ সমস্ত কলেজে বিতরণ করা হইয়াছিল। আর ইহারা কখনও বাংলা সঙ্গীত শুনে নাই, এইজন্য ঔৎসুক্যবশতঃ বেশী লোক আসিয়াছিলেন। প্রথমে মিস্ হার্টলির vocal solo হইল, সে অতি চমৎকার, চারিদিক হইতে আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল। তাঁহার গান শেষ হইলে তিনি যখন platform হইতে নামিয়া আসিতেছিলেন, একটী গ্র্যাজুয়েট লেডী তাঁহার হস্তে ফুলের তোড়া দিলেন। এই প্রকারে প্রত্যেক গায়িকাকে ফুলের তোড়া দেওয়া হইল। তাহার খানিক পরে আমার পালা এল। সভাপতি মহাশয় দাঁড়াইয়া বলিলেন :—"Hindu National Anthem by mr. Sinha" অমনি চারিদিক হইতে আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল। আমি ও মিস্ কুপার দু'জনে বরাবর সোজা platformর উপরে গিয়া দাঁড়াইলাম, মিস্ কুপার পিয়ানোর নিকটস্থ চেয়ারে বসিলেন।

আমি প্রথমে দাঁড়াইয়া গানটীকে ইংরাজিতে অনুবাদ করিলাম, তাহার পর মিস্ কুপারকে পিয়ানোতে সুর দিতে ইসারা করিলাম। আমি "বন্দে মাতরম্" গানটী করি কিন্তু এটা আমি "বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়ের" সুরে গাই নাই। এ গানটা গাহিয়া আমরা দু'জনে বসিবার জন্য ফিরিয়া আসিতেছি, আবার সেই গ্র্যাজুয়েট লেডীটী মিস কুপারের হাতে ফুলের তোড়া দিলেন। আমার গান শেষ হইবার পর হইতে ক্রমাগত আনন্দধ্বনি ও 'এঙ্কোর'

শব্দ চারিদিক হইতে হইতেছিল। তখন আমি বুঝিলাম যে আমাকে আবার আর একটি গান গাহিতে হইবে। আমি কিন্তু পুনরায় উঠিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। তখন পার্শ্বস্থ বন্ধুগণ আমাকে বলিলেন "মিঃ সিংহ, শীঘ্র শীঘ্র যাও।" আবার আমরা দু'জনে platform এর উপরে যাইলাম এবং আমি বলিলাম :—"The next one has quicker movement." তার পর মিস্ কুপারকে পিয়ানোতে সুর দিতে ইঙ্গিত করিলাম। আমি এবার "তোমারি রাগিণী জীবন কুঞ্জে" এই গানটা গাহিলাম। সভাপতি ও তাঁহার পত্নী, সকলে আমার দিকে তাকাইয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত শুনিতেছিলেন। গান শেষ হইলে আবার ঘন ঘন করতালি হইতে লাগিল। আবার সেই গ্র্যাজুয়েট্ লেডীটি মিস্ কুপারকে ফুলের তোড়া দিলেন। আমরা নিজেদের আসনে গিয়া বসিলাম। Debate এর পর শেষে সকলে দাঁড়াইয়া "God save the king গাইয়া সভার কার্য্য শেষ করা হইল।

উপরের ঘটনা হইতে বুঝিতে পারিলেন যে এদেশের কিরূপ প্রথা। আপনারা ত জানেন আমি ভাল গাহিতে পারি না, তার উপর আজ দুই বৎসর দেশ ছাড়িয়া বাংলা গানের একেবারেই চর্চ্চা নাই, এদেশে আসিয়া ইহাদের সঙ্গে ইংরাজি গান করিয়া থাকি। তবে ইহাদের কথা রাখিবার জন্য সেদিন বাংলা গান করিয়াছিলাম। ইহাও একটা শিক্ষা। আমাদের দেশে বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে সঙ্গীত-বিদ্যা শিখান বা তাহাতে উপাধি দেওয়া হয় না। এদেশের মেয়েরা উহা খুব যত্নের সহিত শিখিয়া থাকে। Toronto নগর Conservatory of music এর জন্য বিখ্যাত। এদেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক Literary society আছে। ইহাতে বালক বালিকা প্রত্যেক সপ্তাহে কোন না কোন বিষয়ে বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠ বা debate করিয়া থাকেন। আমাদের দেশের স্কুল কলেজে ছেলে মেয়েদের ঐরূপ শিক্ষা অল্প বয়স হইতে দেওয়া উচিত। তাহা হইলে তাহারা বক্তা, শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর কাজ সুন্দররূপে করিতে পারে। অধিক বয়সে অর্থাৎ কলেজ-ক্লাসে উঠিয়া ঐ শিক্ষা লাভ করিতে হইলে nervousness ও bashfulness কে পরাজয় করা তাহাদের পক্ষে একটু কঠিন হয়। এদেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়—Co-educational অর্থাৎ ছেলে মেয়েরা একত্র পড়ে ও সমস্ত কাজে ও পাঠে তাহাদের সমান অধিকার।

আমাদের দেশে ত অনেক সভা-সমিতি হয় কিন্তু অনেক সভা সমিতিতে মেয়েদের বাদ দেওয়া হয়। কলিকাতা University Institute এ অনেক debate হয়:—সেখানে debate এর প্রগ্রাম্ কি ঐরূপ ছাপান হয়? সেখানে কি মেয়েদের গান গাহিতে দেওয়া হয়?

এদেশের মেয়েরা দেখুন Cougress এ

বসিয়া কত বিষয়ের আলোচনা করিতেছে। পার্লেমেন্টের সভ্য হইবার জন্য কত প্রকার চেষ্টা করিতেছে। In this country they have the right to express their sentiments in public. Widows and unmarried girls, rated on the assessment roll, can vote in Ontario, in Manitoba and British Columbia. In this country the woman of Political aspiration does not limit her ambition to a vote. She sits in Parliament and takes part in a Parliamentary debate. আরও কত এদেশের মেয়েদের প্রশংসার কথা লিখিব?

তাই সত্য সত্যই স্বামী বিবেকানন্দের প্রাণ আমেরিকাতে স্ত্রী-স্বাধীনতা দেখিয়া ভারতের রমণীদের জন্য কাঁদিয়াছিল। আমার বোধ হয়, যদি তিনি আরও কিছু দিন জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে আমাদের দেশে—"Give freedom to those invisible ladies"—ইহা সম্ভব করিতে পারিতেন। অ মরা কিন আমাদের মেয়েদের অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়া উন্মুক্ত বায়ু সেবনে বঞ্চিত করিয়াছি, তাই কোন কোন হিন্দু রমণী দুঃখ করিয়া বলিয়া থাকেন:—"আর আমরা কেবলমাত্র দিবারাত্র সংসার লইয়া ব্যস্ত, কেবল আহার করি ও নিদ্রা যাই, বাহিক জগতের কোন ঘটনাতে লিপ্ত থাকি না। আমাদের মৃত্যুই ভাল।"

এবার এই পর্য্যন্ত। ইতি—

রাণী ভবানী।

আমাদিগের এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে অনেক পুণ্যবতী রমণীর আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহাদিগের প্রাতঃস্মরণীয় নাম ইতিহাসের পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে, স্বর্ণ অক্ষরে জ্বলিতেছে। সেই সকল পুণ্যশ্লোক-রমণীর পবিত্র নাম আজও ভারতের গৃহে গৃহে উচ্চারিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তাঁহারা স্ব স্ব সদ্‌গুণে ভূষিত হইয়া দেশের হিত-সাধন-পূর্ব্বক স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, বুদ্ধি, বিবেচনা, সাহস, সহিষ্ণুতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, উদারতা, দানশীলতা এবং ত্যাগস্বীকার তাঁহাদিগকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। তাঁহাদিগের সেই কার্য্যকলাপ স্মরণ করিলে হৃদয় অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হয়। তাঁহারা ধন্য ও বরেণ্য।

মীরা বাই, অহল্যা বাই, ধর্ম্মদেবী,

তারা বাই, দুর্গাবতী ও কৃষ্ণকুমারী প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ রমণীগণ ভারতের মুখ উজ্জল করিয়াছেন। রাণী ভবানীও অন্যতম ভারতকন্যা ইনি স্বীয় গুণাবলিতে ভূষিত হইয়া মাতৃভূমির সুখ্যাতি ও গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছেন। বাঙ্গালায় অনেক রমণী ছিলেন ও আছেন বটে, কিন্তু তাঁহার ন্যায় উচ্চাঙ্গের রমণী কয়জন? তাঁহার সাহস, বিক্রম, তেজস্বিতা, দয়া প্রভৃতি মহৎ গুণ সকল নারীকুলের ভূষণ ও গৌরব। সমগ্র বঙ্গ, সমগ্র ভারত তাঁহার গুণে গৌরবান্বিত।

আমাদিগের এই প্রবন্ধের নায়িকা রাণী ভবানী এক অসাধারণ-গুণসম্পন্না রমণী ছিলেন। রাজসাহী জেলার অন্তর্বর্ত্তী ছাতিন নামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ গৃহে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আত্মারাম চৌধুরী, মাতার নাম জয়দুর্গা। তিনি পিতামাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন বলিয়া অত্যন্ত আদর ও যত্নে লালিত পালিত হইয়াছিলেন।

যে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া অসাধারণ সৌন্দর্য্য বিকাশ ও সুখকর পরিমল বিতরণপূর্ব্বক মানবের মনপ্রাণ হরণ করে, তাহার মুকুলও সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে, বাল্যজীবনে মনুষ্যের ভবিষ্যৎ জীবনের ছায়া পতিত হয়। বহুগুণসমন্বিতা রাণী ভবানীর গুণরাশির অনেক লক্ষণ তাঁহার বাল্যজীবনের স্বচ্ছ মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। তাঁহার পিতৃভবনে কীর্ত্তিবাস নামে একজন পুরাতন কর্ম্মচারী ছিলেন। কোন উপরিতন কর্ম্মচারীর দ্বারা তিনি কর্ম্মচ্যুত হইয়াছিলেন। কীর্ত্তিবাসের অনেক গুলি পোষ্য ছিল। কর্ম্মটী যাওয়ায় তিনি অকূল পাথারে ভাসিলেন, চিন্তার কূল কিনারা পাইলেন না। কি করিয়া পোষ্যবর্গের মুখে অন্ন দিয়া তাহাদিগের জীবন রক্ষা করিবেন এই ভাবনায় তাঁহার আহার নিদ্রার প্রবৃত্তি দূর হইল। কীর্ত্তিবাস জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ছিলেন, তিনি সংসার প্রতিপালনের উপায়ান্তর না দেখিয়া জগদীশ্বরের ধ্যানপূর্ব্বক অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতেছিলেন। কোমল হৃদয়া বালিকা ভবানী তাহার ঈদৃশ অবস্থা দর্শন করিয়া যাহার পর নাই ব্যথিতা হইলেন। রাণী ভবানী তখন অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা মাত্র। কীর্ত্তিবাসের অশ্রু তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে আঘাত করিল, তিনি আর থাকিতে না পারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার নিকট দৌড়িয়া গেলেন এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদ্ গদ্ বচনে কহিলেন, 'পিতঃ! একি অবিচার! যে ব্যক্তি আপনার সংসারে জীবন উৎসর্গ করিয়া আপনার কল্যাণ সাধন করিয়াছে, এক্ষণে বৃদ্ধবয়সে, তাহাকে কি জন্ত তাড়াইলেন? তাহার উপায় কি হইবে? তাহার সন্তান সন্ততি কোথায় যাইবে? তাহারা কি খাইয়া জীবন ধারণ করিবে?' পিতা বালিকা কন্যার এবম্প্রকার জ্ঞানগর্ভ ও স্নেহপূর্ণ অনুরোধে মুগ্ধ হইলেন এবং বৃদ্ধ কীর্ত্তিবাসের জন্য একটী বৃত্তি স্থাপনের

ব্যবস্থা করিয়া সুখী হইলেন। কীর্ত্তি-বাস ও আমরণ সেই বৃত্তি ভোগ করিয়া-ছিলেন।

নাটরাধিপ রাম জীবন রায়ের পুত্র রাম কান্ত রায়ের সহিত ভবানী পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। শ্বশুর ভবনে আগমন করিলে, আত্মীয়, কুটুম্ব এবং পাড়া প্রতিবেশী সকলে তাঁহার গুণে বিস্মিত ও বিমোহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার গুরুজনের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা, সমবয়স্কদিগের প্রতি সহৃদয়তা এবং অধীন দাসদাসীদিগের প্রতি স্নেহ-মমতা সকলের মন আকৃষ্ট করিয়াছিল। দিন দিন তাঁহার গুণের সুখ্যাতি চারিদিকে পরি-ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। সকলে তাঁহাকে রাজকুলের কুললক্ষ্মী বলিয়া আদর, যত্ন, শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে লাগিল। বয়োবৃদ্ধি-সহকারে তাঁহার বুদ্ধি, বিবেচনা, গাম্ভীর্য্য ও কার্য্যদক্ষতা পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত হইতে লাগিল।

মহারাজ রামজীবন রায়ের মৃত্যুর পর, রামকান্ত রায় কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল-স্বভাব যুবকের সহিত মিলিত হইয়া ক্রমশই উৎসন্নের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি ঘোরতর বিলাসী হইয়া যাহা ইচ্ছা করিতে লাগিলেন। রাজ্যের একজন পুরাতন কর্ম্মচারী দয়ারাম ব্যতিরেকে তিনি আর কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না। তদীয় পরলোকগত পিতা ৺রাম জীবন রায়ের প্রধান কর্ম্মচারী "দেওয়ান দয়ারাম রায় ও তাঁহার বিষ নয়নে পতিত হইলেন। সঙ্গিদিগের কুপরামর্শে তিনি রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারী দয়ারামকে পদচ্যুত করিয়া বিতাড়িত করিলেন। তাঁহার পথের কণ্টক অপসারিত হইল। রাণী ভবানী এই সংবাদে অতিশয় দুঃখিত, স্তম্ভিত ও ভাবিত হইলেন। তিনি স্বামীকে কুপথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত এবং দয়ারামকে তদীয় পূর্ব্ব পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করি-লেন। কিন্তু তাহার কোন ফল হইল না।

বিধাতার লিপি কে খণ্ডন করিতে পারে? অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই। কিছুদিন পরে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ অনাদায় রাজস্বের জন্য রামকান্তকে সিংহা-সনচ্যুত করিয়া তদীয় পিতৃব্য-পুত্র দেবীপ্রসাদ রায়কে তাহাতে অধিষ্ঠিত করিলে রামকান্ত বিশেষ বিপন্ন হইলেন। রামকান্ত সিংহাসনচ্যুত হইয়া রাণী ভবানীর সহিত জগৎ শেঠের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি নিঃসহায় হইয়া চারিদিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে ফতেচাঁদ জগৎ শেঠ রামকান্তের পক্ষাবলম্বন করিয়া নবাব সরকার হইতে রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহাতে কোনও ফলোদয় হইল না! ইহাতে রামকান্ত আরও নৈরাশ্যের ঘোরতর অন্ধকারে ডুবিয়া গেলেন। তাঁহার মন আরও সংশয়, ভয়, ও হতাশের দোলায় দোদুল্য-মান হইতে লাগিল। তিনি কর্ণধার-

বিহীন তরণীর ন্যায় সংসার-সমুদ্রে ভাসিতে লাগিলেন। তাঁহার খাইয়া সুখ ছিল না, বসিয়া সুখ ছিল না, কিসে স্বরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন, এই চিন্তায় অহরহঃ মগ্ন থাকিতেন। কিন্তু ভগবান যাঁহার সহায় হন, তাঁহার কিসের ভাবনা? তাঁহার জন্য সমুদ্রের তরঙ্গ থামিয়া যায়, মরুর মধ্যে স্বচ্ছ সলিল প্রবাহিত হয় এবং অন্ধকারে আলোক দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুর্দ্দিনে অন্ধকারের মধ্যে বিজলী চমকিল, তাঁহার গৃহদেবতা রাণী ভবানীর বুদ্ধি খেলিল, তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ও ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় হইল। তিনি পুরাতন কর্ম্মচারী দয়ারামকে ভুলিয়া যান নাই। দয়ারামের ক্ষমতা ও গুণ তাঁহার নিকট কিছুই অবিদিত ছিল না, তিনি স্বামীকে সম্মত করাইয়া অবিলম্বে তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং রাজ্য-পুনঃপ্রাপ্তির জন্য নবাব-সদনে গমন করিবার প্রস্তাব করিলেন। নবাব সরকারে উৎকোচ প্রদান করিবার জন্য দয়ারাম রামকান্তের নিকট লক্ষ মুদ্রা চাহিলেন। রামকান্ত উক্ত টাকার জন্য ভাবিত হইলেন। রাণী ভবানী সেই সময়ে অবাধে, অকাতরে, এবং রাণীর উপযুক্ত সাহসে, নিঃসংশয়-চিত্তে স্বীয় গাত্র হইতে সমুদয় অলঙ্কার উন্মোচন পূর্ব্বক উদারতা, মহত্ত্ব এবং পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। দয়ারামও নিজ বুদ্ধি ও ক্ষমতা বলে রামকান্তের জন্য নাটোর রাজ্যের পুনরুদ্ধার করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। রাণী ভবানীর বুদ্ধি কৌশলে এবং দয়ারামের দক্ষতায় রামকান্ত পুনরায় পৈত্রিক গদিতে উপবিষ্ট হইলেন। এই রাজ্যের পুনঃপ্রাপ্তি-সময়ে অভিষেক উপলক্ষে রাণী ভবানী মনের সাদে, অন্নদান, বস্ত্রদান, ভূমিদান, ধনদান প্রভৃতি পুণ্য-কার্য্য দ্বারা আপনাকে কৃতার্থম্মন্যা করিয়া জনসাধারণের পূজনীয়া হইয়াছিলেন।

রাণী ভবানীর দুইটী পুত্র ও একটী কন্যাসন্তান হইয়াছিল। পুত্র দুইটীর শৈশবাবস্থায় মৃত্যু হইয়াছিল। কিছুদিন পরে রামকান্ত পরলোক গমন করেন। অবশিষ্ট কন্যাটীকে লইয়া তিনি এই সংসার-মরুর মধ্যে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। পতিবিয়োগ-কালে রাণী ভবানীর বয়ঃক্রম দ্বাত্রিংশদ্বর্ষ ছিল। ঐ কন্যাটীর নাম তারাসুন্দরী। তারা, রূপে উজ্জ্বল তারকার ন্যায় পরমাসুন্দরী ছিলেন কিন্তু তিনি বালবিধবা। কথিত আছে নবাব সিরাজদ্দৌলা তাঁহার রূপের কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য নাটোরে লোক প্রেরণ করিয়াছেন। এবম্প্রকার অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য বিলক্ষণ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া দূত কেবল মাত্র পলায়ন দ্বারা স্বীয় প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। দূত লাঞ্ছিত, অপমানিত ও দূরীকৃত হইলে নবাবের সৈন্য নাটোররাজ্য আক্রমণ করিল। রাণী ভবানী তখন বীরাঙ্গনাবেশে স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং

নবাবের প্রেরিত সৈন্য-সমূহ ছত্রভঙ্গ করিয়া রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিলেন।

রাণী ভবানী অর্দ্ধ-বঙ্গেশ্বরী ছিলেন। তাঁহার সমগ্র রাজ্যের আয় বার্ষিক প্রায় দেড় কোটী মুদ্রা ছিল। বাঙ্গালার নবাবকে প্রায় ৫২ লক্ষ মুদ্রা বার্ষিক রাজকর দিতে হইত। এতদ্ব্যতীত সৈন্যরক্ষা প্রভৃতি অন্যান্য ব্যয়ও ছিল। রাণী ভবানীর অধীনে প্রায় ৫০ সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য থাকিত। কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র, ঢাকার রাজা রাজদুর্লভ, পাটনার রাজা রায় দুর্লভ তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহারা সকলে তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান করিতেন। তাঁহার ধনজনের কিছুই অসদ্ভাব বা অভাব ছিল না। তিনি মনে করিলে লক্ষ লক্ষ মুদ্রার অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিতে পারিতেন, লোক-জনের প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিতে পারিতেন এবং বৃথা আড়ম্বরে জগতকে চমকিত, স্তম্ভিত ও মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা কখনও করেন নাই বা তাঁহার করিবার প্রবৃত্তিও হয় নাই। তিনি জানিতেন, সত্য সত্যই তাঁহার ধনাগার অর্থে পরিপূর্ণ তাঁহার গৃহলক্ষ্মী অচঞ্চলা, তাঁহার কিছুরই অভাব ছিল না। তিনি লোকদেখান মিথ্যা ভান অবলম্বন করিয়া লোকের নিকট মিথ্যা সুখ্যাতি ও মিথ্যা প্রশংসার আশা করিতেন না। আরোপিত সৌন্দর্য্য এবং জাঁকজমকে তিনি ঘৃণা করিতেন, বা কখন তাহা ইচ্ছা করিতেন না। তিনি তাঁহার সেই বিপুল ধন সাধারণের হিতসাধনের জন্য ভাবিতেন এবং আপনাকে তাহার রক্ষয়িত্রীমাত্র মনে করিতেন। তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণদিগকে কত ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। তিনি কাশীতে কত বাসোপযোগী গৃহ দান করিয়া ও অন্নছত্র দিয়া লোকসাধারণের হিত সাধন করিয়াছেন। তিনি পথে পথে ছায়াতরু রোপণ ও তৎপার্শ্বে কূপ খনন করাইয়া পথিকদিগের ক্লেশ নিবারণ করিয়াছিলেন। তিনি গরীবের জননী ছিলেন বলিয়া অনেকে তাঁহাকে মা ভবানী বলিয়া ডাকিত। তিনি একজন আদর্শরমণী ছিলেন। তাঁহার গুণের বর্ণনা করিয়া শেষ করা যাইতে পারে না। ক্ষুধার্ত্তের অন্নদান, পিপাসার্ত্তের বা পিপাসুর জলদান এবং আতুরের ঔষধদান তাঁহার জীবনের প্রধান ধর্ম্ম ছিল।

১১৭৬ সালে (১৭৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে) বাঙ্গালা দেশে যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাকে ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর কহে। সেই ছিয়াত্তুরের মন্বন্তরের ভীষণ আলেখ্য লোকের সম্মুখে উপস্থিত করিলে, তাহাদিগের শরীর রোমাঞ্চিত, চক্ষু বিস্ময়-বিস্ফারিত এবং হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে। সেই দুর্ভিক্ষে লোক আহারাভাবে গাছের পাতা, মরা জন্তুর মাংস এবং এবং মৃত্তিকা পর্য্যন্ত যাহা সম্মুখে কিছু পাইয়াছে তাহাই ভক্ষণ করিয়াছে। মাতা স্নেহ-মমতা বিসর্জ্জন দিয়া শিশু সন্তানের মাংস

ভক্ষণ করিয়াছে। ইহা অপেক্ষা অধিকতর নিষ্ঠুর রাক্ষসীমূর্ত্তির আবির্ভাব আর কোথায় দেখা যাইতে পারে? স্বামী স্ত্রীর হস্ত হইতে, মাতা পুত্রকন্যার হস্ত হইতে কাড়িয়া খাইয়াছে। ইহা অপেক্ষা জঠরানল, প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় আর কোথায় জ্বলিয়া থাকে? হায়! ভগবানের লীলা কি বিচিত্র! এই দুর্ভিক্ষের সময় মহামারি সুদীর্ঘ পদ সঞ্চারে বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়া বঙ্গদেশকে শ্মশানভূমে পরিণত করিয়াছিল। কত সহস্র সহস্র লোক ঔষধ ও পথ্যাভাবে অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়াছিল! চারিদিকে হাহাকার! কে কার দেখে তাহার ঠিক নাই! সহস্র সহস্র লোক মরিয়া যাইতে লাগিল। কেবল শৃগাল, কুক্কুর ও গৃধিনীর পার্ব্বণ তাহাদের আনন্দের সীমা ছিল না! এই দুর্দ্দিনে, বঙ্গের এই শোকতাপপূর্ণ অন্ধকারময় রজনীতে সেই প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানী স্বীয় ধনাগারদ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া কত অনাহারীর, কত পীড়িতের দুঃখ বিমোচন করিয়াছেন। তাঁহার সেই সৎকার্য্য সকল আজও সেই ভীষণ অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে এবং যতদিন এই বঙ্গদেশ থাকিবে, বাঙ্গালী জাতি থাকিবে, ততদিন সেই পুণ্যবতী স্বর্গীয়া দেবীর পবিত্র নামোচ্চারণ করিয়া লোকে সুখী ও ধন্য হইবে।

১২১০ সালের (১৮০৩ খৃঃ) মাঘী পুর্ণিমার দিন উন-আশি বৎসর বয়ঃক্রম কালে পূজনীয়া মহারাণী ভবানী এই কর্ম্মক্ষেত্র সংসার-ভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গধামে চলিয়া যান। তাঁহার বিমল যশোরাশি ভারত ব্যাপিয়া আজও তাঁহার সুকীর্ত্তি সকল ঘোষণা করিতেছে। তিনি মরিয়াও আমাদিগের মধ্যে বাঁচিয়া আছেন।

শ্রীভুবন মোহন ঘোষ।

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী।

তাঁহার লিখিত ডায়েরী।

১

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিবাধই গমন—১৮৬৩ কি ৬৪ সালে একদিন অপরাহ্নে বৃষ্টিতে অর্দ্ধ ভিজিতে ভিজিতে মহর্ষি পাকড়াসী মহাশয়ের সহিত নিবাধই গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথাকার সমাজের প্রধান অধ্যক্ষ বাবু কালীকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় তাঁহার আদেশে তখনি রাত্রিকালীন উপাসনার ব্যবস্থা করিলেন। উপাসনার পূর্ব্বে কালীকৃষ্ণ বাবু আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, 'ইনি আমাদের সমাজের আচার্য্য, ইনি কি বেদীতে বসিবেন?' পাকড়াসী মহাশয় ও তিনি বসিতে যাইতে ছিলেন, এই কথা শুনিবা

মহর্ষি আমার হাত ধরিয়া বেদীর এক পার্শ্বে বসাইলেন ও তিনি মধ্যে বসিলেন। পাকড়াশী মহাশয় উপাসনা করিলেন, মহর্ষি উপদেশ দিলেন ও তৎপরে আমি একটী লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিলাম। উপাসনান্তে মহর্ষি মহা আনন্দে আমার মস্তকে হস্ত রাখিয়া আমাকে শত শত আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন 'তোমাদের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত ও জয়যুক্ত হউক।'

এই সময় কলিকাতায় মহর্ষির বিরুদ্ধে ব্রহ্মানন্দ ও তাঁহার দলস্থ ব্রাহ্মদিগের ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয়। মহর্ষি বেদীতে উপবীতধারী ব্রাহ্মণ ভিন্ন কাহাকেও আচার্য্যের কার্য্য করিতে দিতেন না। এই তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ। ইহা যে মিথ্যা তাহা বেশ বুঝিলাম।

২

৩। ৯। ৭১

প্রবৃত্তির জালে আপনাকে জড়াইতে না দিলেই আপনাকে জয় করা যায়। ঈশ্বরের জালে তাহাকে জড়াইতে দিলে আপনা হইতেই স্বর্গে গিয়া পড়া যায়।

এখন যেমন আমরা সংসারে বাস করি এবং সংসারের সম্পর্কে সকলের সহিত আমাদের সম্পর্ক, পরলোকে আমরা ঈশ্বরে বাস করিব ও তাঁহার সম্পর্কে সকলের সহিত আমাদের সম্পর্ক দেখিব।

ইহলোকে ৫ জনের গোলমালে পাপ ভুলিয়া থাকা যায়, আত্মগ্লানির অশ্রু বাহিরে গড়াইয়া যায়, পরলোকে একাকী অন্তরের মধ্যে অশ্রুপাত করিতে হইবে।

২

যে কার্য্য পর ঘণ্টার জন্য রাখিয়া দিবে তাহা পর বৎসরেও শেষ হয় কিনা সন্দেহ, অতএব যখনকার কার্য্য তখনই সম্পন্ন করিবে।

তোমার হৃদয়মিত্র যদি তোমার হৃদয়-বিদারক শত্রু হয় তাহা হইলে কি করিবে? ঈশ্বরের উপর নির্ভর কর।

যেখানে যে কার্য্য ভাল করিতে পার সে কার্য্যের জন্য সেই স্থানে যাও। ব্রাহ্মেরা সাম্প্রদায়িক নহেন।

৩

২৭। ১। ৭২

অহংভাব ত্যাগ না করিলে প্রকৃত ধর্ম্মসাধন আরম্ভ হয় না। জগতের রাজা হৃদয়ের দেবতা, তুমি সকলই। জগতের সূর্য্য চন্দ্রের অহংভাব নাই, তাহারা কেমন তোমার চরণের অনুগত দাস। আমি কি জগতের সঙ্গে যোগ দিতে পারি না, কেবল তোমার সেবায় শরীর মন সকলই সমর্পণ করিতে পারি না? স্বার্থই অনর্থ,—সকল অপবিত্রতা ও দুঃখের মুল। তোমার সেবক কেমন নিশ্চিন্ত। সুখ কোথায়? তোমার কাছেই নিশ্চিত সুখ, তুমি যে সকল ভার বহিতে অঙ্গী-কার করিলে কেন সুখের লোভে অহঙ্কারী হইয়া আপনার দুর্ব্বল মস্তকে সংসারের বোঝা ধরিয়া রাখি? তোমার এই শরীর এই মন, এই ধন, এই পরিজন, লও নাথ,

সকলই তোমারে দিলাম। তোমার রূপ মাধুরী, নয়ন ভরিয়া হেরিব।

৪

২৭। ১২। ৭২

মহর্ষি দেবেন্দ্র বাবুর সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহার উপদেশ।—ধর্ম্ম রাজ্যের ৩ ভাগ, আম দরবার, খাস দরবার ও আরাম ঘর, অথবা শরীর মন ও আত্মা দ্বারা উপাসনা। সাধারণ বা আম দরবারে নানা সম্প্রদায়, নানা উপাসনা প্রণালী ও নানা প্রকার ক্রিয়ানুষ্ঠানেই ধর্ম্ম, তাহা ধর্ম্মের জন্য চেষ্টা মাত্র। তাহা হইতে ঈশ্বরের কৃপায় খাস দরবারে যাওয়া যায়, সেখানে মন তাঁহার জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা প্রভৃতি বিষয়ের অনুসরণ করিয়া তাঁহার জন্য ব্যাকুল হয় ও প্রার্থনা করে। কিন্তু আরাম ঘরস্বরূপ শান্তি নিকেতনে আত্মার সঙ্গে তাঁহার যোগ—স্তব্ধ হইয়া সৌন্দর্য্য দেখা, শান্তি ভোগ করা—তাহা লোকের নিকট কিছুতেই বর্ণনা করা যায় না। তাহা বলিবার জন্য বাক্য নাই এবং তাহা শুনিবারও ক্ষমতা অতি অল্প লোকের আছে। যে নিজে দেখে সেই বুঝে। নীচের লোকে যখন স্বর্গীয় অস্ত গমন দেখে তখন উচ্চ ভূমির কোন ব্যক্তি সূর্য্যকে প্রকাশিত দেখিয়া যাহা তাহা বর্ণনা করে অন্যে তাহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করে।

একটী প্রাচীরের উপর উঠিয়া যে ব্যক্তি পরপার দেখে সে হাসিয়া পড়িয়া যায়, কেন যায় তাহার বৃত্তান্ত বলিতে থামিতে পারে না। জীবনের পরীক্ষা দ্বারা সত্য গুলি কেবল ইঙ্গিত ভিন্ন বুঝা যায় না। ঈশ্বর সারবান, আত্মাকে তাঁহা দ্বারা সারবান্ করিতে হইবে।

ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন কিছুই হয় না, কিন্তু যেমন ব্যাকরণ পড়িতে পড়িতে বুদ্ধি খুলিয়া যায়, সেইরূপ চেষ্টা ও সাধন করিতে করিতে বিশ্বাস চক্ষু খুলিয়া যায়। প্রেম ও অনুরাগ হইলে আর মার নাই। যিনি যেমন উপযুক্ত, তিনি সেইরূপ তাঁহার প্রকাশ দেখিতেছেন। যদি এক মাত্রা অধিক হয় অসহ্য হইয়া পড়ে, শিশুর যত বয়োবৃদ্ধি হয়, মাতার স্তনদুগ্ধ ততই ঘন হয়। অগ্রে ঘন দুগ্ধে পীড়া হয়। গর্ভস্থ শিশুকে যত্নে রক্ষা করিতে হয়।

মাতার নাড়ীর সঙ্গে শিশুর নাড়ীর বন্ধন থাকাতে তাহার পোষণ হয়। শিশু সক্ষম হইলেই নাড়ীচ্ছেদন হইবে। সংসারের বন্ধন সকল ও আত্মার পক্ষে সেইরূপ।

———

বৃন্দা।

বৃন্দা—ইনি মহা পুণ্যবতী, মহা জ্ঞানশীলা ও মহা দানশীলা ছিলেন এবং স্বীয় তপস্যা বলে স্বয়ং ভগবানকে পতি-রূপে লাভ করিয়াছিলেন।

কেদার রাজের যজ্ঞকুণ্ড হইতে কমলাংশ-জাতা এক কন্যা উৎপন্ন হন। উদ্ভব কালে উঁহার পরিধান বহ্নিবিশুদ্ধ বসন ও সর্ব্বাঙ্গ রত্ন ভূষণে ভূষিত ছিল। এই কামিনীশ্রেষ্ঠা কমললোচনা কন্যা উদ্ভূতা হইয়াই কেদার রাজকে কহিলেন "মহারাজ আমি আপনার কন্যা, তপস্যা করিবার জন্য আমাকে একটী অতি পবিত্র স্থান দিতে হইবে।" রাজা কন্যার বাক্য শ্রবণে কন্যাকে পূজা করিয়া পত্নীর হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন, এবং স্বীয় নগর সমীপ-বর্ত্তী এক আশ্রম তাহার তপস্যার্থ প্রস্তত করিয়াদিলেন। তিনি কন্যাকে বৃন্দা নামে অভিহিতা করিলেন। বৃন্দা ঐ বনে তপস্যার্থ গমন করিতেন। তাঁহার নামানু-সারেই উক্ত বন বৃন্দাবন নামে বিখ্যাত হয়। বৃন্দা বিষ্ণুকে পতিরূপে পাইবার জন্য তপোনিরত হইয়া বরেণ্য ব্রহ্মার নিকট বিষ্ণুকে পতিরূপে পাইবার বর প্রার্থনা করেন। পরে ব্রহ্মা বলিলেন বৃন্দে! তুমি কিছুকাল পরে কৃষ্ণকে লাভ করিতে পারিবে।

অনন্তর একদা সেই পরম সতী বৃন্দা বসন্ত সময়ে রত্নাভরণে ভূষিত হইয়া যমুনা নদীর তীরে হাস্যবদনে পুষ্প শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে ব্রহ্মা সেই সাধ্বীকে পরীক্ষা করিবার জন্য ধর্ম্মকে মনোহর বেশে তথায় প্রেরণ করিলেন। তখন সেই কন্যা বিজন স্থানে এক ভুবনমোহন যুবা পুরুষকে দর্শন করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনাম্বুলিপ্ত ও রত্নাভরণে ভূষিত ছিল। সেই কণক-প্রভা সমন্বিত যুবকের কমনীয় মূর্ত্তি কামিনীগণের একান্ত বাঞ্ছনীয়, তাঁহাকে দেখিলে ষোড়শ বর্ষীয় কুমার বলিয়া বিবেচনা হয়। কোটি কন্দর্পের ন্যায় তাঁহার লাবণ্য, পরিধান পীত পট্ট বসন এবং মুখমণ্ডল শরচ্চন্দ্রের ন্যায় এবং লোচনদ্বয় স্ফুটন্ত শরৎ পঙ্কজের ন্যায় মনোহর। বৃন্দা তাহাকে দেখিয়া গাত্রো-ত্থান পূর্ব্বক নিকটে উপবেশন করাইয়া পূজা ও আনন্দে ফল মূল মধুপর্ক (১) ও সুবাসিত জল দান করতঃ ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। তখন সেই ব্রহ্মতেজ প্রজ্জ্বলিত বিপ্ররূপী ভগবান্ ধর্ম্ম পূজা গ্রহণ করতঃ হৃষ্ট হইয়া সাদরে তাঁহাকে কামুকী-দিগের মনোরম কিন্তু সতীগণের অসহ-নীয় বাক্য বলিতে লাগিলেন। তিনি কহি-

(১) মধুপর্ক—দধি, মধু, ঘৃত, দুগ্ধ এবং চিনি (অঙ্কের সমস্তে) মিশ্রিত খাদ্য। এখন ইহার পরিবর্ত্তে 'চা' দেওয়া হয়। হায়! হায়! কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে ভাবুন দেখি।

লেন "অয়ি মনোহরে! তুমি কাহার কন্যা? তোমার নাম কি? তুমি এই নির্জ্জন স্থানেই বা কি করিতেছ? আমার নিকট এই সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া বল। সুন্দরি! তুমি কোন্ বস্তুই বা বাঞ্ছা করিতেছ? তোমার মঙ্গল হউক, যে বর তোমার বাঞ্ছিত তাহাই আমার নিকট প্রার্থনা কর।" বৃন্দা কহিলেন "আমি কেদার রাজের কন্যা, আমি এই বিজন বনে অবস্থান করিয়া তপস্যা করিতেছি, আমার প্রার্থনা "হরি আমার পতি হন্। আপনি যদি সমর্থ হন তবে এই বাঞ্ছিত বর আমাকে প্রদান করুন্। আর যদি অসমর্থ হন্ তবে প্রশ্নের প্রয়োজন কি? স্বস্থানে চলিয়া যান্।"

ধর্ম্ম কহিলেন "সুন্দরি! যিনি নিশ্চেষ্ট, অতর্কণীয়, নির্গুণ, নিরাকার, ভক্তের প্রতি অনুগ্রহার্থই যিনি শরীর ধারণ করেন, লক্ষ্মী ও সরস্বতী ভিন্ন কোন্ রমণী সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইতে পারে। চতুর্ভুজ মূর্ত্তি বৈকুণ্ঠশায়ী হরির ঐ দুই ভার্য্যাই তাঁহার নিকট অবস্থিতি করেন। স্বয়ং পরমেশ্বরী সরস্বতীও তাঁহার স্তবে অশক্তা এবং কমলাও ভক্তি ভরে দিবানিশি তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করেন। কল্যাণি! তুমি সেই প্রকৃতি হইতে অতীত পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? তিনি গোলকধামে রাধিকা ভিন্ন অন্য কাহারও প্রেমের বশ নহেন। মহাভাগে! আমি নৃপগণের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, বরাননে! দেবতা ও দৈত্য সমাজে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহই নাই, আমি সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্, অতএব আমাকেই পতিরূপে ভজনা কর। অয়ি কল্যাণি! ত্রিলোক মধ্যে যাহা কিছু সুখ আছে, আমার প্রসাদে তৎসমস্তই তুমি ভোগ করিবে, সন্দেহ নাই। অয়ি মধুর হাসিনি! সপ্ত সাগর পারে দেবগণের ক্রীড়ার্থ পূর্ব্বে বিধাতা এক কাঞ্চনময় স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তুমি আমার সহিত তথায় গমন করিয়া বিহার সুখ লাভ কর, তোমার মঙ্গল হইবে। অথবা পুষ্পোদ্যান সমন্বিত মহেন্দ্রের অমরাবতীতে গমন পূর্ব্বক চল উভয়ে সুখে কাল যাপন করি, না হয় নানারত্নে বিভূষিত স্বর্ণময়ী লঙ্কায় কিংবা সুমেরু গহ্বরে অথবা মনোহর ক্ষীরোদ সমুদ্রে, না হয় নির্জ্জন রমণীয় সত্যলোকে গমন পূর্ব্বক, চল উভয়ে সুখে বিহারে প্রবৃত্ত হই। মলয়াচলে উৎকৃষ্ট রত্নসার নির্ম্মিত রমণীয় স্থান বিদ্যমান আছে, পবিত্র চন্দন গন্ধ বায়ুতে উহা সতত সুগন্ধময়, মালতী, যূথিকা, কেতকী ও চারুচম্পক পুষ্পের সুগন্ধে উহার চতুর্দ্দিক আমোদিত, তথায় চির বসন্ত বিরাজিত, পিকগণ ও ভ্রমরগণ নিরন্তর মধুর ধ্বনি করিতেছে, চল তথায় গিয়া উভয়ে সুখে বিহার করি। দেবি! ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু, যম, ধনেশ্বর, বহ্নি ধর্ম্ম ও চন্দ্র ইহাঁদের মধ্যে যাঁহার সুরম্য লোকে তোমার ইচ্ছা হয় চল তথায় গিয়া বিহার করি। অথবা রত্নদ্বীপ, মণিদ্বীপ কিংবা রমণীয় চন্দ্রসরোবর যেস্থানে তোমার

অভিরুচি হয় সেই স্থানে গিয়া আমার সহিত বিহার কর, তোমার মঙ্গল হইবে।” ধর্ম্মদেব এই কথা বলিয়া সম্ভোগার্থ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন (উহা বাস্তবিক সত্য নহে, সতীত্ব পরীক্ষার ছলনা মাত্র) তদ্দর্শনে সেই কেদার রাজ কন্যা বৃন্দার মুখকমল ও লোচনদ্বয় ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তখন তিনি বেদানুগত ধর্ম্মার্থযুক্ত যশস্কর সত্য ও হিতজনক বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। "হে মহাভাগ! ধৈর্য্য ধারণ করুন, আপনি সর্ব্ব জাতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণগণের তপোহনুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন, সত্যনিষ্ঠা ব্রতাচরণ ও ধৈর্য্যধারণ এবং সৎপথে থাকাই প্রকৃত ধর্ম্ম। বিপ্রবর! নীচস্বভাব অধর্ম্মচারিরাই পরস্ত্রী সম্ভোগ করিয়া থাকে, ঐরূপ অধর্ম্মাচরণ আপনার কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বলে সর্ব্ব প্রকার শত্রুই পরাজিত হয়, দুষ্ট ব্যক্তি অশুভের আকর, অধিক কি সে সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ! বলপূর্ব্বক পতিব্রতা গমন করিলে নিশ্চয়ই মাতৃগামী হইতে হয় এবং সন্থ ব্রহ্মহত্যার পাতক লাভ হইয়া থাকে। পরে সেই মহাপাতকিকে চন্দ্রসূর্য্যের অবস্থিতিকাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে তপ্ত তৈলে নিরতিশয় দগ্ধ হইতে হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম দেহের বিনাশ নাই বলিয়া মরণ হয় না এবং যমদূতগণ লৌহদণ্ড দ্বারা নিরন্তর তাহার মস্তকে আঘাত করিয়া থাকে। অতএব যে পরস্ত্রী সঙ্গম ক্ষণমাত্র সুখকর, কিন্তু চির দুঃখের হেতু, অধিক কি সর্ব্বনাশের কারণ, ধার্ম্মিক ব্যক্তি কখনও সেই অগম্যা গমন জনিত মহাপাতকের অভিলাষ করেন না। ওহে জ্ঞান দুর্ব্বল দ্বিজ! তুমি এক্ষণে আমাকে ক্ষমা করিয়া স্বস্থানে গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক। যেমন দীপ শিখা দর্শনে কীট তাহাতে আত্ম সমর্পণ করে, যেমন বড়িশ বিদ্ধ মিষ্ট দ্রব্য দর্শনে লুব্ধ মীন মৃত হয়, যেমন দুষ্ট ব্যক্তি পয়োমুখ বিষকুম্ভ দর্শনে তাহা গ্রহণে ধাবিত হয় সেইরূপ লম্পট পুরুষ আত্ম বিনাশের বীজ স্বরূপ আপাতঃ মনোহর পরস্ত্রীর মুখপদ্ম দর্শনে মোহাভিভূত হয়। রমণীগণের সর্ব্বাবয়ব কামের আধার, বিনাশের কারণ এবং অধর্ম্মের আবাসভূমি, অজ্ঞান পুরুষ পর যোষিদ্‌গণের সঙ্গম করিয়া যুগ যুগান্তরের নিমিত্ত আত্মাকে রৌরব নামক নরকে পাতিত করে। তুমি নির্জ্জন স্থান ও আমার অনাহারাদি দেখিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, কিন্তু আমাকে তত দুর্ব্বল মনে করিও না। সকল স্থানেই দেবতাগণ বর্ত্তমান থাকেন, এ স্থানেও সমুদয় দেবগণ ও লোকপালগণ বিদ্যমান আছেন ও সকল কর্ম্মের সাক্ষী, সকলের নিয়ন্তা, অধিক কি যিনি যমেরও দণ্ডদাতা সেই জাজ্বল্যমান ধর্ম্মকে স্বয়ং ভগবান্ হরি সর্ব্বত্র স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। হে দ্বিজ! স্বয়ং কৃষ্ণ সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা রূপে এবং অন্যান্য দেবগণ ইন্দ্রিয়াদিরূপে সর্ব্ব কর্ম্মের সাক্ষী হইয়া অবস্থান করিতেছেন, সুতরাং গুপ্ত, নির্জ্জন বা রক্ষক বিহীন স্থান কোথাও নাই। অতএব হে জ্ঞানদুর্ব্বল ব্রাহ্মণ! আমাকে

ক্ষমা কর। তোমার মঙ্গল হউক, তুমি তোমার স্বস্থানে গমন কর। ব্রাহ্মণগণ সকলেরই অবধ্য, নতুবা আমি তোমাকে ভস্মসাৎ করিতাম, সে যাহা হউক, বৎস। এক্ষণে তুমি সচ্ছন্দে গমন কর। তপোনুষ্ঠানে আমার অষ্টোত্তর শত যুগ অতীত হইয়াছে, আমার পিতা মাতা বা পিতৃগোত্র কেহই নাই। হে দ্বিজ কেবলমাত্র সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ কৃষ্ণই আমাকে রক্ষা করিতেছেন; ধর্ম্ম, আদিত্য, চন্দ্র, পবন, হুতাশন, ব্রহ্মা, শম্ভু ও ভগবতী দুর্গা আমাকে রক্ষা করিতেছেন, অতএব তুমি অবলা জ্ঞানে, আমায় অবমাননা করিও না, নিশ্চয় জানিও সর্ব্বত্রই সমস্ত দেবগণ বিরাজমান আছেন। বৎস! আমি তোমার মাতৃস্বরূপা, অতএব আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সচ্ছন্দে স্বস্থানে প্রস্থান কর।"

বৃন্দা দেবী এইরূপ বলিয়া ধরার ন্যায় অচল ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন বিপ্ররূপী ধর্ম্ম তাঁহার প্রবোধ বাক্যে গমন না করিয়া বরং সম্ভোগার্থ তৎসন্নিধানে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন বৃন্দা দেবী ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে বলিলেন "অব্রাহ্মণ! তুমি ক্ষয় প্রাপ্ত হও।" তিনি এই কথা বলিয়া পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া শাপদানে উদ্যত হইলে স্বয়ং সূর্য্যদেব তাঁহাকে সযত্নে নিবারণ করিলেন। এমন সময় জগৎপ্রভু স্বয়ং ভগবান মহাবিষ্ণু, ব্রহ্মা ও মহেশ্বরাদি দেবগণ তথায় আগমন করিলেন। তখন সেই ত্রিদশেশ্বরগণ ধর্ম্মকে অমাতীত চন্দ্রের ন্যায় কলামাত্র অবস্থিত, সতী কোপানলদগ্ধ মলিন ও নিশ্চেষ্ট দর্শনে ক্রোড়ে লইয়া নিরতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন "অয়ি জন্ম মৃত্যু জরা বর্জ্জিতে মদ্ভক্তে বৃন্দে! ধর্ম্মের অপরাধ ক্ষমা কর, অয়ি পতিব্রতে! সত্বর ধর্ম্মকে জীবন দান কর।" ব্রহ্মা কহিলেন "সতি বৃন্দে! দেখ ধর্ম্ম বিনা সমস্ত জগৎ গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল এবং চন্দ্র, সূর্য্য, অনন্ত ও বসুন্ধরা কম্পিত হইতেছে।" মহাদেব বলিলেন "সুন্দরি! ধর্ম্মাভাবে সমুদয় জগৎ প্রণষ্ট হয়, অতএব বরাননে! ধর্ম্মকে জীবন দান কর তোমার মঙ্গল হউক।" সূর্য্য বলিলেন "পতিব্রতে! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর, ধর্ম্মের জীবন রক্ষা করিয়া সৃষ্টি রক্ষা কর।" অনন্ত বলিলেন "তপস্যা দ্বারা ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতেছ তবে কিরূপে ধর্ম্ম হিংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। অতএব ধর্ম্মকে জীবিত কর, তাহা হইলে তোমার সর্ব্ব ধর্ম্ম রক্ষা হইবে। তোমার মঙ্গল হউক।" চন্দ্র বলিলেন "বৃন্দে! তোমার পরীক্ষার্থ ধর্ম্ম ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, দ্বিজরূপে আগমন করিয়াছিলেন, তুমি নির্দ্দোষীর হিংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছ।" মহেন্দ্র বলিলেন "বৃন্দে! শাস্ত্র তোমার অবিদিত নাই, মানবগণ তপোনুষ্ঠানে ধর্ম্মকেই উপার্জ্জন করে, ধর্ম্ম বলেই তপস্যার ফল লাভ হয়, তাহা তুমি জান, এক্ষণে যদি ধর্ম্মই

ক্ষয় প্রাপ্ত হন্ তবে কিরূপে তুমি তপঃফল লাভ করিবে?" বরুণ বলিলেন "ধর্ম্মিষ্ঠে! জীবন দান করিয়া সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা কর, ধার্ম্মিকে! ধর্ম্ম বিনা কর্ম্মিগণের সমুদয় কর্ম্মই বিফল হয়।" পবন বলিলেন "শুভে! একণে ধর্ম্মের জীবন দান করিয়া জগৎপবিত্র কর, দেখ, ধর্ম্ম-লোপ হইলে তোমার তপঃফলও বিলুপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই।"

বহ্নি বলিলেন "সুন্দরি! তুমি স্বধর্ম্ম উপার্জ্জনার্থ ভারতে সমাগত হইয়াছ, এবং না জানিয়াই ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিয়াছ, অতএব এক্ষণে তাহাকে পুনর্জ্জীবিত কর।" যম বলিলেন "বরাননে! আমি কর্ম্মিগণের সমুদয় কর্ম্ম বিদিত আছি এবং ধর্ম্মানু-সারেই তাহার ফল দান করি, অতএব ধর্ম্মকে জীবিত কর, আর বিলম্ব করিও না।"

পতিব্রতা তপস্বিনী বৃন্দা দেবগণের বাক্য শ্রবণে গাত্রোত্থ পূর্ব্বক সেই সুরেশ্বর-গণকে প্রণাম করিয়া কহিলেন "দেবগণ, ধর্ম্ম যে ব্রাহ্মণরূপে আমার পরীক্ষার্থ আসিয়াছিলেন তাহা আমি জানি না, আমায় আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, আমি কোপ ভরে উহাঁকে ক্ষয় করিয়াছি। সে যাহা হউক আপনাদিগের প্রসাদে আমি ধর্ম্মকে নিশ্চয় পুনর্জ্জীবিত করিব।" বৃন্দা এই কথা বলিয়া পুনরায় বলিলেন "যদি আমার তপস্যা ও বিষ্ণুপূজা সত্য হয় তাহা হইলে সেই পুণ্যবলে দ্বিজবর এই মুহূর্ত্তে বিজ্বর হউন্। যদি আমি যথার্থই অকপটে উপবাস ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকি এবং আমার ব্রতানুষ্ঠান, তপশ্চরণ ও পবিত্রতা সত্য হয়, তাহা হইলে সেই বলে এই বিপ্র এখনই বিজ্বর হউন্। যদি ব্রহ্মা, দেবগণ, পরমা প্রকৃতি, যজ্ঞ, তপস্যা সত্য হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মণ বিজ্বর হউন্। যদি সর্ব্বাত্মা, নিত্য, বিগ্রহনারায়ণ ও জ্ঞানাত্মক শিব সত্য হন তাহা হইলে ব্রাহ্মণ বিজ্বর হউন।" সতী বৃন্দা এইরূপ বলিয়া ধর্ম্মকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া তাহার সেই কলাবশিষ্ট মূর্ত্তি দর্শনে সকরুণ রোদন করিতে লাগিলেন। ইত্যা-বসরে ধর্ম্মের পত্নী "মূর্ত্তিদেবী" শোকা-কুল চিত্তে তথায় আগমন পূর্ব্বক বিনত মস্তকে বিষ্ণু চরণে নিপতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন "হে নাথ করুণাসিন্ধো! হে দীনবন্ধো! আমার প্রতি দয়া করুন, হে কৃপাময়! জগন্নাথ! শীঘ্র আমার কান্তের জীবন দান করুন্। এই সংসারে যে রমণী পতিহীনা হয় সে যথার্থ পাপিয়সী নেত্রহীন মুখমণ্ডল ও প্রাণশূন্য দেহের ন্যায় তাহার কিছুমাত্র সৌন্দর্য্যের বা সুরম্য বসন ভূষণের প্রয়োজন হয় না। কি পিতা কি ভ্রাতা, কি পুত্র, কি বন্ধুবর্গ, কি মাতা সকলেই পরিমিত দান করেন, কিন্তু এক-মাত্র স্বামী অভিলাষানুরূপ সমুদয় দান করিয়া থাকেন।" 'মূর্ত্তিদেবী' এই কথা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সর্ব্বাত্মা ভগবান্ বৃন্দাকে কহিলেন "তুমি যে তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার ন্যায় আয়ু লাভ করিয়াছ, তাহা এক্ষণে ধর্ম্মকে অর্পণ

করিয়া গোলকধামে গমন কর। পশ্চাৎ তুমি এই তপস্যার এবং আয়ুঃ দানের ফলে আমাকে লাভ করিবে। বরাহ কল্পে গোলোক হইতে গোকুলে আগমন পূর্ব্বক রাস মণ্ডলে আমাকে প্রাপ্ত হইবে।” সতী বৃন্দা বিষ্ণু বাক্য শ্রবণে ধর্ম্মকে আয়ুঃদান করিলেন। তখন ধর্ম্মদেব তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পুনরায় পূর্ণ কলেবরে গাত্রোত্থান করিলেন। পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার অধিকতর রূপলাবণ্য প্রকাশ পাইল, তৎকালে তিনি জগৎপ্রভু হরিহর ব্রহ্মা ও পরাৎপরা দেবী প্রকৃতিকে প্রণাম করিলেন। পরে বৃন্দা দেবগণকে বলিলেন “দেবগণ আমি যে ধর্ম্মের প্রতি দুর্লঙ্ঘনীয় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা বলিতেছি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন্। আমার সেই বাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে জানিবেন, আমি ভীতা ও ক্রুদ্ধা হইয়া ‘ক্ষয়প্রাপ্ত হও’ এই বাক্য বারত্রয় বলিয়া পুনর্ব্বার বলিতে উপক্রম করিলে ভাস্করদেব আমাকে নিবারণ করিয়াছেন, এজন্য এই ধর্ম্মদেব পূর্ব্বে যেরূপ ছিলেন এবং এক্ষণেও যেরূপ কলেবর প্রাপ্ত হইয়াছেন, সত্য যুগে এইরূপ পূর্ণভাবে থাকিয়া ত্রেতায় ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ ও কলির প্রথমে একপাদ এবং শেষে ষোড়শাংশ মাত্র অবশিষ্ট থাকিবেন। পরে পুনরায় সত্যযুগে পরিপূর্ণ হইবেন। আমার মুখ হইতে যখন ক্রমে তিন বার ‘ক্ষয়হও’ শব্দ নির্গত হইয়াছে, তখন সেই ক্রমে উঁহার পাদ পাদ রূপে তিন বার করিয়া ক্ষয় হইবে এবং চতুর্থ বার বলিবার উপক্রম করিলে যখন ভাস্করদেব নিবারণ করিয়াছেন, সেই হেতু কলি শেষে কলা মাত্র অবস্থিত থাকিবেন।” বৃন্দা এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় দেবগণ দেখিতে পাইলেন গোলক হইতে এক অতি সুন্দর দিব্যরথ বেগে আগত হইতেছে, উহা অমূল্য রত্নে নির্ম্মিত ও হীরাহার পরিষ্কৃত নানাবিধ মণি, মুক্তা, মাণিক্য, বস্ত্র, শ্বেত চামর, রত্ন, দর্পণ এবং মনোহর ভূষণ সকল উহার সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে। অনন্তর বৃন্দা হরি, হর, ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক সেই দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া গোলক ধামে গমন করিলেন এবং দেবগণও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে বৃন্দা দেবী গোকুলে হরিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

লেডি হার্ডিঞ্জ মহোদয়ার তিরোধান—ভারতের বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী লেডী হার্ডিঞ্জ আর ইহ জগতে নাই। সহসা এই সংবাদ শুনিয়া আমরা যারপরনাই দুঃখিত হইয়াছি। তাঁহার ন্যায় সহৃদয়া দৃঢ়চেতা রমণী অতি বিরল।

১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয়ের প্রাণ সংশয় হয়। এই বিপদকালে তিনি যে দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা সমগ্র ভারতবাসীর প্রাণে চির অঙ্কিত থাকিবে।

লেডি হার্ডিঞ্জ লর্ড এলিংটনের প্রথমা কন্যা। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লর্ড হার্ডিঞ্জের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন এবং ১৯১০ সালে স্বামীর সহিত ভারতে আগমন করেন।

কে জানিত যে এই সাধ্বী সতী এত অল্প দিনের মধ্যে ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন? দুই পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া সাধ্বী অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। ভগবান পরলোকগত আত্মার কল্যাণ বিধান করুন ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত স্বামী ও সন্তানদিগের প্রাণে সান্ত্বনা দান করুন।

অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র বসুর গৌরব—বাঙ্গালীর গৌরব ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বিগত ২৭শে জুন অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়ানা নগরে একটী সভায় উদ্ভিদের স্নায়বিক উত্তেজনা সম্বন্ধে বক্তৃতা ও বিবিধ পরীক্ষার দ্বারা উদ্ভিদ সম্বন্ধে তাঁহার আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যের যথার্থতা প্রতিপাদন করেন। এই সভাস্থলে ভিয়ানা নগরের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ও মনীষিগণ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা বসু মহাশয়ের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হন। ভিয়ানার যে সকল মনস্বী এক্ষণে উদ্ভিদের শরীরবিজ্ঞানের অনুশীলনে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি কলিকাতায় আসিয়া অধ্যাপক বসুর লেবরেটারিতে বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কার বিষয়ে এই নূতন পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিতে চাহিয়াছেন।

সেন্ট্রাল পুলিশ কোর্ট—স্থির হইয়া গিয়াছে যে আগষ্ট মাসে কলিকাতার সেন্ট্রাল পুলিশ আদালত লালবাজার হইতে ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটে উঠিয়া যাইবে।

তুরস্কে নারীজাতির উন্নতি—৬ বৎসর হইল তুরস্কে যথেচ্ছাচার শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজা যখন যথেচ্ছাচারী ছিলেন, তখন স্ত্রীলোকদিগকে গৃহে অবরুদ্ধ ও উচ্চশিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখাই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত

হওয়ার পর গবর্ণমেণ্ট বুঝিয়াছেন, নরনারী উভয় লইয়া জাতি, এই উভয়ের উন্নতি ব্যতীত জাতীয় উন্নতি কখনও হইতে পারে না। পূর্ব্বে ধনীরা আপনাদের ঘরের স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরে শিক্ষা দিবার জন্য ইউরোপীয় নারীদিগকে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিতেন। তাঁহারা সূচিকার্য্য, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। তুর্কির অভিজাতবর্গ নারীর পক্ষে ইহাই চূড়ান্ত শিক্ষা বলিয়া মনে করিতেন। যে সকল নারীর অবস্থা স্বচ্ছল নহে, তাঁহাদের শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি পাঠশালা ছিল। সেই পাঠশালায় লিখন, পঠন, ধারাপাত, সূচিকার্য্য ও কোরাণ পড়ান হইত। স্ত্রীলোকদিগকে উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন কেহই অনুভব করিত না। ধনী রমণীদিগকে পোষ-পোষাকী ও গরীব স্ত্রীলোকদিগকে ধোবার খাতা ও বাজার খরচের হিসাব রাখার উপযুক্ত করাই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। স্ত্রীলোকদের যে আবার পুনঃকন্যার শারীরিক ও মানসিক উন্নতির চিন্তা করিতে হইবে, জাতিকে মহৎ করিবার ভার গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা কাহারও মনে উদয় হইত না। বর্ত্তমান সময়ে জাতীয় দুর্গতি দেখিয়া চিন্তাশীল লোকেরা নারীর উন্নতির সহিত জাতীয় উন্নতি অচ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ, ইহা বুঝিতে পারিয়া তুরকের নানা স্থানে উন্নত প্রণালীর বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিতেছেন। রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপলে নারীদের জন্য ৩টি উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নারীগণ যাহাতে স্বাবলম্বন শিক্ষা করিতে পারেন, অসহায় অবস্থায় পতিত হইলেও যাহাতে পরের গলগ্রহ না হইয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন, এই সকল বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার সহিত তজ্জন্য নানাপ্রকার শিল্পদ্রব্যনির্ম্মাণ প্রণালীও শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বাপেক্ষা অসাধারণ কার্য্য এই যে, নারীদের জন্য এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। তথায় ২০০ নারী অধ্যয়ন করিতেছেন। এখানে ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও শিক্ষাপ্রণালী প্রভৃতি নানাবিদ্যা অধীত হইয়া থাকে।

রেডিয়ামের আশ্চর্য্য শক্তি—রেডিয়াম ধাতুর কিরণ সম্পাতে কুষ্ঠ ও ক্যান্সার প্রভৃতি রোগচিকিৎসার আশ্চর্য্য প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। রেডিয়াম ধাতু অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য; সম্প্রতি মার্কিণের এক প্রসিদ্ধ ধনী কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের মিশন হাঁসপাতালে রোগীদিগের চিকিৎসার জন্য ইহার এক কণা দান করিয়াছেন। উহার মূল্য বহু সহস্র টাকা।

সংসারধর্ম্ম।

(নীতিজ্ঞান।)

কর্ম্মজীবনকেই সংসার বলে। তাহার বহু সংখ্যক পথ থাকিলেও স্থূলতঃ পাপ ও পুণ্য নামে দুইটি প্রধান পথ আছে। মানুষ যখন সংসারধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পুণ্য পথে বিচরণ করে, তখন সে তাহারই সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয়, আর যখন পাপের আশ্রয় লয় তখন তাহার হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হয়। সে তখন মোহের বশে যে দিকে আশু সুখ দেখিতে পায় সেই দিকেই ধাবিত হইতে থাকে এবং সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালনের আর তাহার ক্ষমতা থাকে না। কথাটা আরও সরল ভাবে বলা আবশ্যক। প্রথমতঃ পুণ্য কি? পবিত্রতাই পুণ্য, যাহাতে নির্ম্মল সুখের অধিকারী হওয়া যায় তাহাই পুণ্য, যাহার ফলে মানবচিত্ত দিন দিন উন্নত হয় তাহাই পুণ্য, যে ভাবে চলিলে অপরকে নির্ম্মল সুখ প্রদান করিতে পারা যায় তাহাই পুণ্য, যাহা জ্ঞানের ফল তাহাই পুণ্য। আর একটা কথা—মানব যখন জন্ম গ্রহণ করে তখন একমাত্র সংসারের উপর নির্ভর করিয়াই সে জীবিত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সংসার-ধর্ম্মের শৈথিল্যে জাতকের জীবন সঙ্কটময় হয়, তাহার অভাবে জাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং সংসারে যাহা উৎকৃষ্ট পন্থা, যাহাতে জীবন রক্ষা, যাহাতে সুখ শান্তি, যাহাতে দেহ, মন ও আত্মার উন্নতি, তাহাই সংসারধর্ম্ম। কাজেই সংসারধর্ম্ম ও পুণ্যকর্ম্ম একই পদার্থ। যেমন নদী হইতে সমুদ্ভূত খাল, বিল প্রভৃতির জল ও নদীর জলে কোনও পার্থক্য নাই, সেই প্রকার সমস্ত সংসার-ধর্ম্মের অংশভূত পুণ্যক্রিয়া ও সংসারধর্ম্মেও কোন পার্থক্য নাই।

সংসারধর্ম্ম কোনও একটী কার্য্যেই পর্য্যবসিত হয় না, সুদীর্ঘ মানব জীবনের প্রত্যেক বিশুদ্ধ ক্রিয়াতেই তাহা প্রতিফলিত হইয়া থাকে, তাহা অনন্ত অর্থাৎ জ্ঞেয় সংখ্যার অতীত, তাহা স্থূল হইতেও স্থূল এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম।

সংসারধর্ম্মের কতকগুলি অন্তরায় আছে,—১ম জ্ঞানাভাব, ২য় মোহ, ৩য় লোভ, ৪র্থ ঈর্ষা, ৫ম আলস্য, ৬ষ্ঠ ক্রোধ, ৭ম অভিমান, ৮ম উদাসীনতা,—৯ম রোগ, ১০ দরিদ্রতা। ইহাদের এক একটী সংসারধর্ম্মকে বিচলিত অথবা আবৃত করে। দরিদ্র যদি অন্যান্য অন্তরায়ের বশবর্ত্তী না হয় তবে সে সংসারধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারে। মহাভারতে আছে, ধার্ম্মিক প্রবর বিদুর ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন, একদা শ্রীকৃষ্ণ কার্য্যপ্রসঙ্গে তাঁহার অতিথি হইলে, বিদুর ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলকণা দ্বারা অতিথিসৎকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন।

পাণ্ডবেরা যখন নিতান্ত দরিদ্রবেশে বনে বনে ভ্রমণ করিতেন তখন তাঁহারা জ্ঞান-বলে সমস্ত সংসারধর্ম্মই রক্ষা করিতেন—শত শত ব্রাহ্মণের পরিতোষ করিতেন। জ্ঞানই মানবকে সুকর্ম্ম-পথে পরিচালিত করে, আবার সেই সুকর্ম্ম জ্ঞানের বৃদ্ধি করিয়া দেয়। সুতরাং জ্ঞান ও কর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়াই সংসারধর্ম্ম জীবিত থাকে। মানব মাত্রেরই উচিত কর্ম্মপথে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান উপার্জ্জন করা। জ্ঞান কাহাকে বলে তাহা প্রথম জানা আবশ্যক। শাস্ত্রে বলে "জ্ঞায়তে অনেন ইতি জ্ঞানম্" অর্থাৎ যদ্দ্বারা ভালমন্দ জানিতে পারা যায় তাহাই জ্ঞান। সেই জন্যই বঙ্গকবি বলিয়াছেন—

"দেখিবে কর্ত্তব্য যাহা জ্ঞানের আলোকে
সেই ধর্ম্ম, সেই পুণ্য, চল সেই পথে।"

সংসারধর্ম্মীর পক্ষে নীতিজ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, একমাত্র নীতিজ্ঞানই কর্ম্মপথের সৌন্দর্য্য দেখাইয়া দেয়, নীতিজ্ঞানের বলেই সাংসারিক কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হয়। এক্ষণে দেখিতে হইবে সেই নীতিজ্ঞান টা কি?

পণ্ডিতেরা বলেন "যে জ্ঞানের দ্বারা কার্য্য-সকল নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহাই নীতি-জ্ঞান।" কথাটা ক্ষুদ্র হইলেও সরল নহে। এই স্থলে দৃষ্টান্ত প্রয়োগই উপদেশপক্ষে প্রকৃষ্ট উপায়।

আশ্রিত প্রতিপালনের তুল্য যশস্কর ও সুখদায়ক ধর্ম্ম আর দ্বিতীয় নাই। গীতায় যে মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে কর্ম্মযোগ এবং মুক্তপক্ষে জ্ঞানযোগের ব্যবস্থা আছে, কর্ত্তব্য-সম্পাদন-জনিত আত্মপ্রসাদই তাহার মূল উদ্দেশ্য। আত্ম-প্রসাদই নির্ম্মল সুখ আনয়ন করে। নির্ম্মল সুখের উপর আর কিছু জীবের আকাঙ্ক্ষনীয় বস্তু আছে কি? আশ্রিত-প্রতিপালন শ্রেষ্ঠ কর্ম্মযোগ। ইহাতে যশঃ দিগ্ দিগন্তর ব্যাপৃত হয় এবং আত্মপ্রসাদ জনিত নির্ম্মল সুখের অধিকারী হওয়া যায়। এই সম্বন্ধে মহাভারতে বহু দৃষ্টান্ত আছে।

তাহার পর বিজ্ঞবন্ধুর পরামর্শ গ্রহণ প্রত্যেক মানবের পক্ষেই মঙ্গলজনক। যিনি তাহা গ্রহণ না করেন তাঁহাকে অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। এই সম্বন্ধে পঞ্চতন্ত্রে একটী শ্লোক আছে,—

দীপনির্ব্বাণগন্ধঞ্চ সুহৃদ্ বাক্যমরুন্ধতীম্।
ন জিঘ্রন্তি ন শৃণ্বন্তি ন পশ্যন্তি গতায়ুষঃ॥

অর্থাৎ মৃত্যুগামী ব্যক্তি দীপনির্ব্বাণের গন্ধ-আঘ্রাণে, সুহৃদ্ জনের বাক্য শ্রবণে এবং অরুন্ধতী নক্ষত্র দর্শনে সক্ষম হয় না, তাহারা শীঘ্রই মৃত্যুপথ অবলম্বন করে। তথায় উল্লিখিত হইয়াছে যে তাহা প্রত্যেক মানবেরই গ্রহণীয় বিষয়। এতৎসম্বন্ধীয় নীতি জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া সংসারী ব্যক্তি মাত্রেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। রাজা দুর্য্যোধন অগাধ সম্পত্তির অধীশ্বর ছিলেন, লোক, জন, ধন, মান কিছুরই তাঁহার অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ লোকসমূহ তাঁহার ব্যবহারের ফলে সন্তুষ্ট ছিল না।

তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিত বটে, কিন্তু সন্তোষের সহিত নহে। আর দেখ যুধিষ্ঠির বনবাসী হইয়াও সকলের চিত্তের উপর রাজত্ব করিতেন, তাঁহার চরিত্র-বলে, তাঁহার ব্যবহারের উৎকৃষ্টতায় সকলেই তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করিত,—ভক্তির সহিত তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিত, এমন কি শত্রুও তাঁহার ধর্ম্ম ও চরিত্রের নিকট মস্তক অবনত করিত। যুধিষ্ঠির চরিত্র-বলে ধর্ম্মরাজ আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন এবং সার্ব্বভৌম রাজত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন; কিন্তু দুর্য্যোধন পদে পদে অপমানিত হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হন এবং পরে মৃত্যুকে অলিঙ্গন করেন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে—সংসারধর্ম্ম একটী বিষয়েই পর্য্যবসিত হয় না। বিভিন্ন মানবের কার্য্যভেদের সঙ্গে সঙ্গে সংসারধর্ম্মেরও বিভিন্নতা আছে। রাজার রাজধর্ম্ম হইতে কুটীরবাসী দরিদ্রের সাধারণ ধর্ম্ম পর্য্যন্ত প্রত্যেক কার্য্যেই সংসারধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। নীতিজ্ঞানই তাহার পরিচালক। যে কার্য্য নীতিজ্ঞানবর্জ্জিত তাহা সুখ শান্তির মূর্ত্তিমান্ বিঘ্ন। রাজার পক্ষে রাজনীতিই নীতিজ্ঞান, আর দরিদ্রের পক্ষে সংসারপ্রীতিই নীতিজ্ঞান নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

নীতিজ্ঞান দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিলেই যথার্থ সংসার পালন করা হয়।

নূতন সংবাদ।

১। নিম্নলিখিত বালিকাগুলি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করিয়াছে।

(পূর্ব্ব বঙ্গ)

প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি ২০৲ টাকা।

সুনীতি বালা গুপ্ত—ঢাকা ইডেন স্কুল।

সুরবালা নিয়োগী—ময়মনসিং বিদ্যাময়ী স্কুল।

লীলা রায়—ঢাকা ইডেন স্কুল।

সুনীতি বালা চন্দ „

শান্তিলতা দত্ত „

(পশ্চিম বঙ্গ)

প্রথম শ্রেণী ২০৲ টাকা বৃত্তি।

সুধালতা হাজরা—বেথুন স্কুল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বৃত্তি ১৫৲ টাকা।

তরুলতা দাস গুপ্ত—বেথুন স্কুল।

তৃতীয় শ্রেণীর বৃত্তি ১০৲ টাকা।

সুখলতা হাজরা—বেথুন স্কুল।

২। নাইনিতালের জঙ্গলে সম্প্রতি এক অদ্ভুত বালিকা পাওয়া গিয়াছে। বালিকার বয়স আট নয় বৎসর, দেখিতে বানরীর মত কিন্তু বালিকা বানরী নহে। প্রথম প্রথম বালিকা অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে থাকিত, ঘাস আর কাঁচা আলু ব্যতীত আর কিছুই খাইত না। সম্প্রতি তাহার ভয় অনেকটা ভাঙ্গিয়াছে, এখন সে রুটী ও দুধ খায়। কথা বলিতে পারে না, চীৎকার

করে। এইরূপ প্রকাশ যে ইহা এক পশু পালিতা মানব-কুমারী।

৩। সিগাৎসি সহরে "মৈত্রেয়ী" বা "প্রীতি" বুদ্ধের এক মূর্ত্তি দালাই লামা প্রস্তুত করাইতেছেন। এই মূর্ত্তি ওজনে দুই শত মণ হইবে। মূর্ত্তি তামার নির্ম্মিত হইয়া সোণার পাতে মোড়া থাকিবে। এই মূর্ত্তি উচ্চে ৮০ ফুট হইবে ও ইহার রক্ষার জন্য ৯০ ফুট উচ্চ এক মন্দির নির্ম্মিত হইবে। মূর্ত্তি ও মন্দির নির্ম্মাণ ক'রতে তিন বৎসর লাগিবে এইরূপ শুনা যাইতেছে।

সমালোচনা।

আহোম সতী—সচিত্র ঐতিহাসিক উপাখ্যান।

শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

ইহা আসামের অন্তর্গত "আহোম" রাজ্যের এক আদর্শ তেজস্বিনী সতীর উপাখ্যান।

গিরি কাহিনী—শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, শিলং হইতে প্রকাশিত। এখানিও সচিত্র, আসামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনীতে পূর্ণ। কাহিনীগুলি বেশ চিত্তাকর্ষক ও কৌতূহলোদ্দীপক এবং ভাষা অতি সরল। ইহা পাঠে আসামের প্রথার বিষয় অনেক জানা যায়। অল্পের মধ্যে অতি শৃঙ্খলা ও নৈপুণ্যের সহিত পুস্তক দুই খানি লিখিত হইয়াছে।

বামারচনা।

কার তরে?

হে বারিধি কার তরে
বিশাল বালুকা তটে,
ব্যাকুল আবেগে থাকি
পড়িতেছ লুটে লুটে।
অবিরাম অবিশ্রান্ত
কার তরে হাহাকার?

উত্তাল তরঙ্গ তুলি
ফিরিছ সন্ধানে কার?
আছড়ি পড়িয়া তটে
প্লাবিয়া সৈকত ভূমি,
খুঁজিয়া খুঁজিয়া সারা
আদিকাল হতে তুমি,

রত্নের আকর সিন্ধু
কিসের অভাব তবে ?
দিশা হারা হয়ে কেন
গর্জ্জিতেছ ভীম রবে ?
পার্থিব রতনে বুঝি
ও হৃদয় তৃপ্ত নয়,
'পরম রতন' তরে
তাই এত হায় হায় !!
বুঝেছি তোমার ভাব
বুঝেছি তোমার ব্যথা,
আমিও এসেছি তাই
জানাইতে দুটো কথা।
আমিও তোমারি মত
ব্যথা ভরা হৃদি লয়ে
প্রতীক্ষায় আছি শুধু
দীর্ঘ বিরহ সহে
ক্ষুদ্র হৃদি ক্ষুদ্র প্রাণ
জানাতে পারিনা তাই
নীরবে চাপিয়া ব্যথা
নীরবেই শুধু সই।
বড়ই নিঠুর সে যে
নিঠুর হৃদয় তার,
পশেনা শ্রবণে তাই
আমাদের হাহাকার।
আমিও তোমারি মত
আমরণ ডেকে দেখি,
হৃদি প্রাণ ঢেলে দিয়ে—
দেখি দেখা পাই নাকি ?

চারুমতি দেবী।

স্নেহলতা।

কুমারীদের অহর ব্রত দেখে লাগে ভয়
কন্যা জননী আকুল প্রাণী "কখন কি হয়
স্নেহের খনি মায়ের প্রাণ সন্তানের তরে,
ত্রাসিত সদা চিন্তা কাতরা চখে জল ঝরে।

বিনিদ্র রাত্রি যাতনা দাত্রী কাটে শয্যোপরি,
(ভেবে) কোথায় পাত্র কোথাবা অর্থ আহা দুঃখে মরি।

সমাজ জ্বালা করে উতালা নিন্দিছে বিধাতা,
ভাবিছে মনে হায়রে! কেন হয়েছিনু মাতা।*
"আয় মা যত অনূঢ়া মেয়ে পাতিয়াছি বুক,
প্রাণ সঁপিব তোদের তরে ঘুচাইব দুঃখ।

* আমার একমাত্র কন্যা লইয়া পণ প্রথার দারুণ নিষ্পেষণে যখন নিষ্পেষিত হইতে ছিলাম তখন করুণাময় শ্রীহরি কন্যাভার পীড়িত নিরুপায় দরিদ্র বিধবার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া আমার একমাত্র সন্তানকে দুঃখময় সংসার হইতে লইয়া তাঁহার নিরাপদ স্নেহ ক্রোড়ে স্থান দান করিয়া আমায় বিপদ মুক্ত করেন।

সহিব যত তোদের তরে সমাজ লাঞ্ছনা,
সুখের ধন রাখব বুকে ক'রে যত্ন নানা।
হয়েছি মাতা ধরেছি গর্ভে কর্ত্তব্য মোদের
তোমরা কেন মরবে হেন জ্বালায় দেশের
এনেছি ডেকে তোদের মোরা এই ভব বাগে,
সাজাতে জ্ঞানে ধর্ম্ম ভূষণে সুচরিত বাসে।
শিখাব যত্নে হৃদয় রত্নে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত
মনের হর্ষে অতিত গর্ব্বে রাখব সংযত।
কালের ধর্ম্মে হয়ত শেষে হবে সয়ম্বর,
পণের প্রথা ঘুচিয়ে যাবে বিবাহাড়ম্বর।"

মুক্ত-গীতি।

১

জীবন আমার অধীন হলেও
হৃদি তো অধীন নয়,
হৃদয়ের গতি সমীরণ সম
গতি শীল চির রয়।

২

যে রাগিনী সুর লভিয়াছি প্রাণে
বিভুর স্নেহের দান,
আমারি মনের মতন আমি যে
গাহিব নিয়ত গান।

৩

মোহিনী উষার হেরিয়া মাধুরী
বিহগ কাকলী সনে,
তুষিতে উষারে সমাদর ভরে
গাহিব কুসুম বনে।

৪

সমুন্নত কভু হিম-গিরি শিরে
কভু বা সাগর কূলে,
সজনে বিজনে যাহা সাধ যায়
নানাতানে প্রাণ খুলে।

৫

চাঁদনী নিশায় জোছনায় মিশে
গাহিব তারকা সনে,
হরিষে বিষাদে বিরহে মিলনে
গাহিব আপন মনে।

৬

স্বাধীন হৃদয় গাহিবে পুলকে
ভুলিয়া ভবের ব্যথা,
ধরণীর তুচ্ছ কোলাহল রাশি
দিবে না আসিতে হেথা।

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

৩৭ নং মথুরাসেনের লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং এণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা

No. 612. August, 1914.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫২ বর্ষ। ৬১২ সংখ্যা। { শ্রাবণ, ১৩২১। আগষ্ট, ১৯১৪। } ১০ম কল্প। ৩য় ভাগ।

ধর্ম্মের গোপনভাব।

দুরাচার কংস জানিতেন গোকুলে প্রতিপালিত শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তিনি হত হইবেন। সুতরাং কৃষ্ণের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আতঙ্ক বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি গূঢ় মন্ত্রণা করিয়া স্থির করিলেন, ছলক্রমে কৃষ্ণকে মথুরায় আনিয়া তাহার বিনাশসাধন-পূর্ব্বক নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিবেন। কিন্তু তাঁহাকে আনিবে কে? এই প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, মন্ত্রী বলিলেন, 'বৈষ্ণব ব্যতীত কৃষ্ণকে আর কেহই আনিতে পারিবে না।'

কংস হতাশ হইয়া কাতরভাবে বলিলেন, রাজ্যে যত বৈষ্ণব ছিল, সকলই সবংশে বিনষ্ট হইয়াছে, কৃষ্ণকে আনা হইল না, সুতরাং আমার আসন্নকাল উপস্থিত। মন্ত্রী উত্তর করিলেন, মহারাজ আপনার সভাসদ্ অক্রূর পরম বৈষ্ণব। তিনি আত্মগোপন করিয়া, চিরকাল আপনার মঙ্গল-কামনায় সভামধ্যে উপস্থিত রহিয়াছেন। সভাভঙ্গের ক্ষণকাল পূর্ব্বেই গৃহে গিয়াছেন, তিনি অবিলম্বে তাঁহাকে সভাস্থ করিলেই সত্যাসত্য প্রকাশিত হইবে।

রাজাজ্ঞায় দূতগণ অক্রূরগৃহে উপনীত হইয়া দেখিলেন, তিনি স্নানান্তে নির্জনবাস করিতেছেন, পরিজনবর্গেরও সেখানে যাওয়া নিষেধ। কিন্তু আজ্ঞা অলঙ্ঘ্য জানিয়া তাহারা সেই নির্জ্জন গৃহ দেখাইয়া দিল। দূতগণ দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন সর্ব্বাঙ্গে হরিনাম ধারণ পূর্ব্বক অক্রূর ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন, আর অবিরল প্রেমধারা তাঁহার গণ্ডস্থল প্লাবিত করিতেছে। কিন্তু রাজাজ্ঞা অলঙ্ঘ্য। তিনি আস্তে আস্তে নামাঙ্ক মুছিয়া ফেলিলেন, এবং পরিষদের পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া রাজসমীপে উপনীত হইলেন।

তখন মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ, সুচতুর অক্রূর সকলই গোপন করিয়াছেন, কেবল ললাটপ্রান্তে হরিনামের ঐ ঈষৎ রেখা তাঁহার সুক্ষ্মদৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়াছে।

দেখুন প্রেমিকের কি মধুর ভাব! যাঁহার প্রেমে তিনি চিত্তহারা সভাসদের কথা দূরে থাকুক, পরিজনবর্গও তাঁহার নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পাইল না।

এই অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় আনিলেন, এবং পাপমতি কংস বিনষ্ট হইল।

ভগবদ্ভক্তের এই বাস্তবিক লক্ষণ। তাঁহাতে প্রদর্শন করিবার ভাবের লেশও থাকে না। তিনি বিলাস-সুখোন্মত্ত মানবের স্থূল দৃষ্টির অন্তরালে, সেই প্রেমসাগরে চির-নিমগ্ন থাকিয়া, তাঁহাদের হিতকামনা করেন এবং তাঁহার অকপট-সাধন-গুণে কালে ভগবানের করুণা প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং আসুরিক ভাব ও ভোগলালসা সমূলে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

বহুজনসমক্ষে বাহ্যিক ও ক্ষণিক প্রেমের প্রদর্শন হইতে এ কত স্বতন্ত্র পদার্থ। ঈশ্বর করুন, অক্রূরের ভাবে বহুজন মধ্যেও নির্জন হইয়া আমরা অন্তরে অন্তরে তাঁহাতে নিমগ্ন হইয়া যাই!

যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।

নারদ ভক্তিবলে বৈকুণ্ঠে নিয়ত নারায়ণ-সহবাসে বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেন। ছায়াস্বরূপ ইষ্টদেবের অনুগমন করিতে করিতে তাঁহার এই সংস্কার জন্মিল, ভক্তগণ মধ্যে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এক দিন তিনি প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার প্রতি আপনার প্রীতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক?" এ প্রশ্নের উত্তরদানে নারায়ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু নারদের আগ্রহাতিশয়ে অবশেষে তিনি এমন এক ব্যক্তির কথা বলিলেন, কস্মিন্ কালে কেহ তাহার নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করে নাই। যাহা হউক, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, নিজ সংস্কারকে দৃঢ়তরকরণ-মানসে, নারদ অনেক অনুসন্ধানের পর সেই ব্যক্তির গৃহে উপনীত হইলেন। সে কৃষিজীবী ব্রাহ্মণ, তখন কর্ষণজন্য ক্ষেত্রে গমন করিয়াছিল। নারদের অহঙ্কার বর্দ্ধিত হইল। তিনি মনে করিলেন, এ ব্যক্তির নামোল্লেখ প্রভুর উপহাস মাত্র। তিনিই যে তাঁর প্রিয়তম, প্রকারান্তরে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। যে ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হইয়া অব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মে ব্যস্ত, সে ব্রাহ্মণপদবাচ্যের অযোগ্য বর্ব্বর। ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য ঋষি তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বেলা দ্বিপ্রহর। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ও হলস্কন্ধে

বলদসহ ব্রাহ্মণ প্রত্যাগত হইল এবং স্নানপূর্ব্বক জলযোগ করিতে করিতে নারদের সম্বর্দ্ধনা করিল।

নারদ কহিলেন, উপবীতধারী হইয়া, হলচালনাদ্বারা তিনি আপনাকে নরকগামী করিয়াছেন এমন কি, স্নানান্তে একটী হরিনাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ না করিয়াই, ইতর প্রাণীর মত উদরপূরণে ব্যস্ত। ব্রাহ্মণের পক্ষে এ সকল অধঃপতনের লক্ষণ। এই প্রকারে নারদ উপদেশচ্ছলে ব্রাহ্মণকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, ভগবান তাঁহার স্কন্ধে যে সকল জীবপোষণের ভার অর্পণ করিয়াছেন, তাহাই সম্পন্ন করা তাঁহার সাধন। যত দিন সন্তানগুলি সক্ষম না হয়, তত দিন ইহাই তাঁহার ধর্ম্ম। এবং "হরি" এই শব্দ মুখে না লইয়া বলিলেন, যে নাম উচ্চারণের কথা বলিতেছেন, তাহা গ্রহণ মাত্রেই তাঁহাকে মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করিতে হইবে। সুতরাং ভগবদ্দত্ত কর্ত্তব্য পালিত হইবে না। তবে যদি ঋষি কৃপা করিয়া এ ভার গ্রহণ করেন, তিনি ও নাম লইতে প্রস্তুত। নারদ সম্মত হইলেন। তখন কৃষক কঠোর কর্ত্তব্যভার নারদের স্কন্ধে অর্পণ করিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে করযোড়ে, হৃদয়ের সমুদয় বিশ্বাসের সহিত হরিনাম উচ্চারণ করিল।

অমনি ব্রাহ্মণ জীবন্মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল দেখিয়া নারদ অবাক্। তাঁহার সমুদয় অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল। যে নামগানে আজীবন উন্মত্ত থাকিয়া তিনি ভগবানের প্রিয়তম হইতে পারিলেন না, আপাততঃ ধর্ম্মবিবর্জ্জিত হীনকর্ম্মা ব্রাহ্মণ একটীবারমাত্র সেই নাম উচ্চারণপূর্ব্বক, কেবল অটল বিশ্বাসবলে ভক্তের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিল।

অন্তর্যামী ভগবানের লীলা বিচিত্র। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের কোথায় কে কোন্ অবস্থায় আত্মগোপন করিয়া তাঁহার জন্য লালায়িত, কেবল তিনিই তাহা জানিতেছেন। বাহ্যিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের অহঙ্কারে উন্মত্ত আমরা নিজের অগণ্য মহাপাপের প্রতি অন্ধ হইয়া আপনাদের কল্পিত শ্রেষ্ঠতার অভিমানে স্ফীত হইতেছি। তিনি কৃপা করুন, আমাদের বিশ্বাসচক্ষু প্রস্ফুটিত হউক। অন্তঃপ্রচ্ছন্ন নিজ পাপমূর্ত্তিদর্শনে বিনীত হইয়া জীবনের বিভিন্ন অবস্থায়, নীরবে কেবল তাঁহারই সহিত যেন আত্মার যোগ সুদৃঢ় করিতে পারি।

ক্যানেডার পত্র।

O. A. C.
Guelph, Ont,

Canada.
Sept. 12. 09.

শ্রীচরণেষু—

মা!

ক্যানেডার জাতীয় exhibition এবার Toronto নগরে হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া আসিয়া পত্র লিখিতে বসিয়াছি। ইহা ক্যানেডার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাৎসরিক মেলা। আমি কলিকাতায় গতপূর্ব্ব exhibition দেখিয়া আসিয়াছি, তাহার সহিত তুলনায় দেখিতেছি যে, ক্যানেডার exhibition অতি উত্তম। যেমন কলিকাতা বঙ্গের মধ্যে প্রধান নগর, সেইরূপ Toronto Ontarioর মধ্যে বড় নগর।

চাষারা এক ভাড়ায় তথায় যাতায়াতের টিকিট পাইয়াছিল। আমি কৃষি-সংক্রান্ত exhibit গুলিকে ভালরূপ দেখিবার জন্য Torontoতে গিয়াছিলাম। আমাদের কলেজ হইতে যে সকল exhibit পাঠান হইয়াছিল তাহার একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল। এদেশের কৃষিমেলা দেখিয়া আমি অবাক হইয়াছিলাম, বড় বড় Farmতে কিরূপ অদ্ভুত ও বড় কল চলে তাহার সব ছবি দেওয়ালে টাঙ্গান হইয়াছে। গম, যব, যই প্রভৃতির গুচ্ছি দিয়া সমস্ত দেওয়ালটাকে সাজান হইয়াছে। প্রত্যেক varietyর কি নাম ও একার (Acre) প্রতি কত bushel ফসল পাওয়া যায় ইত্যাদি লেখা আছে। তার পর "ফলের রাজ্যে" গেলাম। সে হলটার জানলা, দরজা, ছাদের নিম্নপৃষ্ঠ নানাবিধ লাল, সবুজ, হলুদে রংবিশিষ্ট ফলেতে সজ্জিত। সে হলের চারিদিক ছেলেমেয়েতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সে সমস্ত ফল বেশ টাট্‌কা ও পাকা। কোন জাতীয় আপেল ত্রিকোণাকারে, কোন স্থানে আড়কোণাকারে, কোন স্থানে গোলাকারে সাজান আছে।

সেখান হইতে ফুলের ঘরে গেলাম। কে যেন সেখানে পারিজাত কুসুম ছড়াইয়া দিয়াছে। যে সমুদয় মেয়েরা ফুলের "বোকে" প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়াছে তাহারা তাহাদের নাম, ধাম ও উপাধি লিখিয়া দিয়াছে। কোন মিস্ ফার্ষ্ট প্রাইজ, কোন মিস্ সেকেণ্ড প্রাইজ, কোন মিস্ থার্ড প্রাইজ পাইয়াছেন—এইরকম সব লেখাও আছে। সে ঘরে ছোট ছেলেমেয়েদের কি স্ফূর্ত্তি! তাহারা কখন "Mamma! I would have this bouquet." "Isn't that a beauty" ইত্যাদি কেমন আধ আধ স্বরে বলিতেছে।

তারপর Tropical হলেতে যাইলাম। সেখানে যত গ্রীষ্মপ্রদেশের ফল প্রভৃতি, Cuba হইতে নারিকেল, নারিকেলের দড়ী, বেতের ঝুড়ি, আক, আকের শিকড়, বড় বড় পেঁয়াজ—এক একটা পেঁয়াজ যেন এক একটা বড় আম, সে গুলিকে দড়ী দিয়া বাঁধিয়া কলার কাঁদীর মত ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। প্রত্যেক varietyর নাম ও কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাও সংক্ষেপে বর্ণনা করা আছে। তারপর কত রকমের নারিকেল তৈল দেখিলাম, তখন যেন বাংলা

দেশের মেয়েদের কথা মনে পড়িল। এদেশের মেয়েরা তো নারিকেল তৈল ব্যবহার করে না—তাহারা মাথায় সাবান মাখে। তারপর Hawai ও Javaর কলস দেখিলাম। তখন যেন বাংলা দেশের হাঁড়ি ও কুম্ভকারের কথা মনে পড়িল। এ সমস্ত জিনিষ এদেশের ছেলে মেয়েরা অনেকে কখন দেখে নাই, তাই তাহারা অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। আমি বিদেশীয় ছাত্র বলিয়া আমাকে ঐ সমস্ত জিনিষের নিকট যাইতে বাধা দিল না। আমি রেলিং টপ্‌কাইয়া ভিতরে আসিয়া দেখিতে লাগিলাম। আমি যেখানে যেটার আবশ্যক বুঝিতেছিলাম তখনিই তাহার নোটস্ পকেট বুকেতে লিখিতেছিলাম।

যুক্তরাজ্যের রেড়ীর তৈলের বীচি দেখিলাম। সেই সমস্ত seed exhibitorদের ঠিকানা লিখিয়া রাখিলাম। বোতল হইতে বীচি লইয়া hand-lensএর সাহায্যে তাহা পরীক্ষা করিতেছিলাম। তখন কে যেন সেই জনতার মধ্যে বলিল —"আমার বোধ হয় ঐ ভদ্রলোকটী (অর্থাৎ আমি) রেড়ীর তৈল খাইতে পছন্দ করেন।" তখন চারি দিক হইতে খুব হাসির ধুম পড়িল। মেয়েরা রুমাল মুখে দিয়া হাসিতে লাগিল।

আপনি জানেন মা "সিংহের" তখন কি হল? "সিংহ" একটু অপ্রস্তুত হইয়াছিল। কারণ তারা সিংহকে ঠাট্টা করিল। আমি তখন বলিলাম :—Say girls, don't you like castor oil?" তাহার উত্তর হইল—"Oh, no, we always take epsom salt."*

তার পর বড় বড় আদা সব দেখিলাম। সে গুলি Trinidad হইতে আসিয়াছে। আদা দেখে তখুনি আদা খাইতে ইচ্ছা করিল।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের দেশীয় টুপীর exhibit দেখিলাম। সেই সমস্ত টুপী দেখিয়া মেয়েরা খুব হাসিতেছিল। হাঁ, দেশে ফিরিবার সময় এদেশের farmতে কাজ করিবার সময় যে প্রকার টুপী মাথায় দিয়াছিলাম তাহার দু' তিনটা নমুনা লইয়া যাইব।

তার পর নানাবিধ Arrowroot ও শুষ্ক লঙ্কার exhibits দেখিলাম। আঃ তখন লঙ্কা খাইতে ইচ্ছা গেল। আঃ তখন ইচ্ছা হইল যেন এক লাফে বাংলা দেশে চলিয়া যাই। তারপর ভিন্ন ভিন্ন স্থানের তুলা দেখিলাম, সেখানে একটা নিগ্রো ছেলে ও মেয়েকে পাহারায় রাখা হইয়াছে।

তারপর Chartএর ঘরে যাইলাম। সেখানে কোন নক্সায় ক্যানেডার farmর সংখ্যা, কোন নক্সায় গম, যব প্রভৃতির বপন, কোন নক্সায় ক্যানেডার জন সংখ্যা বৎসর বৎসর বাড়িতেছে কি না, কোন নক্সায় ক্যানেডার তুষারপাত, কোন নক্সায় ক্যানেডার শূয়র, ঘোড়া,

* এদেশের ডাক্তারগণ Purgativeর জন্য epsom salt অধিক ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

গাভী প্রভৃতির সংখ্যা, কোন ম্যাপে ক্যানেডার মাখন ও পনীরের কারখানা প্রভৃতির বুঝান আছে। এ সমস্ত আমি পকেট বইতে নোট্ করিয়া রাখিতেছিলাম; কারণ যদি দেশে ফিরিয়া ঐ প্রকার কৃষি-মেলা বসাই তখন বাংলা দেশের কত farm, একার প্রতি কত ধান, কত স্থানে কত পরিমাণ বৃষ্টি ইত্যাদি দেশের চাষাকে বুঝান যাইবে। আচ্ছা, সত্য সত্যই কি আমি একদিন নিজের Planএর মত দেশে ফিরিয়া কৃষিকাজ করিতে পারিব? কে আমাকে এত টাকা দিবে? হায়, আমার শেখাই সার হবে, পেটে কেবল বিদ্যাই থাকিয়া যাইবে, অর্থাভাবে কাজে হাত দিতে পারিব না। কৃষিবিদ্যা শিখে না হয় শেষে বোটানী পড়ান যাইবে।

তারপর Senate ও House of Commonএর সভ্যদের ঘরে যাইলাম। তথায় "Feeding Stuff Act" সম্বন্ধে একজন চাষা বক্তৃতা করিতেছিলেন, ইনি পারলিয়ামেণ্টের সভ্য। আমার ন্যায় আরও অনেক ছাত্র ও কৃষক গ্যালারির চারিদিকে বসিল। গ্যালারি পূর্ণ হইয়া গেল। কেহ চেয়ার অভাবে ম্যাটিংএর উপর বসিল। আমার নিকট একটী মহিলা ম্যাটিংএর উপর বসিয়া পড়িল, সেও নোট্স লিখিতেছিল, আমি তৎক্ষণাৎ তাহার জন্য সিট ছাড়িয়া দিলাম। সিট দিবামাত্র সে আমাকে "Thank you" বলিল। এ বক্তৃতা অতি আবশ্যক সেজন্য সেখানে প্রায় দুই ঘণ্টা আমরা ধৈর্য্য ধরিয়া কখন দাঁড়াইয়া কখন বা বসিয়া শুনিতে ছিলাম। বলিব কি কৃষি সম্বন্ধে কেহ কখন বক্তৃতা করিতে আসিলে, এদেশের চাষাদের মেয়েগুলি তাহাদের ছেলে মেয়ে রাখিয়া ছুটিয়া আসে।

তারপর Apiary হলেতে গেলাম। ওঃ সেখানে এত মৌমাছি, কি প্রকার কাচের বাক্সর মধ্যে সাজান রয়েছে, কেমন তাহা মধু নিংড়ান হচ্ছে—দেখিয়া অবাক হইলাম। এচ্ বোসের "কুন্তলীন" আফিসে প্রবেশ করিলে যেমন দেখা যায় যে, শিশিতে করিয়া তৈল ও নানাবিধ পুষ্পসার রাখা হইয়াছে, সেইরূপ এই ঘরে প্রত্যেক হলেতে ছোট ও বড় বোতলে করিয়া নানা প্রকার মধু সাজান আছে। তারপর Butter-making Competition দেখিতে গেলাম। চারিজন মেয়ে ভাল মাখন কলে প্রস্তুত করিবে বলিয়া প্রকাণ্ড এক হলের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। আমরা গ্যালারিতে বসিয়া তাহাদের কাজ দেখিতে লাগিলাম। আমার পার্শ্বস্থ মেয়েরা বলিতেছিল "Look at that girl, she is not steady, she is going too fast" কেহ বলিতেছে "I bet Miss Kelly will stand first."

এইরূপে আরো কত যে কয়েক দিন ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম তাহা বোধ করি এই প্রকার করিয়া লিখিয়া শেষ করিতে পারিব না। এখন নিম্নে মেয়েদের কতকগুলি কাজ সংক্ষেপে বলিয়া যাই—

Women's Building—এখানে মেয়েরা কলেতে কাচের বাসন প্রস্তুত করিতেছে, মেয়েরা কলেতে grain bag, bureau cover প্রস্তুত করিতেছে, মেয়েরা Automatic grey cotton loom চালাইতেছে, তাহারা heel breast-ing machine চালাইতেছে। কোন মেয়ের apron এর উপর এক খণ্ড কাগজে লেখা রয়েছে—"I am single", কাহারও লেখা রয়েছে "I am married"—ইত্যাদি। আমি এ সমস্ত তামাসা দেখিতেছিলাম আর হাসিতেছিলাম। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে ঐ সমস্ত ১৫ হইতে ৩০ বৎসরের মেয়েরা হাজার হাজার দর্শকবৃন্দের সম্মুখে লজ্জা না করিয়া কাজ করিতেছে, কেহবা ঘণ্টায় ৩ৎ টাকা কেহবা ঘণ্টায় ২ৎ টাকা করিয়া পায়। তাহাদের পোষাক ও গলার bead দেখেন তো অবাক হইবেন।

তারপর আর একদিন Toronto বিশ্ব-বিদ্যালয়ের Y. M. C. A.তে গিয়াছিলাম তাহাতে অনেক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল। এখানে অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র নাথ সেন সর্ব্বপ্রথম ভারতের প্রতিনিধি-স্বরূপ আসিয়া "ভারতের ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অনেকে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

তারপর আর একদিন প্রাতে আমার পূর্ব্বপরিচিত মিস্ বায়রন্ নামে একটি Unitarian Christian মহিলার নিকট দেখা করিতে যাই, আমি তাঁহার বাড়ীতে গিয়া ring করিবামাত্র চাকরাণী নিয়ে আসিয়া visiting card উপরে লইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

রাঁচি ভ্রমণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৎপরে আমরা দিনকতকের নিমিত্ত ডুরেণ্ডায় গমন করিয়াছিলাম। এই ডুরেণ্ডা রাঁচি হইতে তিন মাইল। মধ্যে একটী সেতু আছে, সেইটী অতিক্রম করিলেই ডুরেণ্ডার সীমানা আরম্ভ হয়। বিস্তীর্ণ-ক্ষেত্ররাজির উপরে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কর্ম্মচারিগণের নিমিত্ত বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং ডুরেণ্ডা রাঁচি হইতে অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন ও আরও অধিক স্বাস্থ্যকর। এক এক লাইনে ১৬ খানি করিয়া বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রত্যেক বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকে তাহার স্বজাতির সহিত বাস করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। Christian quaters এ Christianগণ থাকেন, Behari quarters এ Behari থাকেন, Brahmo quarters এ ব্রাহ্মগণ থাকেন। এইরূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে

থাকিলেও সকলের মধ্যে বেশ একটী সৌহার্দ্দভাব দেখা যায়।

ইহার কিয়দ্দূরে ৬৪ মহল অর্থাৎ ৬৪ খানি বাটী এক শ্রেণীতে নির্ম্মিত। ডুরেণ্ডার এক মাইল দূরে হিনু বলিয়া স্থান অবস্থিত। এই স্থানেও অনেক কর্ম্মচারী পরিবার সহ অবস্থান করেন। এই ডুরেণ্ডায় যে বাটীতে আমরা অবস্থান করিতেছিলাম, উহার পশ্চাদ্‌ভাগেই গুর্খা সৈন্যদের হাঁসপাতাল, আহত সৈন্যগণ এই স্থানে সেবার নিমিত্ত আগমন করে। উহার সম্মুখেই প্রকাণ্ড বিস্তীর্ণ মাঠে সকলে ভ্রমণ করেন। মাঠের মধ্যে Golf field আছে। প্রায়ই বৈকালে দেখিতাম সাহেবেরা Golf খেলিতেছেন। এই মাঠের মধ্যস্থানে একটী কৃত্রিম মৃত্তিকার পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ ঢিপি আছে। গুর্খা সৈন্যগণ এই মাঠে ড্রিল করে ও বন্দুকাদি ছুড়িতে অভ্যাস করে। এই ঢিপির উপরে যিনি সৈনিকদলের নেতা তিনি দণ্ডায়মান থাকিয়া কে কেমন ছুঁড়িতেছে অবলোকন করেন। বন্দুক ছুঁড়িলে এই মৃত্তিকাময় ঢিপির গাত্রে গুলি লাগে। ইহা একটী আবরণ স্বরূপ ; যাহাতে গুলি অপর কাহারও গাত্রে না লাগে তন্নিমত্ত এই উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। ইহার পশ্চাতেই সুবর্ণ রেখা ক্ষীণভাবে প্রবাহিত হইয়াছে। তখন উহা শুষ্ক থাকায় বালুকারাশি দ্বারা পূর্ণ ছিল। এই মাঠ হইতে ষ্টেশন অতি নিকটে, নদীটা অতিক্রম করিলেই ষ্টেশন দেখা যায়।

ডুরেণ্ডার অতি নিকটেই Secretariat Office, এই স্থানেই সকল কর্ম্মচারী কাজ করেন। এই office অতি বৃহৎ চতুর্দ্দিকে উদ্যান বেষ্টিত, ইহার সম্মুখে একটী ফটক, পশ্চাতে আর একটী ফটক আছে।

এই ডুরেণ্ডায় অবস্থান কালে আমরা একদিন জগন্নাথপুরের পাহাড় দেখিতে গিয়াছিলাম। Ranchiতে খুব সুন্দর ল্যাণ্ডো ভাড়া পাওয়া যায়। তাহাতে আরোহণ করিলে মনে হয় না যে, ভাড়া করা ল্যাণ্ডোয় আরোহণ করিয়াছি। ঘোড়া দুইটী সতেজ ও বলবান্ ও দ্রুতগতিতে চলে। ল্যাণ্ডোর মধ্যে বসিবার স্থানও অতি সুন্দর, ঠিক মনে হয় কাহার বাড়ীর ল্যাণ্ডো। আমাদের কলিকাতার ভাড়া করা ফিটন অপেক্ষা ইহা সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট।

আমরা ঠিক করিলাম, পাহাড় দেখিতে যাব, কিন্তু বৈকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল ও বড় ঝড় উঠিল। সকলে বলিলেন যাওয়া হইবে না। আমরা কিন্তু নিরস্ত হইলাম না। গাড়ীতে উঠিয়া বসিবামাত্র বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমরা সেই বৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করিয়া Waterproof ছাতি ইত্যাদি লইয়া চলিলাম। কিয়ৎদূর গমনের পর, পবনদেব যখন বুঝিলেন, যে তাঁহার বিক্রমকে আমরা অগ্রাহ্য করিয়া চলিলাম, তখন তিনি ক্ষান্ত হইলেন, ঝড় ও বৃষ্টি কমিয়া গেল। দুই ধারে ধান্য ক্ষেত্র, মধ্যস্থান দিয়া রাস্তা। আমা-

দের ল্যাণ্ডোর উপরটা ঢাকা ছিল, বৃষ্টি কমিতেই সেই ঢাকা খুলিয়া দেওয়া হইল, দূর হইতে এই জগন্নাথপুর পাহাড় দেখিতে পাইলাম, মনে হইল শুধু বুঝি একটী মৃত্তিকার ঢিপি। যত নিকটে যাইতে লাগিলাম, তত স্পষ্টরূপে ইহা দেখিতে পাইতেছিলাম। তাহার পর আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া কিয়দ্দূর পদব্রজে গমনপূর্ব্বক পাহাড়ে আরোহণ করিতে লাগিলাম। ইহার মধ্যেও সিঁড়ির ধাপ আছে। সুতরাং আরোহণ করিতে বিশেষ কষ্ট হইল না। উপরে উঠিলাম, উঠিয়া দেখি সম্মুখেই প্রবেশপথ, আর চতুর্দ্দিক প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, ঠিক যেন মনে হয় একটী দুর্গ। যাহা হকউ ঐ প্রবেশপথদ্বারা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখেই একটী মন্দির, তাহার ভিতর বিগ্রহ রহিয়াছে, এই বিগ্রহের প্রত্যহ পূজা হয়। মন্দিরগুলির গাঁথুনি এখনও খুব দৃঢ়, অথচ ইহা কোন কালে নির্ম্মিত হইয়াছে, কি শক্ত গাঁথুনি। পশ্চাতে আরও দুইটী মন্দির দেখিলাম। একটীর চূড়া এত উচ্চ যেন মনে হইতেছে, আকাশকে স্পর্শ করিতেছে। পুরাকালের এই মন্দিরসমূহের নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। প্রবেশপথের সম্মুখেই যে মন্দির, তাহার মধ্যে জগন্নাথদেবের প্রতিমূর্ত্তি আছে। মন্দিরের ভিতরে একটু অন্ধকার, দেখিলাম পূজারী বসিয়া রহিয়াছে। চতুর্দ্দিক সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, পশ্চাতে কয়েকটী ক্ষুদ্র গুহা অবলোকন করিলাম, সে সমূহ এত অন্ধকারময় যে ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহস হইল না, বাহিরে আসিয়া কিয়ৎক্ষণ বসিলাম। চারি ধারে বন্যবৃক্ষ-সমূহ দণ্ডায়মান, সন্ধ্যাদেবী ধীরে ধীরে ধরণীকে তামসজালে আবৃত করিতেছিলেন, বিহঙ্গকুল যে যার নীড়ে প্রবিষ্ট হইল, কিন্তু হৃদয়ে কেমন একটা ম্লানভাব আনয়ন করিল। বৃক্ষে ঝিঁঝিঁ রব ধ্বনিত হইল, সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে সেই ঝিল্লিরবই শুদ্ধ শ্রবণ করা যাইতেছিল। দূরে বংশীধ্বনি হইতেছিল, হয়ত নিকটবর্ত্তী গ্রামের কৃষকপুত্রগণ সেই অপূর্ব্ব মুরলী ধ্বনিত করিতেছিল। সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা এবং সেই স্থানের নিস্তব্ধতা উভয়ে মিলিত হইয়া গাঢ়তররূপে নীরব ভাব ধারণ করিল। সন্ধ্যা-সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছিল, তাহার স্পর্শে কেমন একটা কোমলতার ভাব প্রাণে জাগরিত হইল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধীরে ধীরে অবতরণপূর্ব্বক পুনরায় স্বীয় গন্তব্যস্থানে গমন করিলাম।

কিয়দ্দূরে গমন করিয়া আর একটা ঢিপি দেখিতে পাইলাম, পরম্পরায় অবগত হইলাম যে উহা "জগন্নাথের মাসীর" বাটী। মাসীর বাটীর কি বাহার। এ বাটী দর্শনে হাসি আর থামাইতে পারিলাম না। তৎপরে আমরা গৃহে ফিরিলাম। বাটীর সকলে ভাবিয়াছিলেন আমরা বৃষ্টিতে ভিজিয়াছি। কিন্তু যখন শুনিলেন আমরা কিছুমাত্র ভিজি

নাই, তখন তাঁহারা একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

এইবার আর কয়েকটী কথা বলিয়া আমার প্রবন্ধের উপসংহার করিব, বিশেষ উল্লেখযোগ্য আর কিছুই নাই।

পরদিন ঠিক করিলাম সুবর্ণরেখা নদী দেখিতে যাইব। তখন যদিও নদীতে জল ছিলনা তবু একবার দেখিতে ইচ্ছা হইল। সে দিনও পূর্ব্বদিনের ন্যায় পুনরায় বৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া চলিলাম। গমনকালে ল্যাণ্ডোর ঢাকা আর খোলা হয় নাই, কারণ অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল, কিন্তু যখন নদীর নিকটে উপস্থিত হইলাম তখন বৃষ্টি থামিয়া গেল। এই নদীর উপর দুইটী প্রকাণ্ড সেতু। একটী সেতু জনসাধারণ ও গাড়ী প্রভৃতি যাইবার জন্য নির্ম্মিত। ইহার উপর বেশ সুন্দর প্রসস্ত রাস্তা। উহার আর একটু পাশে আর একটী সেতু, ইহার উপর দিয়া রেলের লাইন চলিয়া গিয়াছে। এই সেতুতে কাহারও উঠিবার অধিকার নাই। একটী কাষ্ঠফলকে লেখা আছে "এই সেতুর উপর উঠা নিষেধ।" উহার উপর দিয়া রেলের লাইন গমন করিয়াছে বলিয়াই বোধ হয় রেল-কোম্পানী এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া পাশ দিয়া সেতুর নিম্নে গমন করিলাম। তখন নদীর জল নাই বলিলেই হয়। বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ড ছিল, তাহার উপর উপবেশন করিলাম। কিয়ৎক্ষণ উপবেশন করিবার পর দেখিলাম কোথা হইতে নির্ম্মল জলরাশি ঐ স্থানে আসিতেছে। আমরা ও কয়েকজন সঙ্গী, কোথা হইতে ঐ জল আসিতেছে তাহার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইলাম। দেখিলাম আমরা যেখানে বসিয়া রহিয়াছি তাহার সম্মুখে অদূরে কোথা হইতে কুল কুল স্বরে জল আসিতেছে, কিন্তু উহার পথ কোথায় তাহা জানি না। তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া আমরা একবার জলের মধ্যে আর একবার পাথরের উপর পদক্ষেপ করিয়া চলিতে লাগিলাম। অন্যান্য সকলে প্রথমে আমাদের যাইতে বারণ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে স্থান হইতে জল আসিতেছে সে স্থানে যাইতে হইলে অতি সাবধানে যাইতে হয়। আমরা আস্তে আস্তে কিয়ৎদূর গিয়া দেখিলাম দুধারেই তীর, মধ্যে ঠিক আমাদের পয়ঃপ্রণালীর ন্যায় সরু একস্থান হইতে উক্ত নির্ম্মল জলরাশি নির্গত হইতেছে। অনেকক্ষণ পর্য্যবেক্ষণের পর দেখিলাম দুইখানি প্রস্তরখণ্ড বক্রভাবে অবস্থিত, তাহার নিম্নে সুড়ঙ্গের ন্যায় এক স্থান হইতে জল আসিতেছে, এইটী আবিষ্কার করিয়া আমাদের অত্যন্ত আনন্দ হইল। তৎপরে দেখি, আমাদের অন্যান্য সমভিব্যাহারিগণ যখন দেখিলেন আমরা একটা কিছু আবিষ্কার করিয়াছি, তাঁহারাও সেই স্থানে আসিলেন। ঐ স্থানে অনেক প্রস্তরঢিপি ছিল, আমরা সকলে উহাতে উপবেশন করিয়া ঐ জলরাশির নির্গমপ্রণালী-

দেখিতে লাগিলাম। ঐ স্থানে উপবেশন-কালে অদূরে নদীর অপর তীরে একটী নূতন বাটী নির্ম্মিত হইতেছে দেখিলাম। এই নির্জ্জন স্থানে কাহার বাটী নির্ম্মাণ হইতেছে জানিবার নিমিত্ত স্বভাবতঃই ইচ্ছা হয়। জিজ্ঞাসা করায় অবগত হইলাম যে Veterinary College নির্ম্মিত হইতেছে। Buildingটী দূর হইতে আমাদের Prinsep's Ghat এর মত দেখাইতেছিল। এই স্থানে উপবেশন করিয়া যে কি সুন্দর সূর্য্যাস্ত দেখিয়াছিলাম তাহা বর্ণনাতীত। পশ্চিমগগনে ভানুদেব অস্তগমন করিতেছেন, সমস্ত গগন সোণালী রং দ্বারা রঞ্জিত হইল, ক্রমশঃ ঈষৎ লোহিত তৎপরে গাঢ় লোহিত, ক্রমে সিন্দূর বর্ণ ধারণ করিল। সেই আলোক জলের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া কি এক আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিল। রাঁচি পাহাড়ে একদিন সূর্য্যাস্ত দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তদপেক্ষা সুবর্ণরেখার তীরে যে কি মনোহর দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা বর্ণনাতীত। ক্রমে ধীরে ধীরে সূর্য্যদেব কেমন সুন্দরভাবে অস্ত গমন করিলেন। সহরে অবস্থান-কালে এরূপ সৌন্দর্য্য দর্শন হইতে আমরা বঞ্চিত ছিলাম।

এই সকল উন্মুক্ত স্থানে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে বড়ই মনোহর। সূর্য্যের অস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে "দিবা অবসান হল, কি কর বসিয়া মন" এই গানটীর কথা মনে হইল। বাস্তবিক, ঐ গানটীর সহিত স্বভাবের কি সম্বন্ধ তাহা সেদিনই প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করিলাম। "আয়ুঃসূর্য্য" প্রকৃতই অস্ত যায়, ঐ সময়ের পক্ষে এই গানটী এত উপযোগী ও এত হৃদয়স্পর্শী, যে সকলেরই উহা ভাল লাগিল।

আমার আর বেশী কিছু বলিবার নাই। Woodro Falls দেখিবার অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল, দেখিতেও যাইতাম, কিন্তু সময়ের অসঙ্কুলান বশতঃ যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না। পুনর্ব্বার যদি কখনও গমন করি তবে দেখিয়া সাধ মিটাইব। এই Falls ২১ মাইল দূরে অবস্থিত এবং এরূপ মনোরম ও রমণীয় যে তাহা অবর্ণনীয়।

রাঁচিতে আর বিশেষ কিছুই দেখিবার নাই। Roman Catholicদের Roman Mission Church, ইহা স্বতন্ত্র; Englishদের English Mission Church, এই Churchটীতেই অধিকাংশ Christian গমন করেন। এতদ্ভিন্ন একটি ব্রাহ্মসমাজ আছে, তাহাতে সহরের সকল ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বিগণই যোগদান করেন।

এই স্থানে আমার প্রবন্ধ শেষ করিলাম। অনেক ত্রুটী আছে, সহৃদয় পাঠিকাগণ সেই সকল ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

কুমারী মণিকা রায় চৌধুরী।

ভারতের ফল, এবং তাহা সংরক্ষণ করিবার উপায়।

Wealth of India নামক মাসিক পত্রে মিঃ, পি, এম্‌, ভেনকাটারাম আয়ার মহাশয় ফল-সংরক্ষণ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। "কাজের লোক" নামক পত্রে ফলসংরক্ষণ সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা হইয়াছে, পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়া থাকিবেন। অদ্য ভেনকাটারাম আয়ার মহোদয়ের প্রবন্ধের সার সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতেছি। "কাজের লোকে" প্রদত্ত প্রণালী এবং ইহার প্রণালীতে বিশেষ পার্থক্য নাই, পাঠকগণ পাঠ করিয়া তুলনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। ফলকথা, ভারতের বিবিধ প্রকারের ফল অন্যদেশে দুর্লভ, যদি ফল সংরক্ষণ করিয়া ভারত হইতে বিদেশে সেই সকল সংরক্ষিত ফল চালান কারবারের উন্নতি বিধান করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আমাদের অর্থস্বাচ্ছল্য হইতে পারে। সেই জন্য কথাটার পুনরায় অবতারণা করিতে চাহি। ইহা যে বিশেষ লাভজনক শিল্প এবং ব্যবসায়, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। আম, আনারস, লিচু, কলা এবং অন্যান্য বিবিধ প্রকার ফলের সংরক্ষণ করিতে পারিলে বিলাতে পাঠাইয়া প্রচুর ধনাগমের পন্থা করা যাইতে পারে। এদেশে আমের চাট্‌নী প্রভৃতি বিলাতে সাদরে বিক্রয় হইয়া থাকে, স্বর্ণপ্রসূ ভারতে সমস্তই আছে, নাই কেবল উদ্যোগী উদ্ভাবন-শক্তিবিশিষ্ট মস্তিষ্ক। এই জন্যই আমরা পরমুখাপেক্ষী। শিল্পের আলোচনার দিকে আদৌ দেশটার প্রবৃত্তি নাই, শিল্পের সাহিত্য সাহিত্যমধ্যে এদেশে গণ্য হয় না, সেইজন্য নাটক নভেলের সাহিত্য অপেক্ষা শিল্প সাহিত্য সভার বার্ষিক অধিবেশনে একদিন আমরা উপস্থিত ছিলাম, সেখানে শিল্পবিষয়ক সাহিত্যের কোন গবেষণাই হয় নাই। কোন ভদ্রলোক তাঁহার একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয় পৌত্রকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, অনেক জনসমাগম, বড় বড় প্রবন্ধ পাঠের আড়ম্বরে বালক কিছুই বুঝিতে পারে নাই বোধ হয়। তাহার দাদা মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "দাদু, সাহিত্যিক" কাহাকে বলে, দাদা মহাশয় বিপদে পড়িলেন, আমরাও পার্শ্বে দাড়াইয়াছিলাম—বালকের এই অদ্ভুত প্রশ্নের কি উত্তর দিলে বালক বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে, ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। ইত্যবসরে বৃদ্ধ দাদামহাশয় বলিলেন, কি জান সতুবাবু! যাঁহারা ভাষার গবেষণায় প্রবৃত্ত থাকেন, তাঁহারাই সাহিত্যিক, আর সরল ভাষাকে যাঁহারা বড় বড় দুর্বোধ্য কথায় বেশ জটীল করিয়া দিতে পারেন, তাঁহারাই হইলেন বড় সাহিত্যিক। দুর্ভাগ্যের, বিষয় সতুবাবু

বৃদ্ধের কথাটা ভাল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না, সে বলিল, দাছ আমি কিছু বুঝিতে পারিলাম না। দাদামহাশয় বলিলেন—আমিও ভাল বুঝিতে পারি নাই, তা তোমাকে বুঝাইব কি? চল বাড়ী যাই। দেশের সাহিত্যচর্চ্চা নিশ্চই দেখিতে শুনিতে, দেখাইতে শুনাইতে ভাল কথা সন্দেহ নাই, সাহিত্যের উন্নতি কে না চায়, কিন্তু শিল্পবিষয়ক সাহিত্যের আলোচনা কি একেবারেই অস্পর্শীয় বিষয়? পাশ্চাত্য দেশের শিল্পবিষয়ক সাহিত্য হইতে এদেশের সাহিত্যভাণ্ডার পরিপুষ্ট হওয়া উচিত। ক্রমাগত অসার উপন্যাস এবং নাটকে দেশটা পরিপূর্ণ করিবার প্রশ্রয় দেওয়ায় দেশে এক শ্রেণীর অলস অকর্ম্মণ্য লোক গঠিত হয় মাত্র। এটা কথা প্রসঙ্গে তুলিলাম মাত্র, আমরা সাহিত্যিকও নহি, সাহিত্যের সমালোচনা করিবার ক্ষমতাও রাখি না। যাক্ কথায় কথায় অন্য বিষয়ে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, তজ্জন্য পাঠক এবং সাহিত্যিকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থী।

ফল সংরক্ষণের জন্য অধিক মূলধন এবং পেটেন্ট যন্ত্রাদির সাহায্য না লইলেও কতকগুলি মোটামুটী প্রণালী জানিলে সাধারণ লোকেও ছোট রকমের কারখানা করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে পারেন। এই কার্য্য চালাইতে হইলে একটা সস্প্যান বা কড়াই, একটা কেট্‌লী অথবা সেইরূপ কোন একটা জল গরম করিবার পাত্র আবশ্যক।

বোতলের কথা।

বিদেশে দেশের সংরক্ষিত ফল চালাইতে হইলে বোতলই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপাদান। দীর্ঘকাল ফল সংরক্ষণ করিতে হইলে বোতলগুলি সম্পূর্ণভাবে এয়ার টাইট্ বা বায়ু অবরোধক হওয়া একান্ত আবশ্যক। ভিতরে বাতাস ঢুকিলে সংরক্ষিত ফল নষ্ট হইয়া যাইবে। এই এই কাজের জন্য মুখে রবার দেওয়া কাচের ছিপি দেওয়া বোতল বাজারেও খরিদ করিতে পাওয়া যায়। সেই সকল বোতল ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত বারম্বারও ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

সিরাপ বা সরবতের কথা।

অনেকের ধারণা আছে যে, ফল সংরক্ষণ করিতে হইলে সিরাপ একটা অপরিহার্য্য সামগ্রী।

সাধারণ বিশুদ্ধ জলও সিরপের ন্যায় উপযোগী। স্বচ্ছ সিরপেরও আর একটী দোষ ইহা যথেষ্ট তরল এবং স্বচ্ছ হইলেও ফলের স্বাভাবিক গন্ধ নষ্ট করিয়া দেয়। সেই জন্য সিরপ বা চিনি একেবারেই না ব্যবহার করিলেই ভাল হয়। যদিই ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে এক কোয়ার্ট অর্থাৎ ৩ পোয়া আন্দাজ জলে মাত্র ১ পাউণ্ড অর্থাৎ অর্দ্ধ সের মাত্র চিনি দেওয়াই উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। আরও একটা কথা, যদি চিনি ব্যবহারই করিতে হয় তাহা হইলে কখন Raw Sugar বা আকচিনি ব্যবহার করা উচিত নয়, তাহা হইলে তাহা দ্বারা যে সরবৎ বা সিরপ হইবে,

তাহা অপরিষ্কার হইবে। যাহাকে বাজারে পরিস্কৃত চিনি ক White Lump Sugar বলে তাহাই ব্যবহার করা উচিত। ইহা দ্বারা প্রস্তুত সিরাপ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া থাকে।

ফলের কথা।

ফল সংরক্ষণ করিতে হইলে কি প্রকার পরিপক্ক ফল ব্যবহৃত হওয়া উচিত, তাহাও আলোচ্য বিষয়, কারণ ফলের পকাবস্থার উপর সংরক্ষিত ফলের আকৃতি প্রকৃতি অনেকটা নির্ভর করে। যে সকল ফল বোতলে সংরক্ষিত হইবে তাহা সম্পূর্ণ পরিপক্ক হওয়া উচিত নয়, একটু ডাঁটো থাকা ভাল, তাহা হইলে যখন চিনিতে পাক হইয়া, দানাদার হইবে, তখন সহজে ভাঙ্গিয়া যাইবে না। আবার ফল একেবারে কাঁচা হইলেও সুবিধা হয় না এবং খুব সুপক্ক হইলেও চলে না।

যে জলে ফলগুলিকে সিদ্ধ করিতে হইবে, তাহা অবশ্যই কোনক্রমে ফারণহিট তাপমানের ২০০° ডিগ্রীর অধিক উত্তাপ-বিশিষ্ট হওয়া উচিত নহে। ১৯০ উত্তাপ হইলেই ভাল হয়। সেইজন্য জলের এই উত্তাপ স্থির করিবার জন্য একটা থারমোমিটার অতি অবশ্যই রাখিতে হয়।

ফলের অবস্থা।

যে সমুদয় ফলকে সংরক্ষণ করিতে হইবে সে সকল ফল বেশ পুরুল ও নির্দ্দোষ হওয়া আবশ্যক, পচা কাঁচা অপরিপক্ক ফল সংরক্ষণের অযোগ্য। ফলগুলিকে সংরক্ষণ করিবার পূর্ব্বে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া লইয়া মুছিয়া শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে, তাহার বোঁটা বাদ দিতে হইবে, তাহার পর সমস্ত ফলগুলিকে বাছাই করিয়া সমান আকৃতির ফলগুলিকে পৃথক করিতে হইবে। কারণ একই বোতলে ছোট বড় ফল সংরক্ষণের অনেক অসুবিধা হইয়া পড়ে। দেখিতেও ভাল হয় না এবং যখন চিনির রস দ্বারা sterlize বা দানাদার করা হয়, তখন সমান আকৃতির ফল না হইলে কোন স্থানে রস বা সীরপ অধিক জমা হইয়া পড়ে; কোন স্থানে রস সমান পায় না। এই একটী বিশেষ দোষ হইয়া পড়ে সুতরাং সমান আকৃতির ফল বাছাই করিয়া লইলে অনেক সুবিধা।

বোতল বা টীন পূর্ণ করিবার প্রণালী।

এইটিই এই কার্য্যের বিশেষ আবশ্যক বিষয়। কারণ এই কার্য্যের সুচারু বন্দোবস্তের অভাবেই সংরক্ষিত ফল অল্প দিনেই নষ্ট হইয়া যায়।

ইতিপূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, ফলধারী বোতল পূর্ণ করিবার পূর্ব্বে যে বায়ু প্রবেশ রোধ করা যাইতে পারে, এরূপ গ্লাস-ষ্টপার দেওয়া বোতলের আবশ্যক, বোতলের মুখেই কাচের স্ক্রু দেওয়া ছিপি বিশিষ্ট এবং রবার দেওয়া বোতল বীজ ও ফল সংরক্ষণের জন্য বাজারেও ক্রয় করিতে পারা যায়। কলিকাতার চীনাবাজারে শিশি বোতলের দোকানে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

এই বোতলের ভিতর সমান আকৃতির ফলগুলি বিশেষ সুবন্দোবস্তের সহিত সাজাইয়া লইতে হইবে, একটা কাষ্ঠখণ্ডের শলাকা প্রস্তুত করাইয়া লইয়া তাহা দ্বারা স্তরে স্তরে সাজাইয়া লইতে হয়, কারণ বোতলের ভিতর হাত প্রবেশ করান সম্ভব নহে।

বোতলের গলা পর্য্যন্ত ফলগুলিকে সাজাইতে হইবে এবং তাহার পর শীতল জল দ্বারা অথবা সীরপ দ্বারা বোতল পূর্ণ করিতে হইবে। সীরপ না দিবার বাসনা হইলেই শীতল জল দিয়া উপরের স্ক্রু ওয়ালা ছিপি আঁটিয়া দেওয়া উচিত, যাঁহারা সীরপ দিয়া ফল সংরক্ষণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত উপায়ে সীরপ বা রস প্রস্তুত করিয়া ঐ সুসজ্জিত ফলের উপর ঢালিয়া দিয়া বোতলের মুখ বন্ধ করিতে পারেন।

লোফ সুগার বা
দানাদার সাদা চিনি—১ পাউণ্ড অর্দ্ধ সের
জল (পরিষ্কার)—১ কোয়ার্ট বা আন্দাজ
৩ পোয়া

অগ্নিতে একটা এনামেলের কটাহে বা মৃত্তিকা পাত্রে দিয়া গলাইয়া ইহার গাদ কাটিয়া রস বা সীরপ প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে;

তাহার পর দানাদার করিবার কথা।

একটা সস্‌প্যান বা কটাহ সংগ্রহ করিতে হইবে, তাহা এরূপ পরিমাণ গভীর হওয়া উচিত, যেন বোতলের গলা পর্য্যন্ত এই কটাহের জলে নিমগ্ন থাকিতে পারে। তাহার পর একখানা অর্দ্ধইঞ্চি পরিমিত মোটা কাষ্ঠের তক্তাকে উপ-রোক্ত প্রকারের কটাহের মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে, যদি তক্তা না দিয়া কটা-হের উপরই বোতল স্থাপন করা যাইত, তাহা হইলে বোতল উত্তাপে ফাটিয়া যাইতে পারিত, সেই জন্য যাহাতে উত্তপ্ত কটাহের সম্পূর্ণ তাপ বোতলে না লাগিতে পারে, একখণ্ড তক্তা দেওয়ার ব্যবস্থা। উক্ত তক্তার উপর যখন বোতলগুলি স্থাপিত হইবে, তখন যেন কোনরূপে বোতলগুলি গায়ে গায়ে ঠেকিয়া ভাঙ্গিয়া না যায়, তজ্জন্য বোতলগুলির মধ্যস্থলে খড় দিতে হইবে। এখন স্মরণ রাখিতে হইবে যে, লৌহ কটাহের জল এবং বোত-লের মধ্যে সীরপের বা জলের উত্তাপের তারতম্য হইয়া থাকে। যদি কেটলীর জল ৫০ ডিগ্রি ফারনহিট্ হয়, তাহা হইলে বোতলের ভিতরের ৪০ ডিগ্রি হইবে। সেইজন্য উত্তাপ মৃদুভাবে বৃদ্ধি হওয়া উচিত। এখন উপরোক্ত উপায়ে বোতলে সীরপ দিয়া কটাহের মধ্যস্থ কাষ্ঠের তক্তার উপর বোতলগুলি কর্ক বা ছিপি যথাযোগ্য আঁটিয়া স্থাপন করিয়া তাহার পর কটাহে এরূপ পরিমাণ জল দিতে হইবে, যেন সেই জল বোতলের গলদেশ বা ছিপির ঠিক নিম্ন পর্য্যন্ত আসিতে পারে। তাহার পর কটাহের নিম্নে অগ্নির উত্তাপ দিয়া ১৬৫° ডিগ্রি হইতে ১৯০° ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তাপ ক্রমে

ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া তুলিতে হইবে। ফলের পক্বতা অনুযায়ী কখন কখন উত্তাপের তারতম্য করিয়া লইবার আবশ্যক হয় তবে ১৬০° ডিগ্রি হইতে ১৯০ উত্তাপ সর্ব্বাবস্থাতেই যথেষ্ট। উত্তাপ ১৯০ পর্য্যন্ত উঠিবামাত্রেই কটাহকে অগ্নি হইতে নামাইয়া যদি স্ক্রু বিশিষ্ট বোতল হয়, তাহার স্ক্রুগুলি টাইট করিয়া আটিয়া দিতে হইবে, তাহার পর ১৫।২০ মিনিট —১৬৫ ছোট ফলের জন্য এবং ১৯০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত বড় ফলের জন্য উত্তাপ ঠিক রক্ষা করা উচিত।

এরূপে ভিতরের বায়ু-প্রবেশ বন্ধ হইবে। বায়ু-প্রবেশ রোধ না করিতে পারিলে ফল সংরক্ষণ সুসম্পন্ন হইল না, বুঝিতে হইবে। বলা বাহুল্য, চিনি বা জল উভয় দ্বারাই ফল উপরোক্ত উপায়ে সংরক্ষণ করিতে পারা যায়।

"কাজের লোক" হইতে উদ্ধৃত।

শিশু জীবন ও কিণ্ডার গার্টেন।

কিণ্ডার গার্টেনের দ্রব্য

ফ্রোবেলের ধারা মতে শিশুশিক্ষা স্বাভাবিক গতির সঙ্গে সমতালে হওয়া উচিত। শিশুকে কোন বিষয় শুধু কেবল কথা দ্বারা বাহিরে বাহিরে শিখানর আবশ্যক নাই। সে সকল বিষয় নিজ চক্ষে দেখিবে, বুঝিবে, কল্পনা করিবে ও তাহা কার্য্যে পরিণত করিবে এই তাঁহার শিক্ষার উদ্দেশ্য, তাই সকল দ্রব্য কেবল কথাদ্বারা না শিখাইয়া শিশুকে কাজের দ্বারা উহার অর্থ বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। কিণ্ডার গার্টেনে চিন্তা, কর্ম্ম, জ্ঞান ও মনোবৃত্তির চালনা সমস্তই এক সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি চালনা শিশুজীবনের প্রথম কাজ। খেলা করা, গড়া, পেটা, ভাঙ্গা শিশুজীবনের প্রথম নিয়োগ। সেই কারণে ঐ কালেই তাহার ভবিষ্যৎ পরিশ্রম ও দক্ষতার ভিত্তি স্থাপন করা কর্ত্তব্য।

শিশুর পুষ্টিসাধন সর্ব্বদা গতিশীল হইবার জন্য প্রথমে অতি সরল দ্রব্য হইতে আরম্ভ করিতে হয়, ক্রমে শিশুর বয়সের সঙ্গে ঐ খেলার সামগ্রী সকলও ক্রমে স্বাভাবিক দ্রব্যের বিকাশের ন্যায় জটিল হইয়া আসে। ঐরূপে একটী দ্রব্যের জ্ঞান শিশুকে পরেরটীর জন্য প্রস্তুত করে। পরে বালক বালিকারা যখন বড় হইয়া কাঠের দ্বারা বাড়ী নির্ম্মাণ ইত্যাদি কাজ নিজেরাই করিতে শিখে, তখন তাহারা ইচ্ছামত নানারকমের বড় ছোট নূতন প্রকার বাড়ী পোল বা কল কাঠের দ্বারা তৈয়ার করিতে শিখে। ঐরূপ কর্ম্মের দ্বারা তাহাদের বোধ শক্তি, কল্পনাশক্তি

আবিষ্কার ও চিন্তাশক্তির পুষ্টিসাধন হয় এবং হস্ত ও চক্ষু এককালে কার্য্যতঃ কর্ম্মে শিক্ষিত ও অভ্যস্ত হয়। ক্রমে শিশু একরূপ জড় অবস্থা হইতে মনের কর্ম্মক্ষম অবস্থায় উপস্থিত হয়। সে নিজে যে সকল আকৃতির কল্পনা করে তাহাই নির্ম্মাণ করিয়া চোখের সম্মুখে ধরে। এইরূপ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক চেষ্টা দ্বারা শিশুজীবন স্বতন্ত্র কাজের দিকে অগ্রসর হয়।

কিণ্ডর গার্টেনের অন্যান্য ক্রীড়া ও কার্য্যের ন্যায় নির্ম্মাণ কার্য্যেও উপযুক্ত নিয়ম ও ধারা মতে চলা উচিত। মনোবৃত্তি সকলের নিয়মিতরূপে পুষ্টির সঙ্গে শৃঙ্খলা, পরিচ্ছন্নতা, মিতব্যয়িতা ও সঠিক জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন করা ঐ শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য। আরও অপরের স্বত্বরক্ষা, শান্তি, বন্ধুতা ও সহায়তা করা প্রভৃতি সামাজিক গুণের ও ইহা দ্বারা অনুশীলন হয়। প্রত্যেক বালক বা বালিকা কেবল নিজ নিজ নির্ম্মাণ দ্রব্য লইয়াই খেলিতে শিখিবে, ঐ সকল দ্রব্য ভাঙ্গা বা নষ্ট করা, অপরের দ্রব্যে হাত দেওয়া বা অন্যের ঘর ভাঙ্গিয়া দেওয়া কিম্বা নিজের কাজ ও দ্রব্যগুলি এলোমেলো করিয়া মাটিতে ফেলিয়া রাখা প্রভৃতি অনিয়মে কখন প্রশ্রয় পায় না।

আকার, পরিমাণ, সংখ্যা ও সৌন্দর্য্য প্রভৃতি বিষয়ে উত্তমরূপে জ্ঞান জন্মাইলে চিত্রবিদ্যার শিশুর মনকে আকৃষ্ট করিতে হয়, তাহা হইলে স্লেটের উপর সরল পাতার আকার হইতে গাছ পালা, কুকুর, বিড়াল, প্রভৃতি জীবন্ত দ্রব্য আঁকিতে শিখে। যে সকল রেখা কোণা আদি সে কিউবে শিখিয়া ছিল, সেই সব রেখা ও কোণা সে স্লেটে আঁকে, কাজেই ঐ সকল জ্ঞান তাহার মনে দৃঢ়রূপে বসিয়া যায়।

২

কিণ্ডরগার্টেনের শিক্ষার মতে শিশুর যে সকল স্বাভাবিক গুণ জাগিয়া উঠে, তাহা সচরাচর তাহাদের সমস্ত জীবনের আশীর্ব্বাদ স্বরূপ হয়। আর কোনও কোনও শিশু অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও মেধাবী না হইলেও অতি শিশুকাল হইতে কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকার জন্য তাহাদের কাজের অভ্যাস এরূপ অন্তরের মধ্যে বসিয়া যায় যে প্রাপ্ত বয়সে অলস বা অকর্ম্মণ্য হওয়া তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। সেই কারণে যে সকল শিশু মস্তিষ্ক চালনাদ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতে অক্ষম হইবে, তাহারা হস্তচালনার দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া স্বচ্ছন্দে পরিবারের ভরণপোষণ করিতে পারিবে।

কিণ্ডরগার্টেনের ধারামতে শিশুশিক্ষা এত উপকারী যে আমাদের দেশে যাহাতে উহার প্রচলন হয় সে বিষয়ে প্রত্যেক পিতামাতার একান্ত যত্ন করা আবশ্যক। আমার ইহা দৃঢ় বিশ্বাস যে, স্নেহময় ও সন্তানের শুভাকাঙ্ক্ষী হিন্দু পিতামাতারা একবার উহার মর্ম্ম ও সুফল বুঝিতে পারিলে শিশুদিগকে ঐ শিক্ষালয়ে

পাঠাইতে কখনও অবহেলা করিবেন না।

৩

তিন চার বৎসর হইতে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত শিশুর কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষার সময়, পরে তাহাদের মন যত বিকশিত হয় তত তাহাদের গভীর শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। সুতরাং তখন কিণ্ডারগার্টেন ছাড়িয়া বালকবালিকার স্কুলে যাওয়াই ভাল।

কিন্তু ঐ শিক্ষালয় ছাড়িলেও পিতা-মাতারা মনে করিবেন না যে, তাঁহাদের সন্তানদের শিক্ষা শেষ হইয়াছে। বরং শিশুর পরিপক্ক অবস্থায় উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য কিণ্ডারগার্টেন তাহার মন ও শরীরকে প্রস্তুত করিয়াছে মাত্র। এখন শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার কাজ পিতামাতার বা শিক্ষকের নিকট সহজ হইয়া আসিবে। ঐ ধারামতের শিক্ষা দ্বারা শিশুর যে সকল জ্ঞান ও কর্ম্ম-শিক্ষার আরম্ভ হইয়াছে, বাড়ীতে পিতামাতার শিক্ষাদ্বারা তাহা অধিকতর সম্পূর্ণ করা আবশ্যক।

অনেকে বলিবেন, ধনী ও মধ্যবর্ত্তী লোকেরা অনায়াসে তাঁহাদের সন্তানদিগকে কিণ্ডারগার্টেন-স্কুলে পাঠাইতে পারেন, কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহাদের সন্তান-দিগকে ওরূপ শিক্ষা কি প্রকারে দিবে? শিশুদিগকে কিণ্ডারগার্টেনের ধারা মতে শিক্ষা দিতে হইলে যে, কোন কিণ্ডার-গার্টেন স্কুলে পাঠাইতে হইবেই, এরূপ নয়। বিশেষতঃ আমাদের দেশে যখন উহা এ পর্য্যন্ত খোলা হয় নাই, আর প্রতি গ্রামে ও নগরে বা পাড়ায় উহার স্থাপন করিয়া ধনী দরিদ্র সকল বালকবালিকা-দিগকে সমানভাবে শিক্ষা দিবার এখনও যে কত বিলম্ব আছে তাহার ঠিক নাই। সে জন্য প্রত্যেক পিতামাতার কাছে আমার এই মাত্র প্রার্থনা যে তাঁহারা নিজ নিজ বাটীতে এক একটী ঘর শিশুদের খেলার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিন ও তাহাদের মন বুঝিয়া তাহাদের ইচ্ছামত খেলা ও নির্ম্মাণদ্রব্য কিনিয়া খেলার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে কাজ ও জ্ঞান শিক্ষা দিন; তাহা হইলে কিণ্ডর-গার্টেনের ফল অনেকটা আমাদের ভারত-বর্ষীয় পরিবারেও দেখা যাইবে। ধনী লোকেরা সন্তানদের খেলানা ও পুতুল ইত্যাদিতে কত অর্থ নষ্ট করেন, সে স্থলে গোটাকতক রবরের ও কাঠের গোলা ও কতকগুলি গঠনোপযোগী কাঠ কিনিয়া শিশুদিগকে কাজে নিযুক্ত রাখিলে তাঁহারা অবিলম্বে উহার মহাফল দেখিতে পাইবেন। আর গৃহস্থ ও দরিদ্র পিতা-মাতার প্রতি আমার এই বক্তব্য যে, বোধ হয় আমাদের দেশে এমন পিতা-মাতা কেহই নাই, যাঁহারা সন্তানদিগকে খানকতক ছেঁড়া কাগজ ও কাঠের টুকরা যোগাড় করিয়া দিতে অপারক। ঐ সামান্য দ্রব্য লইয়া সন্তান যতই দুষ্ট ও কলহপ্রিয় হউক না, সে আনন্দে কাজ আরম্ভ করিবে। শিশু দুষ্টামি ছাড়িয়া

একটী কোণে মাছরে বা মাটীতে বসিয়া কাগজ দিয়া কত রকম জিনিষ গড়িবে, আর কাঠের পর কাঠ সাজাইয়া বাড়ী তৈয়ার করিবে।

ধনী ও শিক্ষিত লোকদিগের সন্তানেরা যেমন তাহাদের চারিদিকের মার্জ্জিত আচার ব্যবহার দ্বারা কিণ্ডারগার্টেনের শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়, সেইরূপ গরীব লোকদিগের সন্তানেরা সরলতার আধিক্য ও বিলাসের অভাব বশতঃ ঐ জ্ঞানশিক্ষার জন্য অধিকতর প্রস্তুত হইয়া থাকে। বাস্তবিক, শৈশবকালে ধনী ও দরিদ্র, বা শ্রেণী ও জাতিজ্ঞান বালকবালিকাদিগের মনে জন্মায় না। সে জন্য তাহাদের অন্তরে কোন প্রভেদ হইবার কারণ নাই। বিশেষ অনেক সময় অতিরিক্ত বিলাস বা আদরে থাকিয়া ধনী সন্তানদের মানসিক-বৃত্তি সকল শিথিল হইয়া পড়ে, কিন্তু দরিদ্রের সন্তানদিগের সে ভয় নাই। আর যে সকল ধর্ম্ম, গুণ ও জ্ঞানে ধনী দরিদ্রের সমান অধিকার, সেই সকল আত্ম, পারিবারিক ও সামাজিক গুণের চর্চ্চা করা কিণ্ডারগার্টেনের উদ্দেশ্য। তাহা ব্যতীত, সকল প্রকার লোকের সন্তানেরা শৈশবকাল হইতে একত্র খেলা ও মিশামিশি করাতে পরস্পরের দেখাদেখি তাহাদের স্বভাব মার্জ্জিত হইবে, এবং ভয়ঙ্কর অপকারী জাতিভেদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মাইবে। তাহারা বাল্য কাল হইতে শিখিবে যে, এ জগতে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও নৈতিক গুণ ব্যতিরেকে আর কিছুই মানুষকে প্রকৃতরূপে শ্রেষ্ঠ বা মহৎ করিতে পারে না। ঐ শিশু শিক্ষার প্রভাবেই আমরা সময়ে যে, জাতিভেদ অসীম সমুদ্রের ন্যায় মাঝখানে থাকিয়া কত ধর্ম্মশীল ও জ্ঞানী লোকদিগকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে, কত সৎ ও পরিশ্রমী ব্যক্তিকে সকলের নীচে ফেলিয়া রাখিয়াছে, সেই দুঃখজনক জাতিভেদ-সমুদ্রের উপর সেতু বাঁধিবার আশা করিতে পারি।

ফ্রোবেলের ধারা মতে কিণ্ডার গার্টেন-শিক্ষায় শিল্প বা প্রাকৃতিক জ্ঞানেরও কোন অবহেলা করা হয় না। সে কারণে শিশুশিক্ষার জন্য ঐ স্কুলের সঙ্গে সাধ্যমত একটী ছোট রকমের বাগানের আবশ্যক। বালকবালিকাদিগের ইট কাঠ ও ঘর বাড়ী ত্যাগ করিয়া প্রত্যহ অন্ততঃ দুই তিন ঘণ্টা স্বভাবের সঙ্গে খেলা করা উচিত। উহা দ্বারা তাহাদের মন প্রশস্ত, চিন্তাশক্তি দৃঢ় ও কল্পনা-শক্তি প্রবল হয়। তাহা ব্যতীত, সর্ব্বদা গাছপালা, জীবজন্তুর সঙ্গে আলাপে মগ্ন থাকিলে অতি অল্প বয়স হইতেই শিশুরা সাংসারিক ধূর্ত্ততায় চতুর হইবে না, শীঘ্রই স্বাভাবিক নিয়ম ও কাণ্ড সমূহের অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবে। উদ্যানের গাছ-পালার মধ্যে শিশুরা ছুটাছুটি ও দৌড়া-দৌড়ি করিবে, ও খেলিয়া বেড়াইবে। মাটী খুঁড়িয়া গাছ রোপন করিতে শিখিবে, শিশু নিজে বীজ বুনিবে ও আনন্দের সঙ্গে তরুর জন্ম, বৃদ্ধি ও বিকাশ দেখিবে।

ঐ স্বাভাবিক ক্রীড়ার সঙ্গে তাহাদের মন ও ফুটিয়া উঠিবে। আর শিশু বাল্য কাল হইতে জীব, জন্তু, গাছ, তৃণ, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকলের প্রতি যত্ন করিতে ও উহা দ্বারা তাহার হৃদয় প্রশস্ত হওয়াতে সে সমস্ত জগৎকে ভাল বাসিতে শিখিবে। এইরূপে অজানিত ভাবে শিশুর মন সবল পবিত্র ও নৈতিক জ্ঞানে পুরিয়া উঠিবে ও এককালে তাহার মন, শরীর ও হৃদয় পুষ্ট হইয়া, তাহার পর জীবনে পরস্পরের সাহায্য করিবে। তাহা হইলে আর আমাদের বর্ত্তমান শোচনীয় কালের ন্যায় ভারতের কোন প্রদেশে, ক্ষীণশরীর-প্রকাণ্ড মস্তিষ্ক, বা কোথাও সরল দেহ শূন্য মস্তিষ্ক, আর কোন স্থলে বা হৃদয় শূন্য প্রকাণ্ড দেহ বা সবশূন্য মস্তকসার বালক ও যুবকদিগকে লইয়া মহা বিভ্রাটে ও বিপদে পড়িতে হইবে না।

শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাস।

কুমারী সুনীতি মজুমদারের জন্ম দিন উপলক্ষে প্রীতি উপহার।*

১

শুভ জন্মদিনে তব, কি আনন্দ অভিনব,
উথলি উঠিছে প্রাণে কি বলিব তার,
পিতা মাতা গুরুজন, প্রাণপ্রিয় পরিজন,
স্নেহনেত্রে মুখপানে চাহে অনিবার।
প্রাণের পুতলিপ্রায়, একমাত্র কন্যা তায়,
আর কেবা আছে হেন তোমার মতন,
মাগো বড় ভাগ্যবতী, হ'লে তুমি বিদ্যাবতী
যে গৃহে জন্মেছ তুমি অতি সুশোভন।

২

শৈশবে মাতার কোলে, আধ-আধ মা মা বোলে,
যে বাণী শিখিয়াছিলে করিয়া যতন,
জননী করুণাময়ী, আজ তোরে করে জয়ী,
দেখ করেছেন দেবী অঙ্গের ভূষণ।
বিদ্যার সাগর পিতা, মাতা সর্ব্বগুণান্বিতা,
তুমি মাগো তাঁর সুতা জন্মেছ যখন,
হবে কত গুণবতী, রূপে গুণে সরস্বতী,
বিভুপদে এই ভিক্ষা যাচি অনুক্ষণ।

৩

করি তোরে এ মিনতি, বিভুপদে রেখ মতি,
সুখে দুঃখে জেনো গতি হরি নিরঞ্জন,
তাঁহারি কৃপায় হয়, এ জীবন মধুময়,
জ্ঞানের বিজলি ছুটে হৃদে অনুক্ষণ।

---

* ইনি সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের একমাত্র কন্যা এবং উড়িষ্যার আদর্শ পুরুষ স্বর্গীয় রায় মধুসূদন রাও বাহাদুরের দৌহিত্রী; এবার আই এ পরীক্ষায় ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করাতে "ডফ স্কলারসিপ" নামক বৃত্তি পাইয়াছেন।

দর্শন বিজ্ঞান তাঁর, করে তত্ত্ব আবিষ্কার,
অফুরন্ত যে ভাণ্ডার বর্ণিবে কে তার,
ডুবিলে সে জ্ঞানার্ণবে, অমর জীবন লভে,
সাধু ভক্ত যোগী ঋষি জ্ঞানী অনিবার।

৪

নয়নে দেখেছ তুমি, জননীর জন্মভূমি,
সাধু সেই মাতামহ শ্রীমধুসূদন,
জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম যোগ, কিবা তাঁর স্বর্গভোগ
সশরীরে হয়েছিল সুন্দর কেমন!
সদা বিগলিত প্রাণ, প্রেমে কিবা মূর্ত্তিমান,
স্মরণে রেখগো মাতঃ দাদার জীবন,
জীবনে আসিবে বল, সুখ শান্তি পরিমল,
করিবে জীবন—সেই আদর্শে গঠন।

৫

বিনয়ে ভূষিতা হও, সদা মিষ্ট কথা কও,
দাস দাসী পরিজন সবে তুষ্ট হোক;
উঠিয়া সে জ্ঞানরথে, অনন্ত জীবন পথে,
দয়াময় দয়াকরে ধরুন্ আলোক।
কর্ত্তব্য বুঝিবে যাহা, নির্ভয়ে করিবে তাহা,
হৃদয়ের প্রসন্নতা রেখ সর্ব্বক্ষণ,
লয়ে শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা, রেখ প্রাণে পবিত্রতা,
এই মাত্র জেনো মাগো নারীর ভূষণ।

৬

মোরা তোরে ভালবাসি, তাই এই অভিলাষী,
হও মাগো আয়ুষ্মতী লভিতে জীবন,
এ শুধুতো কথা নয়, জীবনে সফল হয়,
দেব-আশীর্ব্বাদে জেনো কুমারীরতন!
স্নেহ প্রীতি ভালবাসা, এই জীবনের আশা,
হৃদয়ের মাঝে আছে প্রেম পারাবার,
যিনি হৃদয়ের স্বামী, তিনিত অন্তরযামী,
একমাত্র জীবনের সত্য সারাৎসার।

৭

কর তাঁরে সদা ভক্তি, জীবনে পাইবে শক্তি,
নিভৃতে হৃদয় মাঝে খুলিয়া দুয়ার,
ডাক সেই প্রাণারাম, যিনি সর্ব্বশক্তিমান.
ভূতলে গড়েন তিনি সোণার সংসার।
শুভ জন্মদিনে তব, কি আনন্দ অভিনব.
উথলি উঠিছে প্রাণে কি বলিব তার,
পিতা মাতা গুরুজন, আজ প্রাণপ্রিয়জন,
দিতেছেন এই লও প্রীতি উপহার।

অহল্যার শাপ মোচন।

বিশ্বামিত্র মুনি রাম লক্ষণকে সঙ্গে লইয়া যখন তাড়কা রাক্ষসীকে নিধন করিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় তিনি পথ, গ্রাম, নগরাদির পরিচয় দিয়া ও সকল দর্শনীয় স্থান তাঁহাদিগকে দেখাইয়া লইয়া যাইতে ছিলেন। পথি মধ্যে মিথিলা ধামে একটী উপবনে নির্জ্জন তপস্যার স্থান দেখিয়া বিশ্বামিত্র মুনিকে রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষি দেব! এই স্থানটীকে আশ্রমের ন্যায় মনে হইতেছে কিন্তু এখানে কোন মুনিকে দেখিতে পাইতেছি না, এ স্থানে কাহার আশ্রম ছিল জানিতে ইচ্ছা করি। মহামুনি বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া বলিলেন যে মহাত্মার

কোণ প্রযুক্ত এ আশ্রমের এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে আমি তাঁহার কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। এই স্থানে মহাত্মা গৌতম মুনির আশ্রম ছিল, তখন ইহার সৌন্দর্য্যের সীমা ছিল না। তিনি এইস্থানে বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার পত্নী অহল্যার সহিত তপস্যা করিয়াছিলেন। অহল্যা দেখিতে পরম সুন্দরী ছিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা সমস্ত সৌন্দর্য্য একত্র করিয়া তাহাকে সৃষ্টি করেন এবং মুনি শ্রেষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় গৌতমের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করেন। এই রমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া একদিন সুযোগ পাইয়া সুররাজ ইন্দ্র গৌতমমুনির বেশ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া অহল্যার সহিত বাস করেন। দুর্ব্বুদ্ধি ইন্দ্র নিজ মনস্কাম পূর্ণ করিয়া যখন প্রস্থান করিতেছে সেই সময়ে গৌতম মুনি আশ্রমে প্রবেশ করিতেছিলেন। পবিত্রাত্মা গৌতম অসদাচারী ইন্দ্রকে নিজ বেশ ধারণ করিয়া আশ্রম হইতে বহির্গত হইতেছে দেখিয়া সক্রোধে তাঁহাকে শাপ প্রদান করিলেন ও তৎপরে অহল্যাকে কহিলেন তোর এই পাপের প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। বহুকাল এই আশ্রমে অন্যের অদৃশ্য ভাবে অনাহারে অবস্থিতি করিতে হইবে। তৎপরে যখন দশরথ পুত্র রামচন্দ্র এস্থানে আসিবেন তাঁহার পাদ-স্পর্শে তুই পাপ মুক্ত হইবি। সেই অবধি অহল্যা এ স্থানে অবস্থান করিতে-ছেন। বিশ্বামিত্রের নিকট রামচন্দ্র সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আশ্রমের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন তথায় প্রচ্ছন্নভাবে তপস্যা-রতা অহল্যা অপূর্ব্ব তেজঃসম্পন্না হইয়াও প্রস্তরবৎ অবস্থান করিতেছেন। রামচন্দ্রের স্পর্শে অহল্যা পাপ মুক্ত হইয়া পুনরায় মহামুনি গৌতমের সহিত মিলিত হইলেন।

জীর্ণাবাস।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥
গীতা—২য়, অঃ।

বাসা জীর্ণ হইয়াছে আর টিকে না, সে বাসায় পক্ষীর থাকা নিতান্তই ক্লেশকর, তাই তা'কে সে বাসাটী ছাড়িয়া আবার একটি নূতন বাসার অনুসন্ধানে চলিতে হইবে। অবশ্য এ বাসাটী ত্যাগ করা ভিন্ন অন্য বাসা দেখা চলে না, কাজেই এ বিরহবেদনা শুধু পাখীর নহে পাখীর সঙ্গীদেরও আছে। পাখীরত—বাসা এত দিনের সাধের বাসা—ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে সেজন্য ত দুঃখ অন্তঃকরণে উদয় হইবেই, এতদ্ব্যতীত তাহার সাথীরা

অহল্যা উদ্ধার

যা'র তা'রই সঙ্গে এতদিন সুখ দুঃখের মধ্য দিয়া চলিয়াছিল, সম্পদে বিপদে যে তা'দের সহায় ছিল, তাহার বিরহে এ শাখীর দলের শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করা কি নিতান্ত অবিধেয় ? না। এ যে স্বভাবজাত অশ্রু, সুতরাং এ কি করিয়া অবিধেয় বলি ? যাহার হৃদয়ে আর পাষাণে কবির সুনিপুণ তুলিকা রঞ্জিত করে এ সময় তাহার সে পাষাণ ভেদ করিয়া কতই না বর্ষার বারিধারা বর্ষণ করে, তবে দোষ কি ? কোমল, কারুণ্যপূর্ণ হৃদয়ের ইহাই লক্ষণ। যাহার এমন দিনে কারুণ্যরসের উদ্ভব না হয় সে হৃদয় পাষাণ ! তবে সে স্রোতেও অঙ্গ সমর্পণ করা বিধেয় নহে। তাই ভক্তের ভগবান দয়ার সিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জ্জুনকে উপরি উক্ত বাক্যটী বলিয়াছেন—

মনুষ্য যেরূপ পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ আমাদের দেহস্থ আত্মা (যিনি অবিনাশী) এই ভাঙ্গা খাঁচা ত্যাগ করিয়া নূতন খাঁচা (দেহ) ধারণ করেন ।

সুতরাং তাহার জন্য "নানুশোচন্তি" শোক করিও না। কেন,—

নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ ।

উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥১৬

অনিত্য বস্তু যাহা তা'র অস্তিত্ব নাই। যাহা নিত্য তাহার বিনাশ নাই। যাঁ'রা এই উভয়ের পরিণাম দেখিয়াছেন, তাঁহারই তত্ত্বদর্শী।

কিন্তু কে অবিনাশী আর কে বিনাশী তাহা কেমন করিয়া জানিব ? তাই বলিতেছেন—"অবিনাশী তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্" যিনি এই সমস্ত (দেহাদি) ব্যাপিয়া আছেন তিনিই অবিনাশী, "কশ্চিৎ অব্যয়স্য তাস্য বিনাশং কর্ত্তুং ন অর্হতি" সেই অব্যয়ের (উৎপত্তিনাশহীন আত্মার) বিনাশ করিতে পারে না।

তবে বিনাশ হয় কাহার ? না—"অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য" নিত্য, অবিনাশী ও অপরিচ্ছিন্ন আত্মার এই দেহগুলি নশ্বর।

সুতরাং এ গুলির নাশও অবধার্য্য। তবে এ গুলির জন্য বালসুলভ ক্রন্দন কখনই বিধেয় নহে। কেন না যে'টী সার সেত চিরদিনই আছে তাহার ধ্বংস কোথায়—

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ ।

ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্ ॥

আমি ও যে কখনও ছিলাম না এমন নয়, তদ্রূপ তুমি ছিলে না তাও নয়, এই রাজন্যবর্গ ও ছিলেন না তাও নয়, ইহার পরে যে আমরা থাকিব না তাও নয়।

যদি তা' থাকি তবে মৃত্যুটা কি ? লোকে বলে "মরিলেই সব ফুরায়" এ কথার তাৎপর্য্য কি ?

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি র্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

দেহধারী দিগের এদেহে যেমন কৌমার,

যৌবন ও বার্দ্ধক্য, দেহান্তর প্রাপ্তি বা মৃত্যুও তদ্রূপ, সেজন্য জ্ঞানী তাহাতে মোহিত হন না।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্। উভৌ তৌন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ যে ইহাকে (আত্মাকে) হন্তা মনে করে এবং যে ইহাকে হত মনে করে, তাহারা উভয়েই জানে না কারণ ইনি হত্যাও করেন না, হতও হয় না।

তাই আবার বলিতেছেন—

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়
মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতু
মর্হসি॥

এই আত্মা, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয় (অজ্ঞাত জিনিষ) মনেরও অগোচর এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়েরও অগোচর বলিয়া কথিত, অতএব ইহাকে এরূপ জ্ঞাত হইয়া শোক করিও না।

অন্য দিকে ধরিতে গেলে যদি এ নিত্য জাত ও নিত্য মৃত হয় তাহা হইলেও শোক অবিধেয়, কেন—

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ॥
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতু মর্হসি॥

যেহেতু জন্মিলেই মরণ এ ধ্রুব, মরিলেও জন্ম হইবেই, তখন অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে শোক করিও না।

কখন এই ক্ষুদ্র বায়ুর ক্রিয়া বন্ধ হইবে কে জানে, তাই জানাইতে ভগবান মৃত্যুর একটি ক্ষুদ্র অভিনয় আমাদের জীবনে অহরহ করিতেছেন—সেটী শ্বাসক্রিয়া। এই শ্বাস বহির্গত হওয়াই মৃত্যু আর উহার প্রবেশেই জন্ম হইতেছে। এক দণ্ড শ্বাসের গতি বন্ধ হইলেই কি কষ্ট না অনুভব করি, কিন্তু বুঝি কি, হায় সে দিন কেমন? না সে দিনের জন্য প্রস্তুত হই? পরের এই জীবনাভিনয়ের দৃশ্য দেখি, অশ্রু বিসর্জ্জন করি কিন্তু ভাবি না, দেখিয়াও ভাবি না যে এ দিন আমার নিকটেই আছে ঘটিলেই হইল।

মায়ার যে কি এক অভাবনীয় শক্তি যে, এত দৃশ্য এত ঘটনাতেও জীব আপন কর্ত্তব্য পথে উপনীত হয় না। এখন দেখা যাউক এর উৎপত্তি কোথায়।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভি
জায়তে॥

বিষয় চিন্তা করিতে করিতে পুরুষের আসক্তি আসে, তাহা হইতে কামনা, কামনা হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়।

"ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি-"
বিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

ক্রোধ হইতে মোহ (হিতাহিত জ্ঞানশূন্যতা), মোহ হইতে স্মৃতিভ্রম (আত্ম বিস্মৃতি), স্মৃতিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ ও বুদ্ধিনাশ হইতে মৃতবৎ হয়। Then life becomes unrespected and desolate.

তাহা হইলে এখানে দেখিলাম যে ঐরূপ ছুটাছুটী করিতে করিতে হোচট্ খাইয়া শান্তি কোথায়?

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।

আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥

রাগদ্বেষশূন্য, আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা বিষয় সকল ভোগ করিলেও আত্ম-বশীভূতচিত্ত ব্যক্তি শান্তিলাভ করেন।

কিন্তু রাগদ্বেষশূন্য কিরূপে হইবে?

"যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ। সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ যোগযুক্ত, বিশুদ্ধচিত্ত, বিজিতচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় ও সমস্ত জীবের আত্মাই যাঁহার আত্মা (অর্থাৎ সর্ব্বজীবে সমদর্শী) এমন ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম দ্বারা আবদ্ধ হন না।

এই সর্ব্বভূতে সমদর্শিতার ফলে "এটা আমার ওটা আমার" এ জ্ঞান যায়, তখন বিষয় হইতে আর আসক্তি আসে না, আসক্তি না আসিলে আর জীবের ভাবনা থাকে না, তখন সে—প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি। ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া ফলাসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক যিনি কর্ম্ম করেন তিনি পুণ্য বা পাপ উভয় কর্ম্ম দ্বারাই লিপ্ত হন না, যেমন জলে থাকিয়াও পদ্ম-পত্র জল দ্বারা লিপ্ত হয় না—তাদেই। এ সংসারক্ষেত্রে থাকিয়াও সেই পুরুষ স্বাধীন। সংসার অরণ্য সবই তাঁহার পক্ষে সমান। এইরূপে মোহের নাশ হইলে জীব আত্মতত্ত্ব জ্ঞাত হয় এবং এই আত্মতত্ত্ব-বলে ক্রমে পরম গতি লাভ করে, জীব তন্ময়ত্ব লাভ করে অর্থাৎ সে সেই ব্রহ্ম হইয়া যায়।

এক্ষণে "ব্রহ্ম" কি তাহাই দেখা আব-শ্যক। "অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং" যিনি পরম অক্ষয় (যাঁহার ক্ষয় নাই) যিনি জগতের মূল তিনিই "ব্রহ্ম।" "অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্। যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ অন্ত-কালে যিনি আমাকে স্মরণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করেন তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন, ইহা নিঃসন্দেহ। "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ হে অর্জ্জুন, ব্রহ্মলোক হইতেও সকল লোক আবার ফিরিয়া আসে অর্থাৎ পুনরায় পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে যে ব্যক্তি প্রাপ্ত হয় তাহার আর জন্ম হয় না।

তাঁকে প্রাপ্ত হইবার এক সহজ উপায় বলিতেছি—পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা-লভ্যস্ত্বনন্যয়া। যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥

হে পার্থ, যাঁহাতে ভূতগণ রহিয়াছে এবং যিনি এ সমুদায় জগৎ ব্যাপিয়া অব-স্থিতি করিতেছেন সেই পরম পুরুষ আমি একান্ত ভক্তি দ্বারাই প্রাপ্য।

এই স্থানেই "ভক্তের ভগবান" এই মহাবাক্য রক্ষিত হইল। তাই বলেছেন—

ভক্তের তরে ঘাটে ঘাটে
নিয়ে বেড়াই ভাঙা তরী।
যে নদীর কূল কিনারা নাই,
সেই নদীতে আমি পাড়ি মারি!

ওহো প্রভুর কি ভক্তের প্রতি কৃপা, তা না হ'লে ভক্তের জন্য প্রভু স্বয়ং বোঝা মাথায় লন। প্রভু, আমরা বুঝি না,

তাই কাঁদিয়া মরি, ভাবি না তাই ভাবনার খেয়ালে গোলে হরিবোল দিই, উঁকি ঝুঁকি মারিতেছি আর আমি তোমায় দেখিবার জন্য ছুটীয়া মরিতেছি একি কম পরিতাপের বিষয়! ভাই, বন্ধু, এস সকলে মিলে আমাদের হৃদয়ের দেবতা শান্তি-দাতার স্মরণ লই। যাঁর নাম স্মরণে পাপী তাপী শান্তি পায়, আজ তাঁ'কে ডাকিলে আমরা কেন না তাঁহার কৃপা লাভে সক্ষম হইব। তিনি দয়ার সাগর। এ জগৎ তাঁ'র, তাঁ'র জিনিষ তাঁ'র কাছে যা'বে আসবে তাতে আমাদের সুখ দুঃখ কি? আমরা আমাদের কর্ত্তব্য করিব, সময় নাই, অগাধ জলধি সম্মুখে তরী নাই। সেই অন্তিম স্মরণ, বিপদ তারণ, মুক্তিদাতা ভগবানের কৃপাকণা লাভের জন্য আজি হইতে যত্নবান্ হই। ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ হরি ওঁ।

শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ।

মুষ্টিযোগ।

১। পোড়া ঘায়ের উপর চালের গুড়া ছড়াইয়া দিলে পোড়ার জ্বালা ও যন্ত্রণা অনেক নিবারণ হয়। ইহা কোড়ায় পুলটিস রূপে ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে।

২। চিরেতা জ্বরের পর শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা ও ক্ষুধামান্দ্য দূরকরিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। পালাজ্বরের পক্ষেও ইহা কম উপকারী নহে।

৩। গোল মরিচ—অর্শ রোগীর পক্ষে ৩৪টী গোল মরীচ একটু মধুর সহিত মাড়িয়া অর্শের বলির মুখে লাগাইয়া দিলে যন্ত্রণা ক্রমে দূর হয়।

৪। অজীর্ণ—৭৮টী গোল মরীচ একটু লবণের সহিত সেবনে অজীর্ণতা দোষ দূরীভূত হয়।

৫। খয়ের—স্তন ক্ষতে খয়েরের জল দিয়া সর্ব্বদা স্তনের বোটা ধৌত করিলে উপকার হয়। পাঁকুইয়ের ঘায়ে খয়ের দিলে উপকার দর্শে।

দাঁত কন্‌কন্ করিলে খয়েরে যন্ত্রণার লাঘব হয়।

পালাজ্বর—(Malaria Fever)—

১। কুকসিমার পাতা হস্তে ডলিয়া সেই রসের আঘ্রাণ লইলে আরোগ্য হয়।

২। টেপারির শিকড় শনি মঙ্গলবারে দক্ষিণ হস্তে বাধিয়া তিন দিবস রাখিলে পালাজ্বর আরোগ্য হয়।

৩। সূর্য্যমুখী গাছ, অধিক পরিমাণে বাটীতে রোপণ করিলে পালাজ্বর হয় না।

বৃশ্চিক দংশন—

১। ছাগল নাদি জলে ঘর্ষণ করিয়া দষ্ট স্থানে দিলে জ্বালা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়।

২। মুক্তাঝুরির পাতা বাটিয়া গরম

করিয়া পুলটিস দিলে তৎক্ষণাৎ বোলতা, ভীমরুল, মৌমাছি, বিছা ইত্যাদির জ্বালা নিবারণ হয়।

৩। রশুনের রস দষ্ট স্থানে দিলে জ্বালা শীঘ্র নিবারণ হয়।

৪। চিনির জল লাগাইলে শীঘ্র বোলতা, ভীমরুল কামড়ানর জ্বালা দূর হয়।

৫। গাওয়া ঘৃত ও সৈন্ধব লবণ একত্র মিলাইয়া দষ্ট স্থানে লাগাইলে বিছাকামড়ান জ্বালা তৎক্ষণাৎ দূর হয়।

উকুন—

১। চাপা ফুলের পাতার রস মস্তকে মাখিলে উকুন মরিয়া যায়।

চুলকনা—

১। চাল মুগুরার তৈলে কর্পূর মিশাইয়া লাগাইলে আরোগ্য হয়।

দদ্রু—

১। মাজুফল চূর্ণ ৮ ভাগ ও তেঁতুল ভস্ম ১ ভাগ, নারিকেল তৈল সহযোগে প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়।

২। ধূপ, গন্ধক, সোহাগা ও ফটকিরি সম ভাগে জলে বাটিয়া লাগাইলে ও দাদ আরোগ্য হয়।

৩। গর্জ্জন তৈল ও গন্ধক চূর্ণ এবং বেঁচি কড়ি ভস্ম একত্র মিশাইয়া লাগাইলে যে প্রকার দাদ হউক না কেন নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহা আমার পরীক্ষিত এবং শত সহস্র রোগী এই ঔষধে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

নাড়ীজ্ঞানে গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের সন্তান পরীক্ষা।

গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের ৫ম মাসে যখন কোন পীড়া না থাকে সেই সময়ে বায়ুর প্রবলতা থাকিলে কন্যা জন্মে। আর পিত্তের প্রবলতা থাকিলে পুত্র জন্মে (পরীক্ষিত)।

নাড়ী পরীক্ষার স্থান নির্ণয়—স্ত্রীলোকের বাম হস্তের আর পুরুষ হইলে তাহার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নিম্নে বা মনিবন্ধ প্রদেশে অর্থাৎ কব্জিতে (Brachial artery), তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই অঙ্গুলিত্রয় দ্বারা সমভাবে টিপিলে ধমনীস্থ শোণিত-গতি বিশেষরূপে অনুভূত হয়, তাহাকেই আয়ুর্ব্বেদ মতে নাড়ী পরীক্ষা কহে।

তর্জ্জনী অঙ্গুলির আঘাত প্রাপ্তে বায়ু, মধ্যমার আঘাত প্রাপ্তে পিত্ত ও অনামিকায় আঘাত প্রাপ্তে কফ, জ্ঞান করিবে।

ডাঃ সত্যপ্রিয় দত্ত।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব।

পরিপাক কর্ত্তব্যতা—"সেনিটরী রিপোর্টে" এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, মাধ্যাহ্নিক ভোজনের পরে শরীর ও মনের বিশ্রাম আবশ্যক, তৎপরে হাস্য ও

কৌতুক করিবার সময়, তৎপর রাজনীতি বিষয়ে চিন্তা ও তর্ক এবং তাহার পর গীত ও বাদ্য শ্রবণ ও দর্শন করিবার সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। যে সকল ব্যক্তি সামান্য সময় ব্যঙ্গ কৌতুকে নষ্ট হইলে ক্ষুণ্ণ হন, তাঁহারা জানেন না প্রতিদিন কিরূপে সময় অতিবাহিত হইলে পরিপাক কার্য্য সম্পাদিত হয়।

গৃহ মধ্যে গুল্ম রক্ষা করা—এইটী লোকের নিতান্ত ভ্রম যে, শয়ন বা বসিবার গৃহে গুল্ম লতাদি রক্ষা করিলে শরীরের স্বাস্থ্য হীন হয়।

"রাত্রৌ চ বৃক্ষমূলানি দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ"

এই চিরপ্রসিদ্ধ মতটী এখন ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। যদি তীব্র গন্ধযুক্ত পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, তাহা হইলে সমস্ত গৃহের বায়ু সেই গন্ধে মিশ্রিত হয়। গুল্ম রক্ষা করিলে তাহার দ্বারা বায়ুর অম্লঅঙ্গারক বাষ্প শোষিত হইয়া সমস্ত গৃহের বায়ু বিশুদ্ধ করিয়া দেয়। এক্ষণকার মতে সতেজ লতা ও গুল্মই প্রধান দুর্গন্ধনিবারক।

ডাঃ সত্যপ্রিয় দত্ত।

নারীর কর্ত্তব্য।

নারীর কর্ত্তব্য যে কি, তাহা পূর্ব্ব-পুরুষগণ চিন্তা করিয়া অনেক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অনেক নারী তাহা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করেন না, বা যাহা পাঠ করেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে যত্ন করেন না। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে অনেক বিষয়ে আপনা হইতেই দৃষ্টি পড়িবে। অপরের বলিয়া দিয়া করান, সকল বিষয়ে সম্ভবপর নহে. আপন হৃদয়স্থ বিবেক দ্বারা প্রণোদিত হইলে অনেক বিষয় আপনিই সুমীমাংসিত করিয়া লইতে পারেন।

নারী গৃহের রাজ্ঞীস্বরূপা। রাজা যেরূপ রাজ্য শাসন করেন, গৃহিণী তদ্রূপ গৃহে নিজ অধিকার পরিব্যাপ্ত করেন। গৃহে কেহ ক্লেশ পাইলে (যাহা মোচন করা সাধ্যায়ত্ত) বা কেহ বিপথগামী হইলে বিশেষতঃ বালকবালিকারা সচ্চরিত্র না হইলে গৃহিণী কতকাংশে ভগবানের নিকট দায়ী, এবং সমস্ত পরিবারের সহিত স্বয়ং ক্লেশ ভোগ করিতে থাকেন। গৃহে ধর্ম্মভাব প্রবল থাকিলে, জগদীশ্বরের মহিমামণ্ডিত-স্মৃতি হৃদয়ে জাগরূক থাকিলে, কেহ সহজে অসৎ কার্য্য করিতে পারেন না। সর্ব্বাগ্রে সমস্ত পরিবারে ধর্ম্মভাব জাগরূক রাখা উচিত। তাহার পরে জীবে দয়া, পশুপক্ষী, দুঃখী, তাপী, আত্মপর, দাসদাসী, সকলের প্রতি সমান দয়া শিক্ষা দিতে হইবে। দয়া যে হৃদয়ে বাস করে, সে হৃদয় কোমল না হইয়া যায় না। অসাম্প্রদায়িক,সাধুভক্তি শিক্ষা দিবে, নতুবা হৃদয় বিদ্বেষ ও নীচতার আগার

হইবে। রাজা রামমোহন, খৃষ্ট, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ, মুশা, চৈতন্য, মহম্মদ, শ্রীকৃষ্ণ, সকলে নিজ নিজ বিশ্বাস অনুসারে ভগবানকে ডাকিয়াছেন। যিনি যে নামেই ডাকুন না কেন, সকলেই যে ভগবানকে ভাল বাসিতেন ও সেই জন্য ভক্তির পাত্র, ইহা বালকবালিকাদের বলিয়া দেওয়া উচিত।

অনেক স্থলেই পত্নীর অবিবেচনায় পতির স্বভাবের বিকার হয়। স্বামীর অমতাবলম্বী, স্বার্থপরায়ণা, নারী আপনার ও গৃহের এবং স্বামীর ক্লেশের কারণ হয়েন। কেবল অসৎ কার্য্যে নারী স্বামীর পথে যাইবেন না, বরং তাঁহাকে সৎপথে আনিতে যত্ন করিবেন, নতুবা সকল কার্য্যে স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইবেন, তিনি যাহা ভালবাসেন, তাহাই স্ত্রীর করা উচিত। তাঁহার সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করা, তাঁহার উপর প্রভুত্ব করা বা তাঁহাকে অগ্রাহ্য করা অশোভন। দেহ ও বস্ত্রাদি সর্ব্বদা পরিষ্কার ও যথাসাধ্য সুশৃঙ্খলায় রাখিবে। সংসারে শান্তি ও হাস্যমুখ থাকিলে সে সংসার জীবন-সংগ্রামে ক্লিষ্ট পুরুষের পক্ষে আরামের স্থল। যে গৃহে সুখ আছে, সে গৃহের স্বামী অসৎ পথের পথিক হইয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। সমস্ত জগতের লাঞ্ছনা ও ক্লেশ, সংসার-পথের অগণ্য দুঃখ, কষ্ট, ব্যথা সহিয়া মানব গৃহে যদি জুড়াইতে পায়, কোন ক্লেশ তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিতে পারিবে না।

আর একটী কথা, নারীকে স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে, কারণ স্বার্থ চিন্তা সকলরূপ উত্তম বিষয়ের মূলে বাধা দেয়। স্বার্থত্যাগ না করিতে পারিলে কোন বিষয়েই সুবিধা হয় না। ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা নারীর সৌন্দর্য্য!

অনেক নারী সংসারে স্বামী পুত্র ব্যতীত অপর কাহাকেও রাখিতে ইচ্ছা করেন না। স্বামীর পিসিমা, কাকীমা, ভগিনীগণ এখন গলগ্রহ পরবাচ্য। বৃদ্ধা শ্বশ্রূকে না রাখিলে লোকনিন্দা, সেজন্য তিনি দাসীরূপে সংসারে অবস্থান করেন। তিনি বৌমার মুখাপেক্ষী, বৌমা একটী পয়সা দিলে তবে খরচ করিবেন। তিনি পৌত্র, পৌত্রীকে ভয় করিয়া চলেন, যদি বৌমার মুখটা একটু ভার দেখেন, অমনি ভয়ে শশব্যস্ত! নারীর এ বিষয় চিন্তা করা উচিত যে, অবস্থা চক্রবৎ ঘূর্ণায়মান হইতেছে, আমার অবস্থা যদি পরে ঐ প্রকার হয় তখন এই ব্যবহার পাইলে আমার অন্তরের অবস্থা কি প্রকার হয়?

নারীকে লোকে গৃহলক্ষ্মী বলে। লক্ষ্মী অর্থে—শ্রী, নারী শ্রীরূপিণী, তাঁহার অঙ্গের বাতাসে, শোভাহীন গৃহ শ্রী-সম্পন্ন হইবে, সংসারে তিনি শান্তি, সৌন্দর্য্য, ধন, জন প্রদান করিবেন। তিনি যেখানে থাকিবেন সন্তোষ তথায় আজ্ঞা-কারী হইয়া থাকিবে, শৃঙ্খলা, ধর্ম্মভাব, আরাম তাঁহার অনুবর্ত্তী। এই নারীর মূর্ত্তি!

অবান্তরবাক্যপ্রিয়তা, অনর্থক-হাস্য-পরিহাসকারিতা, মিথ্যাবাদিতা, বিশৃঙ্খলা,

ধর্ম্মভাববিহীনতা, অধিকবেশভূষাপ্রিয়তা নারীর মূর্ত্তি নহে। যাঁহার মস্তকে কর্ত্তব্যের গুরুভার ন্যস্ত রহিয়াছে, তিনি ঘুমঘোরে অচেতন, একবারও আপন দায়িত্বের বিষয় চিন্তা করেন না, শিশুর ন্যায় অজ্ঞানভাবে, অলসভাবে, আপন মহৎ জীবন কাটাইতেছেন, নষ্ট করিতেছেন, ইহার অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি আছে?

কতক শিক্ষিতা স্ত্রীলোকদের মধ্যেও একটু দোষ আছে। অনেকে একটু লেখা পড়া শিখিয়া আর গৃহকর্ম্ম করিতে পারেন না। তাঁহারা কি সত্যই পারেন না, না করেন না? নারী গৃহকর্ম্ম করে, ও পুরুষ অর্থোপার্জ্জন করে, ইহা বোধ হয় ভগবানেরই বিধান, সকল দেশে এই নিয়ম। অসভ্যজাতিদের মধ্যে পুরুষ পশু-পক্ষী শিকার করিয়া আনে, নারী রন্ধন করে। বালকবালিকারা খেলা করে, কোন কোন স্থলে বালিকারা রন্ধন করে, বালকেরা বাহিরের কার্য্যে যায়, বাজার করে। যদি শিক্ষিতাপত্নী বিবাহ করিয়া পুরুষের সংসার অধিক বিশৃঙ্খল হয় তবে শিক্ষার লাভ কি? শিক্ষিতা পত্নী সুচারুরূপে সংসার চালাইবেন গৃহে শৃঙ্খলা স্থাপন করিবেন, তিনি অজ্ঞান নহেন, সংসার তাঁহার নিকট যে অনেক আশা করে।

অনেকে বলেন স্ত্রীলোক লেখা পড়া শিখিলে প্রায়ই চাকরী করিতে যায়। অনেকে স্ত্রীলোকের চাকরী করাকে উপহাস করেন, কিন্তু হয়তো ভাই ৪০ টাকা মাহিনা পান, তাঁহার স্ত্রী, পুত্র ৪।৫টী, মা, ঠাকুরমা, কাকীমা আছেন, ২।১টী পুত্রসহ ভগ্নী বিধবা হইয়া তাঁহার কাছে আসিলেন, সংসারে দরিদ্রতা পূর্ণমূর্ত্তিতে বিরাজ করিল, সেস্থলে ভগিনী কোন স্কুলে পড়াইয়া কিছু টাকা আনিলে মন্দ, এ কথা কোন সহৃদয় ব্যক্তি বলিবেন না।

নচেৎ অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত নারীর বিদ্যাশিক্ষা নহে, চরিত্র গঠনের সংসার রক্ষার জন্য নারীর বিদ্যাশিক্ষা।

শ্রীহেমনলিনী বসু।

নূতন সংবাদ।

১। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় নিম্নলিখিত বালিকাগণ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে—ভাষার জন্য ডাফ্ স্কলার্সিপ্ কুমারী সুনীতি মজুমদার। লজিকের জন্য—সারদাপ্রসাদ প্রাইজ কুমারী তটিনী গুপ্ত। সিন্ধুবালা পদক ও উমেশচন্দ্র মুখার্জ্জি রৌপ্যপদক কুমারী তটিনী গুপ্ত।

২। বি, এ, পরীক্ষায় নিম্নলিখিত দুইটী বালিকা পদক প্রাপ্ত হইয়াছে। কনষ্টান্স ব্রাউন গঙ্গামণি দেবী স্বর্ণ পদক

ও শান্তা চট্টোপাধ্যায় পদ্মাবতী পদক ও প্রসন্নময়ী দেবী প্রাইজ।

৩। আরজেন্টাইন প্রদেশের মিষ্টার গ্রিগেরী নামক এক ব্যক্তি একরূপ তড়িৎ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। তদ্বারা শস্যের ও খাদ্যের অনিষ্টকারক কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি জীব সমূহ অনায়াসে ধ্বংস হইতে পারিবে।

৪। সন্তোষের রাণী শ্রীমতী দীনমণি চৌধুরাণী সন্তোষ জাহ্নবী স্কুল, গোলোক নাথ দাতব্য ঔষধাগার ও গঙ্গাবাড়ী অতিথি-শালার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৩ লক্ষ, ৬৩ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন।

৫। সমস্ত ইউরোপে মহাসমর আরম্ভ হইয়াছে। ঐ যুদ্ধে আহত দিগের সেবার জন্য ইংলণ্ডের "রেডক্রস" সোসাইটীর মহিলাগণ প্রস্তুত হইতেছেন। এখনও পর্য্যন্ত জর্ম্মনির পরাজয় হইয়া আসিতেছে আমরা সর্ব্বতোভাবে ইংলণ্ডের জয় কামনা করি।

বামারচনা।

যশোদা-জীবন-ধন।

যাবি না কি সঙ্গে মোর যশোদা-জীবন-ধন,
কি ব'লে দাঁড়াব গিয়া আধার সে বৃন্দাবন
কি কহিব অভাগীরে,
কি ক'রে সে বাচিবেরে,
সে কিরে বাঁধিবে বুক না দেখিলে চন্দ্রানন
পরাণ যাবেনা সাথে কেমনে যাইব ধন?
অভাগিনী-স্তন্য-সার,
নীলমণি কণ্ঠহার,
কেমনে কাহার করে করিব রে সমর্পণ,
প্রাণ ধরি কারে দোব দেব-আরাধিত ধন।
মোদের জীবন-ব্রত,
কেনরে নিদয় এত?
ননী হাতে পথ চাহি যশোদা আকুল-ধন,
"যাবনা" কেমন কথা, এ তোর কেমন পণ?
আমিয়ে যাইয়া একা
কি ক'রে করিব দেখা,
শুধাবে কোথায় নন্দ অভাগী-বুকের ধন,
জীবন সম্বল কই আমাদের প্রাণ মন,
মোর নীলকান্ত মণি,
আর কি চাবেনা ননী,
কেমনে আসিলে ফিরে পাষাণে কি গড়া মন,
কলিজা-রতনে মোর কোথা দিলে বিসর্জ্জন,
ক্ষণেক চোখের আড়ে,
জাননা কি করিত রে,
অভাগিনী যা হইত জানে তা ব্রজ জন,
আমাদের প্রাণাধার কেমন কঠিন মন,

নদী নিয়ে কি করিবে,
কার মুখে তুলে দেবে,
দগধ হৃদয় জ্বালা কে করিবে নিবারণ,
কার মুখ চেয়ে রবে শূন্যময় সে ভবন।
তুই রে গৃহের বাতি,
তুই নয়নের ভাতি,
ভবনে বাহিরে যেরে সব তোর নিদর্শন,
আঁধার নন্দের পুরী বিজন বিজন বন।
তোমার খেলার সাথী,
অধীর আকুল অতি,
বনে বেরে কি করিবে তোর প্রিয় সখাগণ,
বেণু মুখে ধেনু বাধা সব কি ভুলিলি-ধন?
তুমি মথুরায় রাজা,
এতে যে মোদের সাজা,
জানিলে কে আসিত রে সঙ্গে নিয়ে এ রতন,
কে শুনিত কে দেখিত এ দৃশ্য যে কি ভীষণ।
তো-বিনা মাখন চোরা,
অকূল আঁধার ধরা,
দিবসে রজনী মত হইবে রে বৃন্দাবন,
কি দিয়ে বাঁধিবে বুক কি নিয়ে বুঝাবে মন,
হৃদয় জীবনারাম,
গোপের আনন্দধাম—
শ্মশান করিলি বাপ, কিরূপ পাষাণ মন,
কি ক'রে ত্যজিলি যশোদা-অঞ্চল-ধন,
আয়রে জীবনাধার,
'যাবনা' বলোনা আর,
সহেনা বুকেতে যেয়ে বজ্রাঘাত এ বচন,
বুঝিবি না জ্বালা তার বুঝিবি না কি বেদন,
গোপাল নিকটে তোর,
তবু যে আঁধার ঘোর,
না জানি কি হবে তো-বিনা রে কালধন,
রবি, শশি, তারা, বাতি সব হীন বৃন্দাবন,
নয়নের মণি রাখি,
অন্ধকার পথ দেখি—
কেমনে চলিব আজি আঁধার অবনী মন,
আঁধার আঁধার প্রাণ সব আলো নির্ব্বাপণ।

শ্রীমতী করিমতি দেবী।

---

৬৮ নং মধুরায়ের লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 613. September, 1914.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।
স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্তিত।

৫২ বর্ষ। ৬১৩ সংখ্যা। { ভাদ্র, ১৩২১। সেপ্টেম্বর, ১৯১৪। } ১০ম কল্প। ৩য় ভাগ।

নিবেদন।

এ জীবন কি শুধু একটী মহাসাগরের জলবুদ্‌বুদ মাত্র? মহাসাগরে যেমন কত শত সহস্র জলবুদ্‌বুদ উত্থিত হইয়া আবার তাহাতেই নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে, তাহার যেমন কোন উদ্দেশ্য বুঝা যায় না এ জীবন কি সেইরূপ উদ্দেশ্যবিহীন জলবুদ্‌বুদ মাত্র? একবার উত্থিত হইয়া অলক্ষ্যে মিলাইয়া যাইবে? না, জগতের সমুদয় সৃষ্টবস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, এ জগতে বিধাতাপুরুষ যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার কণামাত্র বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয় নাই। প্রত্যক্ষ ও স্পষ্টরূপে তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিলেও পরোক্ষভাবে তাহার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারা যায়। মানবের শুভ সঙ্কল্প দ্বারা যাহা রচিত তাহা কল্যাণকর, ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট। এ জগতের সমুদয় বস্তুই আমাদের অজ্ঞাতসারে যাহা রাখিয়া যাইতেছে পরে তাহাই আমাদের জীবন গঠনের সহায় হইবে। এক কথায় বলিতে হইলে আমাদের প্রত্যেকের জীবনই এ জগৎবাসীর শিক্ষার বিষয়। আমরা সকলেই এক একজন শিক্ষকরূপে পরিগণিত। যে জীবন শিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে কিরূপে উদ্দেশ্যবিহীন জল-বুদবুদের সঙ্গে তুলনা করিব? তাহাত হইতে পারে না। ইহা যখন উদ্দেশ্যবিহীন জল-বুদবুদ নহে তখন ইহার কর্ত্তব্য কত কঠিন! যে জীবনের উদ্দেশ্য আছে তাহার লক্ষ্যও আছে। সেই লক্ষ্যকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া সকল প্রকার পরীক্ষার মধ্য দিয়া আপন আপন কর্ত্তব্য সাধন করাই জীবমাত্রের কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইলে ধৈর্য্য, পবিত্রতা ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। যে বিশ্ববিধাতা এ জীবন যখন উদ্দেশ্যবিহীন খেলার